

# কিশ্তিয়ে-নৃহ



হ্যরত মির্যা গোলাম আহ্মদ  
ইমাম মাহ্দী ও মসীহ মওউদ (আ.)  
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা



# কিশ্তিয়ে-নৃহ

বা

দাওয়াতুল ঈমান

বা

তকবীয়াতুল ঈমান



হ্যরত মির্যা গোলাম আহ্মদ  
ইমাম মাহ্দী ও মসীহ মাওউদ (আ.)  
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

# কিশ্তিয়ে-নুহ

বা দাওয়াতুল ঈমান বা তকবীয়াতুল ঈমান

গ্রন্থস্তর | ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন লি., ইউ. কে.

প্রকাশনায় | আহমদীয়া মুসলিম জামাঁত, বাংলাদেশ।

৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

মূল | হ্যারত মির্যা গোলাম আহমদ

প্রতিশ্রূত মসীহ ও ইমাম মাহ্মুদী (আ.)

ভাষাত্তর | মৌলভী আব্দুর রহমান খাঁ বাঙালী

ভূতপূর্ব আহমদীয়া মুসলিম মিশনারী, আমেরিকা

প্রথম প্রকাশ (উদ্বৃ) : ৫ অক্টোবর ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম প্রকাশ (বাংলা) : ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ

সপ্তম সংস্করণ (বাংলা) : ৭ নভেম্বর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

অষ্টম মুদ্রণ (বাংলা) : জুন ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

নবম মুদ্রণ (বাংলা) : জুন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

সংখ্যা | ১০০০ কপি

মুদ্রণে | বাড়-ও-লিভস

বাংলাদেশ পাবলিকেশন লি. ভবন,  
৮৯-৮৯/১ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

KISHTI-E-NUH  
(Ark of Noah)

কিশ্তিয়ে-নুহ  
বা দাওয়াতুল ঈমান  
বা তকবীয়াতুল ঈমান

by

**Hazrat Mirza Ghulam Ahmad**

The Promised Messiah & Imam Mahdi<sup>as</sup>

Translated into Bangla by

**Abdur Rahman Khan Bangali**

Former Ahmadiyya Muslim Missionary in America

Published by

**Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh**

4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

printed by : **Bud-Ø-Leaves**, Motijheel, Dhaka

Copy Right : Islam International Publications Ltd., U.K.

ISBN 978-984-991-044-2

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## ভূমিকা

হ্যরত নৃহ (আ.)-এর যুগে অবক্ষয়ে ডুবন্ত ও আযাবের মহাপ্লাবনে আক্রান্ত মানুষকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাঁহাকে যে কিশ্তির (নোকা) মাধ্যমে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা মানব সমাজে ‘কিশ্তিয়ে নৃহ’ নামে বিখ্যাত হইয়া আছে।

বর্তমান যুগেও মানুষ চূড়ান্ত অবক্ষয়ে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। মানুষকে অবক্ষয়যুক্ত ও আযাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইমাম মাহদী হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা কিশ্তি দান করিয়াছেন। এই কিশ্তি আল্লাহর নির্দেশে হ্যরত ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক লিখিত কিতাব, যাহাতে তিনি মানুষকে কুরআনের আলোতে নিজেদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন গড়িয়া প্রকৃত মোমেন হওয়ার সুনির্দিষ্ট পথ দেখাইয়াছেন।

এই পুস্তকের সাথে আমাদের পরিচয় যত ব্যাপক, নিবিড় ও গভীর হইবে এবং ইহার শিক্ষাকে আমরা যত আত্মিকতার সহিত জীবনে প্রতিফলিত করিব, ততই আমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত নিরাপত্তার আশ্রয়ে স্থান পাইব। আল্লাহ্ আমাদের প্রত্যেককে এই পুস্তকের সুমহান শিক্ষাকে জানা, মানা ও পালন করিবার তোফিক দান করুন, দরদে দিলে এই কামনা করি।

উল্লেখ্য যে, গ্রন্থকার পুস্তকটির আরও দুইটি নাম দিয়াছেন, যথা- ‘দাওয়াতুল সৈমান’ ও ‘তকবীয়াতুল সৈমান’। উর্দু ভাষায় এই পুস্তকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ৫ই অক্টোবর, ১৯০২ সালে এবং প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ সালে। অতঃপর এই অনুবাদের আরও ছয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্তমানে পূর্বে প্রকাশিত সকল কপি নিঃশেষিত হওয়ায় খিলাফত শতবর্ষে পুস্তকটি সকলের ঘরে ঘরে পৌছানোর জন্য এর পুর্ণমুদ্রণ করা হইল।

এই পর্যন্ত এই পুস্তকের প্রকাশিত অনুবাদের, বিভিন্ন সংস্করণ এবং বর্তমান মুদ্রণের সাথে যাহারা যেভাবে জড়িত হইয়াছেন তাহাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর অসীম কর্মান্বয় উন্নত পুরস্কারে বিভূষিত করুণ, আমীন।

খাকসার



মোবাশের-উর-রহমান

ন্যাশনাল আমীর

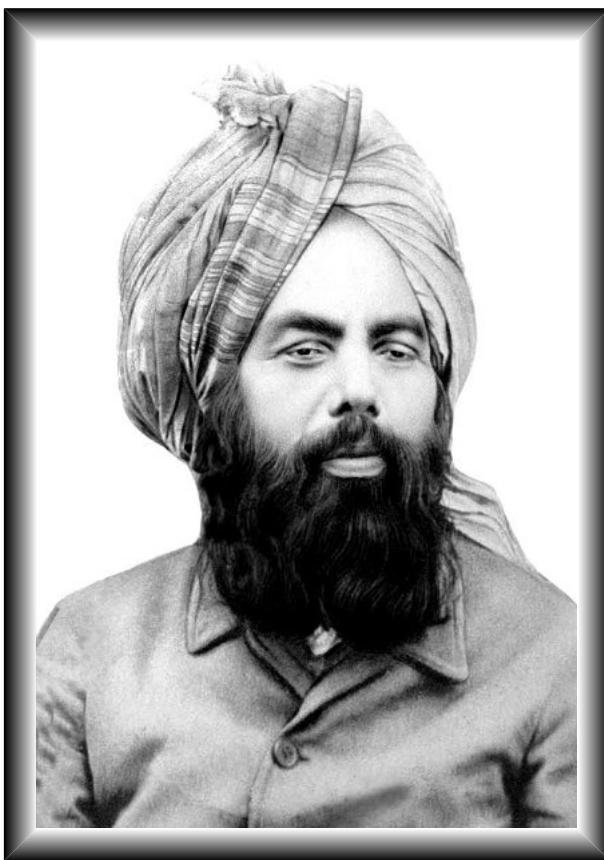
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

ঢাকা

৭ নভেম্বর ২০০৮



# ଲେଖକ ପରିଚିତି



ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ମସୀହ ଓ ଇମାମ ମାହଦୀ ହୟରତ ମିର୍ୟା ଗୋଲାମ ଆହମଦ (ଆ.) ୧୮୩୫ ସନେ ଭାରତେର ପାଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶେର କାଦିଯାନ ନାମକ ସ୍ଥାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ । ତିନି ଆଜୀବନ ପବିତ୍ର କୁରାଅନ-ଏର ଗବେଷଣା ଓ ମାହାତ୍ମା ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଦୋଯା ଓ ଏକାନ୍ତ ଧର୍ମପରାଯଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରେନ । ଚାରଦିକ ହତେ ଇସଲାମେର ବିରଙ୍ଗଦେ ନୋଂରା ଅପବାଦ, ଆକ୍ରମଣ, ମୁସଲମାନଦେର ଚରମ ଅବନତି, ନିଜ ଧର୍ମ-ବିଶ୍ୱାସେ ସଦେହ-ସଂଶୟ ଓ ନାମମାତ୍ର ଧର୍ମ ପାଲନ ଇତ୍ୟାଦି ଅବଲୋକନ କରେ ତିନି ଇସଲାମେର ଯଥାର୍ଥ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ପ୍ରକାଶେର କାଜେ ଆତ୍ମନିଯୋଗ କରେନ । ତାଁର ବିଶାଳ ରଚନାସମଗ୍ରୀ (ପ୍ରାୟ

৮৮টি পুস্তক) বক্তৃতা, আলোচনা, ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতিতে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করেন সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকূল তার পরম স্বষ্টির সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধানই কেবল মানবজাতিকে নেতৃত্বকা, উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিকতার স্বর্গশিখারে পৌঁছাতে পারে। তিনি ঘোষণা করেন- কুরআন, বাইবেল ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আল্লাহ তাঁলা তাঁকে মসীহ ও মাহ্মী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ঐশ্বী আদেশে ১৮৮৯ সন হতে তিনি তাঁর হাতে সকলকে একত্র হওয়ার জন্য বয়আত গ্রহণ করা শুরু করেন যা এখন বিশ্বের ২১০ টি দেশজুড়ে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। ১৯০৮ সনে প্রতিশ্রূত হয়রত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর হয়রত মাওলানা হেকীম নুরুল্লাহ (রা.) খলীফাতুল মসীহ আউয়াল বা প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯১৪ সনে খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর মৃত্যুর পর হয়রত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রতিশ্রূত পুত্র হয়রত মির্যা বশীরুল্লাহ মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হয়রত মির্যা বশীরুল্লাহ মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রায় ৫২ বছর খলীফাতুল মসীহ হিসেবে তাঁর কার্যক্রম চালিয়ে যান। ১৯৬৫ সনে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড় পুত্র ও ইমাম মাহদীর প্রতিশ্রূত পৌত্র হয়রত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। প্রায় ১৭ বছর জামা'তের অভূতপূর্ব সেবা করার পর ১৯৮২ সনে তাঁর তিরোধান হয়। এরপর তাঁর ছেট ভাই হয়রত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। ১৯শে এপ্রিল ২০০৩ সন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খলীফাতুল মসীহ রাবে হয়রত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) জামা'তকে বিশ্বময় ব্যাপক পরিচিতি ও বর্তমানের শক্তিশালী অবস্থায় আনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। হয়রত মির্যা মসরুর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা, আধ্যাত্মিক পিতা ও প্রধান হিসেবে বর্তমানে নেতৃত্ব দান করে চলেছেন এবং তিনি প্রতিশ্রূত মসীহ (আ.)-এর আধ্যাত্মিক আশিস লাভকারী এক সৌভাগ্যবান প্রপৌত্র।

# সুচিপত্র

বিষয়বস্তু		পৃষ্ঠা
অত্যাচার:	তাঁহার (আল্লাহর) বাদ্দাগণের প্রতি মুখ বা হস্ত দ্বারা যুন্ম করিও না।	৮৯
অর্থ-সাহায্য:	আমার কাজে অর্থ সাহায্য কর।	১০১
অধিকার:	খোদার হক্ ও বাদ্দার হক্ সম্বন্ধে প্রত্যেককেই জবাবদিহি করিতে হইবে।	৮৬
আথম:	আথম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী।	৭
আঙ্গুমান:	‘আঙ্গুমানে হিমায়েতুল ইসলাম’ ও ইসলামের সেবা	৯
আমার:	আমার কোন ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নাই	৭-৮
	আমার গৃহ প্রাচীরের অর্তবর্তী লোকেরা নিরাপদ থাকিবে	২, ৪
	আমার সম্প্রদায় নিরাপদ থাকিবে	২, ৪, ৫
	আমার মধ্যে ঈসার আত্মাকে ফুঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে	৫৯-৬০
	আমার মরিয়ম ও ঈসা নাম	৬১
	কে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে	২৩-২৪
আমি:	আমি খোদাকে দর্শন করিয়াছি, তাঁহাকে সকল সৌন্দর্যের অধিকারীরূপে পাইয়াছি	২৫-২৭
আল্লাহর লিখা:	আল্লাহ লিখিয়া রাখিয়াছেন, ‘আমরা ও আমাদের রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হইব’	৯
আবু জাহল:	আবু জাহলের পদ্ধতি অবলম্বন করিও না	৯৩
ইউনুস:	ইউনুস নবীর চিহ্ন	৬৯
ইজায়ুল মসীহ:	ইজায়ুল মসীহ পুস্তকের ভবিষ্যদ্বাণী	৭৫
ইঞ্জিল ও কোরআন:	ইঞ্জিল ও কোরআন শিক্ষার তুলনা	৩৬-৬৮, ৯৮-৯৯
ইঞ্জিল:	ইঞ্জিল খোদা তা'লাকে পৃথিবীর রাজত্ব হইতে বিদায় দিয়াছে	৫১
ইলহাম:	ইলহামে আকাঞ্চা করিতে নাই	৩৫

বিষয়বস্তু		পৃষ্ঠা
ইলিয়াস:	ইলিয়াস নবীর সশরীরে আকাশে গমন	৭৭, ৮৭-৮৮
ইয়াহুয়া:	ইয়াহুয়া নবীই সেই ইলিয়াস	৭৮, ৮৮
ইঙ্গিফার:	ইঙ্গিফার (তওবা)	৮৫
ইহুদি:	আপনারা ইহুদি জাতির ভুলই করিতেছেন	৮৮
ঈসা:	ঈসা (আ.) আর কখনো পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন না	৯২
	ঈসা ও আমার প্রতি অনুরূপ ব্যবহার	৬৪-৭১
	ঈসা ইব্নে মরিয়মের ব্যাখ্যা	৫৯-৬২
	আমি নিজেই লিখিয়াছিলাম ঈসা ইব্নে মরিয়ম আকাশ হইতে আসিবেন	৬১
	ঈসা (আ.)-এর প্রার্থনা	৯৭-৯৮
	ঈসার (আ.) সাথে অন্যান্য নবী ও আমার ফরিলতের পার্থক্য	৭৩-৭৪
উষ্ট্র:	গভীরী উষ্ট্র পরিত্যক্ত হইবে, উষ্ট্র আরোহণ অবশ্যই বর্জিত হইবে	১০
উন্নতি:	উন্নতির উপায়	১৪
উপকরণ:	আমি তোমাদিগকে সীমার ভিতরে থাকিয়া উপকরণ বা উপায় অবলম্বন নিষেধ করি না	২৭-২৮
উপসংহার:	উপসংহার	১০০
ওহী:	ওহীর মিথ্যা দাবীকারক ধ্বংস হইবে। ওহী হইতে নিশ্চয় তোমাদিগকে বধিষ্ঠত রাখিবেন না	৩৫
কবর:	আমার কবরেই মসীহ মণ্ডের কবর হইবে শীনগরে মসীহের কবর	১৯ ১৯, ৭০, ৯৩
কাদিয়ান:	কাদিয়ানে প্লেগ মহামারীরপে হইবে না কেহ কাদিয়ানে আসিয়া আমার সাথে মীমৎসা করিতে পারে	৫ ৯৩
কুফরী:	কুফরীর ফতোয়া হ্যরত মসীহ্র বিরচন্দে কুফরীর ফতোয়া	৬৫ ৭৮
ক্রুশ:	ক্রুশে মসীহ্র অবস্থা	৬৯

বিষয়বস্তু		পৃষ্ঠা
কোরআন:		
কোরআন শরীফে ভবিষ্যদ্বাণী		৫
কোরআন শরীফকে পরিত্যাগ করিও না		১৬
কোরআনের হেদায়াতের বিরংদে এক পদও অগ্রসর হইও না		৩৩
কোরআন শরীফের স্থান		৩৩
কোরআনে আল্লাহর একত্ব ও মহিমা বর্ণিত		৩৩
কোরআনের পবিত্র করার শক্তি		৩৩
কোরআন ও ইঞ্জিলের শিক্ষার তুলনা	৩৫-৬৬, ৯৮-৯৯	
কোরআন ও ইঞ্জিলের প্রার্থনা বা দোয়া	৪৬-৫৬	
কোরআনে যাবতীয় মঙ্গলের প্রতিশ্রূতি	৩৩-৩৪	
কোরআন হাদীস ও সুন্নত:		
কোরআন ও হাদীস ও সুন্নতের স্থান ও সম্বন্ধ	৭৩-৭৮	
খতমে নবুওয়ত:	খতমে-নবুওয়ত	১৯
	ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমনে খতমে নবুওয়তের ব্যাঘাত	৯০
খেজুর বৃক্ষ:	খেজুর বৃক্ষের ব্যাখ্যা	৫৯
খোদা তাঁলা:	খোদার বিস্ময়কর শক্তি ও গুণ	৩, ১৩, ২৪
	খোদার শক্তি কেহ দেখে নিজ বিশ্বাসের অনুপাতে	৩, ১৩
	খোদা স্বয়ং কোন চিকিৎসা বা ঔষধ বলিলে নির্দর্শন বিরোধী হইবে না	৬
	খোদার ইচ্ছা রোধ করা অসম্ভব	১০
	খোদার নিকট গ্রহণীয় হইবার উপায়	১৪
	খোদার নেকট্য কাহারা লাভ করিতে পারে না	১৫
	খোদা স্মীয় প্রতিশ্রূতির বিরোধী কাজ করেন না	২৪
	খোদা কাহাদের রক্ষা করেন	২৪
	খোদার গুহী ভবিষ্যতেও অবতীর্ণ হইবে	৩৫-৩৬
	খোদা-গ্রাণ্ডির পথ বড় কঠিন	৩১
	খোদা আমাদের নিকট কি চাহেন	৩৮
খ্রিস্টান:	খ্রিস্টানদিগের জন্য সুবর্ণ সুযোগ	১১
	খোদার রাজ্য সম্বন্ধে খ্রিস্টানদের ভুল বিশ্বাস	৪২-৪৮
	খ্রিস্টানদের খোদা দুর্বল	৪৬-৪৮

বিষয়বস্তু		পৃষ্ঠা
খোলা:	খোলা' তালাকের স্থলবর্তী	১৮
গর্ভবতী:	রূপকের ভাষায় গর্ভবতী	৫৯
গ্রহণ:	রম্যান মাসে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ	১০
গায়েব:	গায়েবের কথা (আল্লাহ না জানাইলে) জানি বলিয়া কোন দাবী নাই	৬১
জড়বাদ:	নেচারী বা নাস্তিকরা অঙ্ক ও অভিশপ্ত পার্থিব দার্শনিকদের অনুসরণ করিও না	২৪-২৫ ২৯
ডগলাস:	কাঞ্চন ডগলাসের এজলাসে অভিযোগ ডগলাস ও পীলাতের মধ্যে পার্থক্য ও ডগলাসের মাহাত্ম্য	৪৬-৪৭ ৬৬-৭১
তাকওয়া:	তাকওয়া	১৭
তওবা:	তওবা	৪৫
তওরাত:	তওরাত ও ইহুদিদের পতনের কারণ	৭৮
তালাক:	তালাক কোন্ কোন্ অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যায়	৯৮ ৩৬-৩৭
ধর্ম:	ধর্মীয় বৈষম্যের কারণে দুনিয়াতে আযাব নাযেল হয় না	৫
	ধর্ম-বিশ্বাস সমস্কে খোদা কি চান	১৯
	সময় ও অবস্থা অনুযায়ী ব্যবহার কর	৫৪
	নিখুঁত পরিত্র চরিত্র সাধু পুরুষগণের মোজেয়া	৫৪-৫৫
ন্যূনুল মসীহ:	ন্যূনুল মসীহ পুস্তক	৭৩ (পাদ টীকা)
নৃতন:	নৃতন আকাশ ও নৃতন পৃথিবী সৃষ্টির তাৎপর্য	৮
নদওয়াতুল ওলামা:	নদওয়াতুল ওলামা	৯, ৯৩
নামায:	নামায কি? পাঁচবার নামাযের মধ্যে জীবনের বিভিন্ন অবস্থার চরিত্র	৮৩
নির্দর্শন:	আল্লাহ আমাকে নির্দর্শন করিবেন	৬৩, ৬৪
নিশ্চিত জ্ঞান:	একীন (দৃঢ়-বিশ্বাসে) খোদা তা'লার দর্শন লাভ করাইয়া দেয়	৮১

বিষয়বস্তু		পৃষ্ঠা
প্লেগ:	সরকার কর্তৃক টিকার ব্যবস্থা ও প্রজাদের কর্তব্য প্লেগের চিকিৎসায় টিকাই সমর্থিক ফলপ্রদ আহমদীদের টিকা গ্রহণে ঐশী বাধা এবং ইহাতে ঐশী নির্দর্শন	১-৮ ২ ২, ৪, ৫
	টিকার ফল টিকা লইতে কাহাদের নিষেধ নাই	৩-৮ ১১-১২
	প্লেগও একটি নির্দর্শন কদাচিত্ত আমার সম্প্রদায় প্লেগে মারা গেলেও নির্দর্শন করিবে না	১৭ ৫
	প্লেগ মহামারী শাস্তির আকারে পৃথিবীতে অবর্তীর্ণ হইয়াছে	৮৩, ৫০
প্রার্থনা:	প্লেগ হইতে রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনা কাহার প্রার্থনা মঙ্গুর হয় না	১১ ২৬
	প্রকাশ্যে প্রার্থনা কর	৪০
পুরাতন বিধান:	প্লেগ সম্বন্ধে পুরাতন বিধানে ভবিষ্যদ্বাণী	৫
পরীক্ষা:	পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া পরীক্ষা দুইভাবে	১৮ ২৯-৩০
পাপ:	পাপ এক প্রকার বিষ	২৩
পরিত্র আত্মা:	পরিত্র আত্মার সাহায্য পরিত্র আত্মার (ইঞ্জিল ও কোরআনের বাহক রূপে) প্রকাশ	২৯, ৫৫-৫৭ ৩৩
	পরিত্র আত্মার বিকাশ	১০১-১০১
পৃথিবী:	পৃথিবী (জগৎ) বহু বিপদের স্থান	১৫
পীর:	পীরদের ইসলাম সেবার নুমনা	৯৪
ফিরিশ্তাত:	ফিরিশ্তাগণ খোদার কর্মচারী	৫০
ফাতেহা:	সূরা ফাতেহার দোয়া সূরা ফাতেহার ভবিষ্যদ্বাণী	৪৮ ৬৪
বল:	ধর্মে বল প্রয়োগ নাই ঈসা (আ.)-কে বল প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হইবে কিরণপে?	৮৯ ৮৯

বিষয়বস্তু		পৃষ্ঠা
বাহাস:	বাহাসের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত	৯৩
বয়আত:	মৌখিক বয়আতের মূল্য নাই	১২
	বয়াতকারীকে যাহা পালন করিতে হইবে	১৩
	বয়আতকারীকে যাহা পরিহার করিতে হইবে	৫৬
বারাহীনে		
আহমদীয়া:	বারাহীনে আহমদীয়া ভবিষ্যদ্বাণী	৪, ৫৯, ৬২
বিধান:	খোদার বিধান সবাই মানিতেছে	৪২
	শোদার বিধান মানুষ ও ফিরিশ্তার জন্য ভিন্নরূপ	৪২, ৪৫
	খোদার বিধান সর্বত্র বিরাজিত	৪২
বিবাহ:	বহু বিবাহ	২২
	বহু বিবাহের প্রয়োজন	৯৮-৯৯
মুহাম্মদ (সা.):	মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) ব্যতীত আর কোন রসূল এবং শাফী (যোজক) নাই	১৬
মরিয়ম পুত্র:	মরিয়ম পুত্রের মত্ত্য	২০
মসীহ:	মসীহৰ কাশীৰ আগমন	৭০
	প্রতিশ্রুত মসীহ	১৯-২০, ৫৯, ৬৬
	আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ	১৯-২০
	হযরত ঈসা (আ.) ও মুহাম্মদী মসীহৰ মর্যাদা	২১-২২
মহা প্রায়শিত্ত:	খ্রিস্টানদের মহা প্রায়শিত্ত	১১-১২
মনোনীত:	খোদা কাহাকে মনোনীত করেন	১৯
মাদক দ্রব্য:	মাদক দ্রব্য বর্জন করুন	৮৫
মানব:	মানব জাতির প্রতি আদল বা ন্যায় ব্যবহার কর	৩৮
মুক্তি:	মুক্তিৰ অধিকারী কে?	১৬
	সত্যকার মুক্তিৰ আলোক ইহলোকেই দেখা যায়	১৬
	যীশুৰ রক্তদান ও মুক্তি	৮০
মোজেয়া:	মোজেয়া	১৩, ৫৪-৫৫
	ক্রমাগত সংখ্যা বৃদ্ধি আমার মোজেয়া	৯৪
যুদ্ধ:	ধর্ম-যুদ্ধ (জেহাদ)	৮৯, ৯০
	ইসলামী যুদ্ধের তিনটি কারণ	৮৯, ৯০

বিষয়বস্তু		পৃষ্ঠা
যুক্তি:	যুক্তির সাহায্যে অন্তর জয়ই মসীহৰ কাজ	৯১
রক্ষণান:	যীশুর রক্ষণান ও মুক্তি	৮০
রাজ্য:	খোদার রাজ্য (বাদশাহাত) সর্বত্র ব্যাপ্ত	৫২-৫৩
শাস্তি:	পৃথিবীতে কেন শাস্তি আসে	৫
শিরক:	শিরক সর্বদা বর্জন করিবে	৩৬
সুন্নত:	সুন্নত কি?	৭৩
	সুন্নত ও হাদীস এক নয়	৭৪-৭৫
	কোরআন, হাদীস ও সুন্নতের স্থান ও সমন্বয়	৭৩-৭৬
	কোরআনের পরই সুন্নতের স্থান	৭৩-৭৫
স্ত্রীলোক:	স্ত্রীলোকদিগের প্রতি কতিপায় উপদেশ	৯৮
সংবাদ:	একটি বিশ্বাসকর সংবাদ	৯৬-৯৭
সংসার:	সাংসারিক কাজ বা শিল্প কার্য নিষেধ নহে	২৭-২৮
হাদীস:	হাদীস অগ্রাহ্য করা আমার শিক্ষা নহে	৩২, ৭৫-৭৬
	হেদায়াত লাভের তৃতীয় উপায় হাদীস	৭৪
	যয়ীফ হাদীস	৭৬
	হাদীস, কোরআন ও সুন্নতের সেবক	৭৪-৭৫
	কোরআন, হাদীস ও সুন্নতের স্থান ও সমন্বয়	৭৪-৭৫
হোসেন:	মৌলভী মুহম্মদ হোসেন বাটালভী	৬৭-৬৮



وَإِنَّمَا الْكَفِيرُ كُفَّارٌ  
 تَمَدَّدَ وَتَسْعَى كَمَّ لَمْ يَرْسُوْلَهُ الْكَبِيرُ

## প্লেগের টিকা

لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مُوْلَنَا وَ عَلَى اللَّهِ فَيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ

“খোদা তাঁলা আমাদিগের জন্য যাহা লিখিয়াছেন তাহা ব্যতীত অন্য কোন বিপদ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনিই আমাদের কার্য নির্বাহক ও অভিভাবক। শুধু তাঁহারই উপর মোমেনদের ভরসা করা উচিত।”

(সূরা আত তওবা: ৫১ আয়াত)

আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, মহান ইংরেজ সরকার আপন প্রজাদের প্রতি দয়াপ্রবণ হইয়া পুনরায় তাহাদিগকে প্লেগ হইতে রক্ষা করিবার জন্য টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন এবং খোদার সৃষ্টি মানুষের কল্যাণার্থে কয়েক লক্ষ টাকার ব্যয়ভার নিজ মাথায় বহন করিয়াছেন। ইহা এমন এক কার্য যাহার জন্য বুদ্ধিমান প্রজাগণের পক্ষে সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক স্বাগত জানানো একান্ত কর্তব্য। যে ব্যক্তি এই টিকার প্রতি সন্দিহান হইবে, সে বস্তুত বড়ই নির্বোধ এবং নিজ প্রাণের শক্র। কেননা, বারবার অভিজ্ঞতার আলোকে ইহা দেখা গিয়াছে যে, এই সতর্ক ও সাবধান সরকার কোন মারাত্মক চিকিৎসা প্রচলন করিতে চাহেন না বরং বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর যাহা প্রকৃতই ফলপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহাই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। প্রজাদের সত্যিকারের মঙ্গল কামনা করিয়া সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন ও করিয়াছেন, আর তাহার প্রতিদানে সরকারের এই অর্থ ব্যয় ও চেষ্টার অন্তরালে কোন স্বার্থ রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা বুদ্ধিমত্তা ও মনুষ্যত্বের পরিপন্থি। হতভাগ্য সেই প্রজাবর্গ, যাহারা কু-ধারণায় এতদূর অগ্রসর হইয়াছে! ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এ পর্যন্ত জাগতিক উপকরণসমূহের মধ্যে যত ভাল প্রতিকার এই মহান সরকারের হস্তগত হইয়াছে, তন্মধ্যে টিকাই হইতেছে সর্বোত্তম এবং সর্বশেষ প্রতিকার। এই প্রতিকারটি যে ফলপ্রদ তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। উপকরণসমূহের ব্যবহারে বিরত থাকিয়া এবং উহাকে কার্যকর করিয়া তাহাদিগকে প্রাণনাশের দুশ্চিন্তা হইতে সরকারের মুক্ত করা সকল প্রজার

কর্তব্য। কিন্তু আমরা এহেন দয়াবান সরকারের নিকট সবিনয় নিবেদন করিতে চাই যে, আমাদের জন্য যদি এক ঐশ্বী বাধা না থাকিত, তাহা হইলে প্রজাদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমরাই টিকা গ্রহণ করিতাম। ঐশ্বী বাঁধাটি এই যে, খোদা তাঁলা এই যুগে মানবের জন্য তাঁহার এক ঐশ্বী রহমতের নির্দর্শন দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাই তিনি আমাকে সম্মোধন করিয়া বলিয়াছেন, ‘তুমি ও যাহারা তোমার গৃহের চারি প্রাচীরের অভ্যন্তরে থাকিবে, যাহারা পূর্ণরূপে তোমার অনুরসরণ করিবে ও অনুগত থাকিবে এবং প্রকৃত তাকওয়ার (খোদা-ভীতির) সহিত তোমাতে বিলীন হইয়া যাইবে, তাহারা সকলেই প্লেগ হইতে রক্ষা পাইবে। এই শেষ যুগে ইহা খোদা তাঁলার নির্দর্শন হইবে যদ্বারা তিনি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া দেখাইবেন। কিন্তু যাহারা তোমার পূর্ণ অনুসরণ না করিবে তাহারা তোমার মধ্য হইতে নহে। তাহাদের জন্য চিহ্নিত হইও না, ইহা আল্লাহর আদেশ।’ অতএব আমার নিজের ও আমার গৃহের চারি প্রাচীরের বেষ্টনীর মধ্যে বসবাসকারীগণের কাহারও টিকা গ্রহণের আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। কেননা, যেমন এখনই আমি বলিয়া আসিয়াছি যে, আকাশ ও পৃথিবীর যিনি অধিপতি, কোন কিছুই যাঁহার জ্ঞান ও আয়ত্তের বাহিরে নহে, দীর্ঘকাল পূর্বে সেই খোদা আমার প্রতি এই ওহী (প্রত্যাদেশ) অবর্তীণ করিয়াছেন যে, ‘আমি এই গৃহের চারি প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্লেগের মৃত্যু হইতে রক্ষা করিব। এই শর্তে যে, সকল বৈরী মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ একনিষ্ঠ, অনুগত ও বিনয়ী হইয়া তাহাদিগকে বয়আত গ্রহণ করিতে হইবে এবং খোদার আদেশে ও তাঁহার মানুষের (প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের) সম্মুখে যাবতীয় অহঙ্কার, বিদ্রোহ ভাব, ঔদ্ধত্য, ঔদাসীন্য, আত্মগরীমা ও আত্মশাপা পরিহার করিয়া আমার শিক্ষানুযায়ী জীবন যাপন করিতে হইবে।’ তিনি আমাকে সম্মোধন করিয়া ইহাও বলিয়াছেন যে, কদিয়ানে সাধারণতাবে এইরূপ ভয়াবহ ধ্বংসকারী প্লেগ হইবে না যাহাতে মানুষ কুকুরের ন্যায় মরিবে এবং ভয় ও বিহুলতায় পাগল হইয়া যাইবে। সাধারণতাবে এই জামাতের সমস্ত লোক, সংখ্যায় তাহারা যত অধিকই হউক না কেন, বিরংবাদীগণের তুলনায় প্লেগ হইতে নিরাপদ থাকিবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা পূর্ণরূপে আপন প্রতিক্রিয়তে অবিচল না থাকিবে কিংবা যাহাদের সম্পর্কে খোদা তাঁলার জ্ঞানে অন্য কোন গোপন কারণ নিহিত আছে, তাহারা প্লেগে আক্রান্ত হইতে পারে। কিন্তু পরিগামে মানুষ বিস্মিত হইয়া এই কথা

ସ୍ଵିକାର କରିବେ ଯେ, ଅନ୍ୟଦେର ତୁଳନାଯ ଓ ମୋକାବିଲାୟ ଖୋଦା ତା'ଲାର ସହାୟତା ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟେର ସାଥେ ରହିଯାଛେ ଏବଂ ଆପନ ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହେ ତିନି ତାହାଦିଗକେ ଏହିରୂପଭାବେ ରକ୍ଷା କରିଯାଛେନ ଯାହାର କୋନ ନଜିର ନାହିଁ । ଏହି କଥା ଶୁଣିଯା କୋନ ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟରେ ଚମକିତ ହିଁବେ, କେହ ବା ହାସ୍ୟ କରିବେ, କେହ ଆମାକେ ପାଗଳ ବଲିବେ; ଆର କେହ ଏହି ଭାବିଯା ବିଶ୍ଵିତ ହିଁବେ ଯେ, ବାନ୍ଧବିକଇ କି ଏହିରୂପ ଖୋଦା ଆଛେନ ଯିନି ବିନା ଉପକରଣେଓ ଅନୁତ୍ଥା ବର୍ଷଣ କରିତେ ପାରେନ । ଏହି କଥାର ଜବାବ ଇହାଇ- ହଁଯା, ନିଃସମ୍ପଦେହେ ଏହିରୂପ ଶକ୍ତିଶାଲି ଖୋଦା ମଞ୍ଜୁଦ ଆଛେନ । ଯଦି ତିନି ଏହିରୂପ ନା ହଇତେନ, ତାହା ହଇଲେ ତାହାର ଭକ୍ତଗଣ ଜୀବନ୍ତରେ ମରିଯା ଯାଇତେନ । ତିନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିସମ୍ପଦ ଏବଂ ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତ କୁଦରତସମୂହ ବିମ୍ବଯକର । ଏକଦିକେ ସ୍ଵିଯ ବନ୍ଧୁଗଣେର ବିରଳଦେହେ ତିନି ଶକ୍ତଗଣକେ କୁକୁରେର ମତ ଲେଲାଇଯା ଦେନ, ଅପରଦିକେ ତାହାଦେର ଖେଦମତ କରିବାର ଜନ୍ୟ ଫେରେଶ୍ତାଗଣକେ ଆଦେଶ ଦେନ । ଅନୁରୂପଭାବେ ଦୁନିଆତେ ସଖନ ତାହାର ଗୟବ ଆପତିତ ହୁଏ ଏବଂ ଯାଲେମଦେର ପ୍ରତି ତାହାର କୋପ ଉତ୍ତେଜିତ ହଇଯା ଉଠେ, ତଥନ ତାହାର କୃପାଦୃଷ୍ଟି ଆପନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣେର ହେଫାୟତ କରିଯା ଥାକେ । ଯଦି ଏହିରୂପ ନା ହଇତ, ତାହା ହଇଲେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣେର ସକଳ ସାଧନା ବିନଷ୍ଟ ହଇଯା ଯାଇତ ଏବଂ କେହିଁ ତାହାଦିଗକେ ଚିନିତେ ପାରିତ ନା । ଆଲ୍ଲାହର ଶକ୍ତି ଅନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମାନୁଷେର ଆପନ ବିଶ୍ଵାସେର ଅନୁପାତେ ସେଇ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ । ଯାହାଦିଗକେ ଦୃଢ଼ବିଶ୍ଵାସ, ପ୍ରେମ ଓ ଆଲ୍ଲାହତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଶତା ଦାନ କରା ହଇଯାଛେ ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦାସତ୍ତ୍ଵ ହଇତେ ମୁକ୍ତ କରା ହଇଯାଛେ, ତାହାଦେର ଜନ୍ୟଇ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ । ଖୋଦା ତା'ଲା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହାଇ କରେନ, କିନ୍ତୁ ତାହାଦିଗକେ ତିନି ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିତେ ଇଚ୍ଛା କରେନ, ଯାହାରା ନିଜେଦେର ଅଭ୍ୟାସେ ଅସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆନନ୍ଦନ କରେ ।

ଏହି ଯୁଗେ ଏହିରୂପ ଲୋକେର ସଂଖ୍ୟା ଖୁବଇ କମ ଯାହାରା ତାହାକେ ଚିନେ ଏବଂ ତାହାର ବିମ୍ବଯକର ଶକ୍ତିର ଉପର ବିଶ୍ଵାସ ରାଖେ । ବରଂ ଏହିରୂପ ଲୋକ ବହୁ ଆଛେ, ଯାହାରା ଏହିରୂପ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଖୋଦାର ଉପର କଥନେଓ ବିଶ୍ଵାସ ରାଖେ ନା ଯାହାର ଆସ୍ତାଜୀବି ସକଳ ବଞ୍ଚିତ ଶୁଣିତେ ପାଯ ଏବଂ ଯାହାର ପଞ୍ଚେ କୋନ କିଛୁଇ ଅସମ୍ଭବ ନହେ ।

ଏଥାନେ ଶମରଣ ରାଖୁ ଉଚିତ ଯେ, ପ୍ଲେଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗେର ଚିକିତ୍ସା କରା ଯଦିଓ ପାପ ନହେ, କେନନା ହାଦୀସେ ଉଲ୍ଲେଖ ଆଛେ ଯେ, ଏମନ କୋନ ରୋଗ ନାହିଁ, ଯାହାର ଜନ୍ୟ ଖୋଦା ତା'ଲା କୋନ ଔଷଧ ସୃଷ୍ଟି କରେନ ନାହିଁ; ତାହା ସତ୍ରେଓ ଖୋଦା ତା'ଲାର ଏହି ନିଦର୍ଶନକେ, ଯାହା ତିନି ଆମାର ଜନ୍ୟ ପୃଥିବୀତେ ସୁମ୍ପଟରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିତେ ଇଚ୍ଛା କରିଯାଛେ- ଟିକା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଦେହ୍ୟକୁ କରା ଆମି ପାପ ମନେ କରି । ଆମି

তাঁহার সত্য নির্দর্শন ও সত্য প্রতিশ্রূতির অবমাননা করিয়া টিকার সাহায্য গ্রহণ করিতে পারি না। যদি এইরূপ করি তাহা হইলে এই গুনাহ্র জন্য আমি দণ্ডনীয় হইব যে, খোদা তা'লা আমার সাথে যে ওয়াদা করিয়াছেন তাহা আমি বিশ্বাস করি নাই। যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে যেই খোদা আমাকে প্রতিশ্রূতি দিয়াছেন যে, ‘তোমার চারি প্রাচীরের মধ্যবর্তী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আমি রক্ষা করিব,’ সেই খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া আমাকে টিকা আবিষ্কারক চিকিৎসাবিদের প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে হইবে।

আমি প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছি যে, সেই সর্বশক্তিমান খোদার ওয়াদা সত্য এবং আমি দেখিতেছি যে, সেই প্রতিশ্রূতি দিনগুলি যেন আসিয়া গিয়াছে। আমি ইহাও জানি যে, আমাদের মহান সরকারের আসল উদ্দেশ্য হইল, যে ভাবেই হউক লোকে যেন প্লেগ হইতে মুক্তি পায় এবং টিকা অপেক্ষা অন্য কোন প্রতিকার ভবিষ্যতে যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে সরকার তাহা সানন্দে গ্রহণ করিবেন। এমতাবস্থায় ইহা সুস্পষ্ট যে, খোদা তা'লা আমাকে যে পথে পরিচালিত করিতেছেন তাহা মহান সরকারের উদ্দেশ্যের বিরোধী নহে। আজ হইতে বিশ বৎসর পূর্বে এই মহামারী সম্বন্ধে আমার রচিত ‘বারাহীনে আহমদীয়া’ নামক গ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে এই সংবাদ মওজুদ আছে এবং এই সিলসিলার প্রতি আল্লাহ তা'লার বিশেষ বরকতের প্রতিশ্রূতিও উহাতে রহিয়াছে। ('বারাহীনে আহমদীয়ার' ৫১৮ ও ৫১৯ পৃষ্ঠা দষ্টব্য)। এতদ্বারা খোদা তা'লার তরফ হইতে খুব জোরালো ভাষায় এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে, খোদা আমার গৃহ-সীমার অস্তর্বর্তী নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণকে, যাহারা খোদা এবং তাঁহার মাঝের (প্রত্যাদিষ্ট পুরামের) সম্মুখে অহক্ষার প্রদর্শন করে না, প্লেগ হইতে রক্ষা করিবেন এবং তুলনামূলকভাবে ও অপেক্ষাকৃতভাবে এই সিলসিলার উপর তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ থাকিবে। অবশ্য ঈমানের শক্তির দুর্বলতা, আমলের ক্রটি বা নির্যাতি অথবা অন্য কোন কারণবশত যাহা আল্লাহ জানেন, এই সম্প্রদায়ের মধ্যেও এইরূপ (মুত্যর) ঘটনা কদাচিত হইতে পারে। কিন্তু কদাচিত ঘটনা ধর্তব্য নহে। তুলনা করিবার সময়ে সর্বদা সংখ্যাধিক্য বিবেচনা করা হয়। যেমন, সরকার পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, প্লেগের টিকা গ্রহণকারীগণ অন্যের তুলনায় অতি অল্প সংখ্যক মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং কদাচিত মৃত্যু যেমন টিকার মূল্যকে লাঘব করিতে পারে না, তদ্বপ এই নির্দর্শনে কাদিয়ানে যদি তুলনামূলকভাবে সামান্য আকারে প্লেগের ঘটনা ঘটিয়া

যায় কিম্বা এই জামাতের মধ্যে কদাচিং কেহ যদি এই রোগে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহা হইলে এই নির্দর্শনের মর্যাদাহ্রাস পাইবে না। খোদা তালার পবিত্র বাণী হইতে যেসব বাক্যাবলী প্রকাশ পায় উহাদের অনুসরণে এই ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ঐশী বাণীর প্রতি প্রথমেই হাসি-বিদ্রূপ করা জ্ঞানী লোকের কাজ নহে। ইহা খোদার বাণী, কোন জ্যোতির্বিদের বাক্য নহে। ইহা আলোর প্রস্তুবণ হইতে নির্গত, কোন অন্ধকারের অনুমান হইতে নহে। ইহা তাঁহার বাণী, যিনি প্লেগ অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং উহাকে দূর করিতে পারেন। আমাদের সরকার এই ভবিষ্যদ্বাণীর মূল্য সন্দেহাতীতরূপে বুঝিবেন যখন দেখিবেন যে, টিকা গ্রহণকারীগণের তুলনায় আশৰ্যজনকভাবে এই সকল লোক নিরাপদ ও সুস্থ রহিয়াছে। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, যাহা প্রকৃত পক্ষে বিশ বাইশ বৎসর যাবৎ প্রাচারিত হইয়া আসিয়াছে, সব ঘটনা সংঘটিত না হয়, তবে আমি খোদার তরফ হইতে নহি। আমার খোদার তরফ হইতে হওয়ার ইহা এক নির্দর্শন হইবে যে, আমার গৃহের চারি প্রাচীরের অঙ্গর্গত নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণ এই রোগের মৃত্যু হইতে নিরাপদ থাকিবে এবং আমার সম্পূর্ণ সম্পদায় তুলনামূলকভাবে প্লেগের আক্রমণ হইত বাঁচিয়া থাকিবে এবং সেই শান্তি যাহা এখানে বিরাজ করিবে, উহার দৃষ্টান্ত অন্য কোন সম্পদায়ে পরিলক্ষিত হইবে না। কাদিয়ানে কোন বিরল ঘটনা ব্যতীত প্লেগের ভয়াবহ ধ্বংসকারী আক্রমণ হইবে না। হায়! এই লোকগুলি যদি সরল অঙ্গকরণবিশিষ্ট হইত এবং খোদাকে ভয় করিত, তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাইত। কেননা ধর্মীয় মতভেদের কারণে দুনিয়াতে কাহারও উপর আঘাত নায়েল হয় না। কেয়ামতের দিন ইহার হিসাব নিকাশ হইবে। দুনিয়াতে কেবল অন্যায় আচরণ, ঔদ্ধত্য ও পাপাধিক্যের কারণেই আঘাত আসিয়া থাকে।

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কুরআন শরীফে এমনকি— তওরাতের কোন কোন কিতাবেও এই সংবাদ বিদ্যমান রহিয়াছে যে, মসীহ মওউদ (আ.)-এর সময়ে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইবে।\* এতদ্বীতীত হ্যরত মসীহ মওউদ (আ.) ও ইঞ্জিলে এই সময়ে সংবাদ দিয়াছেন। ইহা সম্ভব নহে যে, নবীগণের

\* মসীহে মওউদ (আ.)-এর সময়ে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের কথা বাইবেলের নিম্নলিখিত কিতাবসমূহে বিদ্যমান আছে: সখরিয়-১৪:১২, ইঞ্জিল মথি-২৪:৮ ও প্রকাশিত বাক্য- ২২:৮।

ভবিষ্যদ্বাণী উলিতে পারে। ইহাও বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, এই ঐশ্বী প্রতিশ্রূতি বর্তমান থাকিতে কোন মানবীয় তদ্বির হইতে আমাদের এইজন্য বিরত থাকা কর্তব্য, যাহাতে শক্ররা এই ঐশ্বী নির্দর্শনকে অন্য দিকে আরোপ করিতে না পারে। কিন্তু এই নির্দর্শনের সঙ্গে যদি খোদা তাঁলা নিজ বাণীর সাহায্যে কোন তদ্বির শিখাইয়া দেন বা কোন ঔষধের কথা বলিয়া দেন, তবে এইরূপ তদ্বির বা ঔষধে এই ঐশ্বী নির্দর্শনের কোন ক্ষতি হইবে না। কেননা, এইগুলি সেই খোদার তরফ হইতে, যেই খোদার তরফ হইতে এই নির্দর্শন। যদি কদাচিং আমার সম্প্রদায়ের কেহ প্লেগে মারা যায়, তাহাতে কেহ যেন ধারণা না করে যে, নির্দর্শনের মূল্য ও মর্যাদার কোন হানি হইবে। করণ প্রথম যুগে মূসা ও ইয়াশু (যশুয়া) এবং পরিশেষে আমাদের নবী (সা.)-এর উপর এই আদেশ হইয়াছিল যে, যাহারা তরবারি দ্বারা আক্রমণ করিয়া শত শত মানুষকে খুন করিয়াছে, তাহাদিগকে তরবারি দ্বারাই যেন হত্যা করা হয়। নবীগণের পক্ষে হইতে ইহা এক নির্দর্শন ছিল যাহার ফলে মহা বিজয় লাভ হয়। যদিও পাপিষ্ঠদের মোকাবেলায় তাহাদের তরবারিতে আহ঳ে হক্ক (বা সংৎলোকও) নিহত হইয়াছিলেন কিন্তু সংখ্যায় তাহা নিতান্ত অল্প। এইরূপ সামান্য লোকক্ষয় নির্দর্শনের পক্ষে কোন ধর্তব্য বিষয় নহে। অতএব, অনুরূপভাবে আমাদের সম্প্রদায়ের কদাচিং কাহারও যদি উল্লিখিত কারণে প্লেগ হয় তাহা হইলে এইরূপ প্লেগ ঐশ্বী নির্দর্শনের কোনই ক্ষতির কারণ হইবে না। ইহা কি এক আয়ীমুশ্বান নির্দর্শন নহে যে, আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে, খোদা তাঁলা এই ভবিষ্যদ্বাণীকে এইরূপভাবে প্রকাশ করিবেন যাহার ফলে সত্যান্বেষী কোন ব্যক্তির হস্তয়ে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিবে না এবং সে বুঝিতে পারিবে যে, খোদা তাঁলা এই জামাতের সহিত অলৌকিক ব্যবহার করিয়াছেন; বরং উল্লিখিত নির্দর্শনের ফলক্ষণ এই হইবে যে, প্লেগের দরুণ এই সম্প্রদায়ের এহেন উল্লতি মানুষ বিস্ময়ের সহিত অবলোকন করিবে। নৃযুলুল মসীহ পুন্তকে আমি লিখিয়া আসিয়াছি যে, আমার বিরোধীগণ যাহারা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরাজিত হইয়াছে, বর্তমান ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমার সম্প্রদায় ও অপরাপর সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে খোদা যদি কোন পার্থক্য না দেখান, তাহা হইলে তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবার ন্যায্য অধিকারী হইবে। এখন পর্যন্ত তাহারা যে আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে ইহাতে তাহারা শুধু এক লাঞ্ছ খরিদ করিয়াছে। যেমন, বারংবার তাহারা চীৎকার করিয়া

বলিয়াছে যে, আথম পনেরো মাসের মধ্যে মারা যায় নাই। অথচ ভবিষ্যদ্বাণীটিতে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল যে, যদি সে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাহা হইলে সে পনের মাসের মধ্যে মরিবে না। তদুন্যায়ী সে ঠিক বহসের জলসায় ৭০ জন সন্ত্রান্ত ব্যক্তির সম্মুখে আঁ হ্যরত (সা.)-কে দাঙ্গাল আখ্য দিয়াছিল- ইহাই ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তি। সুতরাং তাহার এই প্রত্যাবর্তন দ্বারা সে এতটুকু উপকৃত হইল যে, সে পনেরো মাস পরে মারা গেল। কিন্তু মরিল নিশ্চয়ই। ইহার কারণ এই ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ ছিল যে, দুই পক্ষের মধ্যে যে ব্যক্তির আকিদা (ধর্মবিশ্঵াস) মিথ্যা হইবে সে-ই প্রথমে মারা যাইবে। সুতরাং সে আমার আগে মারা গিয়াছে।

এইরূপে যে সকল গায়েবের কথা খোদা আমাকে জ্ঞাত করাইয়াছেন এবং যেগুলি আপন আপন নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ণ হইয়াছে, তাহা দশ হাজারের কম নহে। ‘নুয়ুলুল মসীহ’ নামক গ্রন্থ যাহা এখন মুদ্রিত হইতেছে, এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী হইতে সাক্ষী প্রমাণাদিসহ নমুনা স্বরূপ মাত্র দেড়শত ভবিষ্যদ্বাণী উহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আমার এইরূপ কোন ভবিষ্যদ্বাণী নাই, যাহা পূর্ণ হয় নাই বা উহার দুই অংশের এক অংশ পূর্ণ হয় নাই। কেহ যদি অনুসন্ধান করিতে করিতে মৃত্যুও বরণ করে, তথাপি আমার মুখ নিঃস্ত এইরূপ কোন ভবিষ্যদ্বাণী খুঁজিয়া পাইবে না, যাহার সম্বন্ধে সে বলিতে পরিবে যে, উহা অপূর্ণ রহিয়াছে, নির্লজ্জতা বা অঙ্গতাবশত যে যাহা ইচ্ছা বলুক; কিন্তু আমি দাবীর সহিত বলিতেছি যে, আমার এইরূপ সহস্র সহস্র ভবিষ্যদ্বাণী আছে যাহা অতি সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হইয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক যাহার সাক্ষী আছে। সেইগুলির দৃষ্টান্ত যদি অতীতের নবীগণের মধ্যে অনুসন্ধান করা হয়, তাহা হইলে আঁ-হ্যরত (সা.) ব্যতীত অন্য কোথাও ইহার তুলনা মিলিবে না। আমার বিরুদ্ধবাদীগণ যদি এই পছায় (অর্থাৎ পূর্বকালের নবীগণের সঙ্গে তুলনা দ্বারা) মীমাংসা করিত, তাহা হইলে বহু আগেই তাহাদের চক্ষু খুলিয়া যাইত। আমি তাহাদিগকে এই বিরাট পুরক্ষার দিতে প্রস্তুত ছিলাম যদি তাহারা দুনিয়াতে এই ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের কোন তুলনা উপস্থিতি করিতে পারিত। শুধু দুষ্টামী বা অঙ্গতাবশত যাহারা বলে যে, অমুক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই, তাহাদের এই উক্তিকে আমি তাহাদের চিন্তের ‘অপবিত্রতা এবং সন্দিপ্ততা’র প্রতি আরোপ করা ছাড়া আর কি বলিতে পারি? এই তথ্যানুসন্ধান সম্বন্ধে তাহারা যদি কোন সভায় আলোচনা করিত তাহা হইলে তাহাদিগকে নিজেদের

উত্তি হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইত অথবা তাহারা নির্লজ্জ বলিয়া প্রতিপন্থ হইত। সহস্র সহস্র ভবিষ্যদ্বাণী হৃবঙ্গ পূর্ণ হওয়া এবং উহার সহস্র সহস্র সাক্ষী বিদ্যমান থাকা কোন সামান্য বিষয় নহে; ইহা যেন মহামহিমান্বিত খোদাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেওয়া। নবী করীম (সা.)-এর যুগ ছাড়া অন্য কোন সময়ে, সহস্র সহস্র ভবিষ্যদ্বাণী করিতে ও উহার সবগুলিই স্পষ্ট দিবালোকের ন্যায় পূর্ণ হইতে এবং উহার পূর্ণতার সহস্র সহস্র সাক্ষী বিদ্যমান থাকিতে কি কেহ কখনও দেখিয়াছে? আমি নিশ্চিত জানি যে, বর্তমান যুগে খোদা তাঁলা যেইরূপ নিকটবর্তী হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন এবং শত শত গায়েবের বিষয় আপন দাসের নিকট ব্যক্ত করিতেছেন, অতীতের কোন যামানায় তাহার তুলনা অতি অল্পই পাওয়া যাইবে, শীঘ্রই মানুষ দেখিতে পাইবে যে, এই যুগে খোদা তাঁলার চেহারা এইরূপভাবে প্রকাশিত হইয়াছে যেন তিনি আকাশ হইতে অবতরণ করিয়াছেন। বলুকাল যাবৎ তিনি আপন অঙ্গিফ্ল লুকায়িত রাখিয়াছেন; তাঁহাকে অস্মীকার করা হইয়াছে এবং তিনি নীরব রহিয়াছেন; কিন্তু এখন তিনি লুকায়িত থাকিবেন না। জগদ্বাসী এখন তাঁহার এইরূপ নমুনা দেখিবে যাহা তাহাদের পিতা-পিতামহগণ কখনও দেখেন নাই। ইহা এই জন্য হইবে যে, জগৎ এখন কুলঘৃত হইয়া গিয়াছে, আকাশ ও পৃথিবীর স্তুপার উপর মানুষের বিশ্বাস নাই। ঠোঁট দিয়া তাঁহার নাম উচ্চারণ করে বটে, কিন্তু হৃদয় তাঁহা হইতে বিমুখ হইয়া গিয়াছে, তাই খোদা তাঁলা বলিয়াছেন যে, আমি এখন নৃতন আকাশ ও নৃতন জগৎ সৃষ্টি করিব। ইহার অর্থ এই যে, জগতের মৃত্যু ঘটিয়াছে অর্থাৎ জগদ্বাসীর হৃদয় কঠিন হইয়া গিয়াছে, যেন মারিয়া গিয়াছে। কেননা খোদার চেহারা তাহাদের (চক্ষুর) অন্তরাল হইয়া গিয়াছে এবং অতীতের সমুদয় ঐশ্বী নির্দশন কিস্সা কাহিনীতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। তাই খোদা নৃতন জগৎ ও নৃতন আকাশ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। সেই নৃতন আকাশ ও নৃতন জগৎ কি? নৃতন জগৎ সেই পবিত্র হৃদয় যাহা খোদা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহা খোদা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহার দ্বারা খোদা প্রকাশিত হইবেন। এবং নৃতন আকাশ সেই সকল নির্দশন যাহা তাঁহার দাসের হস্তে তাঁহারই আদেশে প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু আফসোস, জগদ্বাসী খোদার এই নব জ্যোতির্বিকাশের প্রতি শক্রতাচরণ করিয়াছে। তাহাদের হাতে কিস্সা কাহিনী ভিন্ন কিছুই নাই। তাহাদের নিজেদের কল্পনাই তাহাদের খোদা হইয়াছে। তাহাদের হৃদয় বক্র ও সাহস দুর্বল হইয়া গিয়াছে এবং চোখে পর্দা

পড়িয়াছে। অন্যান্য জাতি তো প্রকৃত খোদাকেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। আর যাহারা মনুষ্য সন্তানকে খোদা বানাইয়া লইয়াছে, তাহাদের কথা কি বলিব? স্বয়ং মুসলমানদের অবস্থা দেখ, তাহারা খোদা হইতে কত দূরে সরিয়া পড়িয়াছে! তাহারা সত্ত্বের ঘোর শক্তি এবং প্রাণের শক্তির ন্যায় সংপথের বিরোধী। যথা: নাদওয়াতুল-ওলামা<sup>১</sup>, যাহারা ইসলামের সহায়তার যতকিছু দাবী করে এবং ‘লাহোরের আশ্রমানে হেমায়েতে ইসলাম’ যাহারা ইসলামের নামে মুসলমানদের নিকট হইতে টাকা পয়সা গ্রহণ করিতেছে, তাহারা কি ইসলামের হিতাকাঙ্ক্ষী? এই সকল লোকেরা কি সিরাতে মুস্তাকীমের সাহায্য করিতেছে? তাহাদের কি ইহা স্মরণ আছে যে, ইসলাম কিরণ বিপদের চাপে নিষ্পেষিত এবং ইহাকে পুনর্জীবিত করিতে খোদা তাঁলার রীতি কি? আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, আমি যদি না আসিতাম, তাহা হইলে তাহাদের ইসলামের সহায়তার দাবী কতকটা গ্রহণযোগ্য হইত। কিন্তু এখন এই সকল লোক খোদার নিকট অপরাধী। কেননা, সহায়তার দাবী করিয়াও, যখন আকাশে এক নক্ষত্রের উদয় হইল, তখন তাহারাই সর্বাঙ্গে অস্বীকারকরী হইল। এখন সেই খোদার নিকট তাহারা কি জবাব দিবে, যিনি ঠিক নির্ধারিত সময়ে আমাকে পাঠাইয়াছেন? কিন্তু তাহাদের তো কোন পরওয়াই নাই। সূর্য মধ্যাকাশের সন্নিকট কিন্তু তাহাদের নিকট এখনও রাত্রি।

খোদার উৎস উৎসারিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহারা মরণভূমিতে ক্রন্দন করিতেছে। তাঁহার আসমানী জ্ঞানের এক স্নোতস্বনী প্রবাহিত হইতেছে কিন্তু তাহাদের কোনই খবর নাই। তাঁহার নির্দর্শন প্রকাশিত হইতেছে কিন্তু তাহাদের কোনই খবর নাই। তাঁহার নির্দর্শন প্রকাশিত হইতেছে কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। কেবল উদাসীনই নহে বরং খোদার সিলসিলার প্রতি শক্ততা পোষণ করে। অতএব ইহাই কি তাহাদের ইসলামের সহায়তা, ইসলামের প্রচার ও ইসলামী তা'লীম যাহা তাহাদের দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে? কিন্তু তাহারা কি নিজেদের বৈরিতার দ্বারা খোদা তাঁলার সত্ত্বিকারের ইচ্ছাকে রোধ করিতে পারিবে যে সম্বন্ধে সমস্ত নবীগণ আদিকাল হইতে সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছেন? কখনই নহে। বরং খোদা তাঁলার এই ভবিষ্যাদ্বাণী অচিরেই সত্য প্রমাণিত হইবে:

۱۔ کَبَّلَ اللَّهُ لِأَعْلَمِنَ أَنَا وَرَسُلِي

অর্থাৎ আল্লাহ ইহা লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, “আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হইব”। (সূরা মুজাদালা: ২২ আয়াত)

দশ বৎসর পূর্বে খোদা তালা স্বীয় দাসের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য যেমন রময়ন মাসে আকাশে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ করাইলেন এবং দিবাকর নির্দশন ও নিশাকর নির্দশনকে আমার জন্য সাক্ষীরূপে দুইটি নির্দশন প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মপ নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পৃথিবীতেও দুইটি নির্দশন প্রদর্শন করিয়াছেন। একটি হইল সেই নির্দশন যাহা তোমরা কুরআন শরীফে পাঠ করিয়া থাক: ﴿وَإِذَا عَشَارٌ عَطَلَتْ﴾ অর্থাৎ যখন গর্ভবতী উষ্ট্রগুলি বেকার হইবে। (সূরা আত তাক্তীর: ৫ আয়াত)

এবং হাদিসেও পড়িয়া থাক: ﴿لَيْلَةُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ﴾ (উষ্ট্র পরিত্যক্ত হইবে এবং কেহই উহার উপর চাঢ়িবে না—মুসলিম)।

ইহার পূর্ণতার জন্য হেজায প্রদেশে অর্থাৎ মদীনা ও মক্কার রাস্তায় রেলপথ তৈয়ার হইতেছে। দ্বিতীয় নির্দশন ‘প্লেগ’। যেমন খোদা তালা বলিয়াছেন:

وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ لَا تَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مَعَدِّبُوهَا

অর্থাৎ এমন কোন জনপদ নাই যাহাকে আমরা কিয়ামতের পূর্বেই ধ্বংস করিব না অথবা উহাকে কঠোর আঘাত দিব না। (সূরা বনী ইসরাইল: ৫৯ আয়াত)

সুতরাং খোদা তালা পৃথিবীতে রেলপথও প্রবর্তন করিয়াছেন এবং প্লেগও পাঠাইয়াছেন যেন পৃথিবী ও আকাশ উভয়েই সাক্ষী হয়। অতএব, তোমরা খোদার সাথে যুদ্ধ করিও না। খোদার বিরোধিতা করা বেকুফের কাজ। ইতঃপূর্বে খোদা যখন আদমকে খলীফা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন ফেরেশতাগণ বাধা দিয়াছিল। কিন্তু খোদা কি তাহাদের বাধায় বিরত হইয়াছিলেন? এখন খোদা তালা দ্বিতীয় আদম সৃষ্টি করিবার সময় বলিলেন:

أَرْدُثْ أَنْ أَسْتَخْلِفَ فَخَلَقْتُ أَدَمَ      অর্থাৎ ‘আমি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা করিলাম, তাই আমি এই আদমকে সৃষ্টি করিলাম।

এখন তোমরা কি খোদার ইচ্ছাকে রোধ করিতে পার? অতএব তোমরা কেন কল্পিত কিস্মা কাহিনীর আবর্জনা উপস্থাপন করিতেছ এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের পথ অবলম্বন করিতেছ না? নিজেকে পরীক্ষায় ফেলিও না। নিচয় স্মরণ রাখিও, খোদা তালার ইচ্ছাকে রোধ করিতে পারে এমন কেহই নাই। এই ধরনের বিবাদ তাকওয়ার পরিপন্থি।

কিন্তু যদি ইহাতে কাহারও সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে এই ব্যবস্থাটি গ্রহণ করা

যাইতে পারে যে, যেমন আমি আমার কথার অনুসারী একটি সম্প্রদায়ের লোকদের প্লেগের রোগ হইতে রক্ষা পাইবার সুসংবাদ খোদা তাঁলার নিকট হইতে ইলহামের মাধ্যমে পাইয়া তাহা প্রচার করিয়া দিয়াছি, তদুপ যদি আপনারাও নিজেদের সম্প্রদায়ের হিতাকাঞ্জী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনারাও স্বীয় সমবিশ্বাসীদের জন্য খোদা তাঁলার নিকট হইতে মুক্তিলাভের সুসংবাদ লাভ করুণ যে, তাহারা প্লেগ হইতে নিরাপদ থাকিবে এবং সেই সুসংবাদটি আমার ন্যায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপনাদি দ্বারা প্রচার করিয়া দিন যেন লোকে বুবিতে পারে, খোদা আপনাদের সঙ্গে আছেন।

অপরদিকে খ্রিস্টানদের জন্যও ইহা একটি উত্তম সুযোগ। তাহারা সর্বদাই বলিয়া থাকে যে, নাজাত কেবল যীশুতেই আছে। সুতরাং এখন তাঁহারও উহা অবশ্য কর্তব্য যে, এই বিপদের সময় যেন তিনি খ্রিস্টানদিগকে প্লেগ হইতে পরিত্রাণ করেন। এই সমুদয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহার কথা আল্লাহ্ তাঁলা অধিক শ্রবণ করিবেন, উহাই গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে। এখন খোদা তাঁলা প্রত্যেক (সম্প্রদায়কেই) সুযোগ দিয়াছেন, যেন তাহারা নির্থক তর্ক বিতর্ক না করিয়া অধিক পরিমাণে নিজেদের কর্মসূলিয়ত প্রদর্শন করে যাহাতে প্লেগ হইতেও রক্ষা পায় এবং নিজেদের সত্যতাও প্রকাশিত হয়। বিশেষত পাদরী সাহেবগণ যাহারা মরিয়ম পুত্র মসীহকেই ইহকাল ও পরকালের একমাত্র ত্রাণকর্তা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন, তাহারা যদি আন্তরিকভাবে মরিয়ম পুত্রকে দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এখন খ্রিস্টানদের এই অধিকার আছে যে, তাঁহার প্রায়শিক্তের দ্বারা তাহারা নাজাতের নয়নাটা দেখিয়া লায়। ইহাতে সম্মানিত সরকারেরও অনেক সুবিধা হইতে পারে যদি বৃটিশ-ইন্ডিয়ার বিভিন্ন সম্প্রদায় যাহারা নিজ নিজ ধর্মের সত্যতার উপর ভরসা রাখে, তাহারা আপন আপন সম্প্রদায়কে বাঁচাইবার এবং প্লেগ হইতে মুক্তি দিবার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করে যে, নিজ নিজ আরাধ্য খোদার নিকট কিংবা তাহাদের অন্য কোন মাবুদ যাহাকে তাহারা খোদার স্তুলবর্তী জ্ঞান করিয়া থাকে, তাহার নিকট এই বিপদগ্রস্তদের জন্য শাফায়াত (মুক্তি প্রার্থনা) করে এবং তাঁহার নিকট হইতে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়া তাহা বিজ্ঞাপনাদি দ্বারা প্রকাশ করিয়া দেয় যেমনটি আমি করিয়াছি। এই কাজের মধ্যে সার্বিকভাবে সৃষ্ট জীবের জন্য আপন ধর্মের সত্যতার প্রমাণ এবং সরকারকে সহায়তা দান এই সবকিছুই রহিয়াছে। প্রজাগণ প্লেগের আপদ

ହିତେ ସାଂଚିଆ ଥାକୁକ, ଇହା ଛାଡ଼ା ସରକାର ଆର କିଛୁଇ ଚାହେନ ନା; ଯେ ଉପାୟେଇ ହୁକ, ତାହାରା ଯେନ ରକ୍ଷା ପାଯ ।

ପରିଶେଷେ ଇହା ସ୍ମରଣ ରାଖା ଉଚିତ ଯେ, ଆମାର ଜାମାତେର ଯେ ସକଳ ଲୋକ ପାଞ୍ଜାବ ଓ ଭାରତେର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶେ ଛଡ଼ାଇଯା ଆଛେ, ଆମାର ବିଜ୍ଞାପନେ ତାହାଦିଗକେ ଆମି ଟିକା ଥରଣ କରିତେ ନିମେଥ କରି ନା । ଯାହାଦେର ସମ୍ବନ୍ଧେ ସରକାରେର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଦେଶ ଆଛେ, ତାହାଦେର ଅବଶ୍ୟକ ଟିକା ଥରଣ କରା ଏବଂ ସରକାରେର ଆଦେଶ ପାଲନ କରା ଉଚିତ । ଏଇରୂପେ ଯାହାଦିଗକେ ଆପନ ଇଚ୍ଛାର ଉପର ଛାଡ଼ିଯା ଦେଓଯା ହିୟାଛେ, ତାହାରା ଯଦି ଆମାର ପ୍ରଦତ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଉପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ କାହେମ ନା ଥାକେ, ତାହା ହିଲେ ତାହାଦେରେ ଟିକା ନେଓଯା ଉଚିତ, ଯେନ ତାହାଦେର ପଦସ୍ଥଳନ ନା ଘଟେ ଏବଂ ତାହାରା ଯେନ ନିଜେଦେର ନୋଂରା ଅବସ୍ଥାର ଦରଳନ ଖୋଦାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସମ୍ବନ୍ଧେ ମାନୁଷକେ ଧୋକା ନା ଦେଯ ।

ଯେଇ ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପାଲନ କରିଲେ ପ୍ଲେଗ ହିତେ ରକ୍ଷା ପାଓଯା ଯାଇତେ ପାରେ ତାହା ଜାନିବାର ଜନ୍ୟ ହୟତ ପରି ଉଠିତେ ପାରେ । ଅତଏବ, ନିମ୍ନେ ସଂକ୍ଷେପେ ଆମି ଉହା ଲିଖିଯା ଦିତେଛି:

## ଶିକ୍ଷା

ଜାନିଯା ରାଖା ଉଚିତ ଯେ, କେବଳ ମୌଢିକ ବସାତୀର ଅସୀକାରେର କୋନାଇ ମୂଳ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼-ଚିତ୍ତତାର ସହିତ ଉତ୍ତାର ଉପର ଆମଲ କରା ନା ହୟ । ଅତଏବ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମାର ଶିକ୍ଷାନୁଯାୟୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ କାଜ କରେ, ସେ ଆମାର ସେଇ ଗୃହେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହିୟା ଯାଯ ଯାହାର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଖୋଦା ତା'ଲାର ବାଣୀତେ ଏହି ଓୟାଦା ରହିଯାଛେ ଯେ, *أَنِّي أَحَدُ فُلْكَ مِنْ فِي الدَّارِ* ଅର୍ଥାତ୍ ‘ତୋମାର ଗୃହେର ଚତୁଃସୀମାର ମଧ୍ୟେ ଯାହାରା ବାସ କରେ, ଆମି ତାହାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକକେଇ ରକ୍ଷା କରିବ ।

ଏହିଥୁଲେ ଇହା ବୁଝା ଉଚିତ ନଯ ଯେ, ଯେଇ ସକଳ ଲୋକ ଆମାର ଏହି ଇଟ୍ ଓ ମାଟିର ଗୃହେର ମଧ୍ୟେ ବସବାସ କରେ, ମାତ୍ର ତାହାରାଇ ଆମାର ଗୃହେର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଯେ ସକଳ ଲୋକ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଆମାର ଅନୁସରଣ କରେ, ତାହାରାଓ ଆମାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୃହେର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଆମାର ଅନୁସରଣେର ଜନ୍ୟ ଯାହା କରନୀୟ ତାହା ଏହି:

ତାହାଦିଗକେ ଦୃଢ଼ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିତେ ହିବେ ଯେ, ତାହାଦେର ଏକ କାଦେର (ସର୍ବ ଶକ୍ତିମାନ), କାଇୟୁମ (ଚିରଶ୍ଵାୟ ଓ ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ) ଏବଂ ଖାଲେକୁଳ-କୁଳ (ସର୍ବଶ୍ରଷ୍ଟା) ଖୋଦା ଆଛେନ ଯିନି ଆପନ ଗୁଣବଳିତେ ଅନାଦି, ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅପରିବତନୀୟ । ତିନି

କାହାରଓ ପୁତ୍ର ନହେନ ଏବଂ କେହ ତାହାର ପୁତ୍ର ନହେ । ଦୁଃଖ-କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରା, କ୍ରୁଷ୍ଣ ବିଦ୍ଧ ହେଯା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହଇତେ ତିନି ମୁକ୍ତ । ତିନି ଏଇରପ ଏକ ଅନ୍ତିତ୍ଥ ଯେ, ଦୂରେ ଥାକିଯାଓ ତିନି ନିକଟେ ଏବଂ ନିକଟେ ଥାକିଯାଓ ଦୂରେ । ତିନି ଏକକ ହଇଲେଓ ତାହାର ଜ୍ୟୋତିର ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ । ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ସଖନ ଏକ ଅଭିନବ ପରିବର୍ତ୍ତନେର ସୃଷ୍ଟି ହୟ ତଥନ ତିନି ତାହାର ଜଳ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଖୋଦା ହେଯା ଯାନ ଏବଂ ନୂତନ ଏକ ଦୀପ୍ତି ସହକାରେ ତାହାର ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର କରେନ । ମାନୁଷ ନିଜେର ପରିବର୍ତ୍ତନେର ଅନୁପାତେ ଖୋଦା ତାଁଲାର ମଧ୍ୟେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିତେ ପାରେ; କିନ୍ତୁ ଏମନ ନହେ ଯେ, ଖୋଦାର ମଧ୍ୟେ କୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୟ, ବରଂ ତିନି ଅନାଦି କାଳ ହଇତେ ଅପରିବତନୀୟ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମାଲେର ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ମାନବୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନେର ସମୟ ସଖନ ମାନୁଷେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁଣ୍ୟେର ଦିକେ ଅଗସର ହଇତେ ଥାକେ ତଥନ ଖୋଦାଓ ଏକ ନୂତନ ଜ୍ୟୋତିତେ ତାହାର ନିକଟ ପ୍ରକାଶିତ ହନ । ମାନୁଷେର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ସାହ ବିକାଶେର ସମୟ ଖୋଦା ତାଁଲାର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରାର ଜ୍ୟୋତିତ୍ୱ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ଆକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୟ । ଯେଇଥାନେ ଅସାଧାରଣ ପରବର୍ତ୍ତନେର ବିକାଶ ଘଟେ ସେଇଥାନେଇ ତିନି ଅସାଧାରଣ କୁଦରତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେନ । ଅଲୋକିକ ଲୀଲା ଏବଂ ମୋଜେଯାର ମୂଳ ଇହାଇ ।

ଏଇରପ ଖୋଦାର ଉପର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରାଇ ଆମାଦେର ସିଲସିଲାର ଶର୍ତ୍ତ । ତାହାର ଉପର ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରାଣ, ଆରାମ ଏବଂ ତ୍ରୈମନ୍ଦିରିଆ ଯାବତୀୟ ବିଷୟେର ଉପର ତାହାକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦାଓ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟତ ବୀରତ୍ରେର ସହିତ ତାହାର ପଥେ ସତ୍ୟତା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର । ଜଗଦ୍ଧାସୀ ତାହାଦେର ସମ୍ପଦ ଓ ବନ୍ଦୁ-ବାନ୍ଦବଦେର ଉପର ଖୋଦାକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଯ ନା, କିନ୍ତୁ ତୋମରା ତାହାକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦାଓ ଯାହାତେ ଆକାଶେ ତୋମରା ତାହାର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବଲିଯା ଗଣ୍ୟ ହଇତେ ପାର । ରହମତେର ନିର୍ଦର୍ଶନ ଦେଖାନୋ ଆଦିକାଳ ହଇତେଇ ଖୋଦା ତାଁଲାର ରୀତି, କିନ୍ତୁ ତୋମରା ଏଇ ରୀତିର ଦ୍ୱାରା ତଥନଇ ଉପକୃତ ହଇତେ ପାରିବେ, ସଖନ ତାହାର ଏବଂ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ କୋନ ଦୂରତ୍ତ ନା ଥାକିବେ ଏବଂ ତୋମାଦେର ସମ୍ପଦଟି ତାହାର ସମ୍ପଦଟି ଓ ତୋମାଦେର ଇଚ୍ଛା ତାହାର ଇଚ୍ଛାତେ ପରିଣତ ହିଁବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତାର ସମୟ ତୋମାଦେର ମନ୍ତ୍ରକ ତାହାର ଦ୍ୱାରେ ଅବନତ ଥାକିବେ ଯେନ ତିନି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହାଇ କରେନ । ଯଦି ତୋମରା ଏଇରପ କର, ତାହା ହଇଲେ ସେଇ ଖୋଦା ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରକାଶିତ ହିଁବେ ଯିନି ଦୀର୍ଘକାଳ ଯାବତ ଆପନ ଚେହାରା ଲୁକ୍କାଯିତ ରାଖିଯାଛେ । ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ କି କେହ ଆଛେ, ଯେ ଏହି ଉପଦେଶ ମତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିତେ ଓ ତାହାର ସମ୍ପଦଟି ଲାଭେର ଆକାଞ୍ଚ୍ଛୀ ହଇତେ ଏବଂ ତାହାର କାଯା ଓ କଦରେ (ଫ୍ୟାସାଲା ଓ ନିୟାତିତେ) ଅସମ୍ପଟ୍ଟ ନା ହିଁତେ ପ୍ରସ୍ତତ?

ଅତେବ ବିପଦ ଦେଖିଲେ ତୋମରା ଆରଓ ସମ୍ମୁଖେ ଅଗସର ହଇବେ କାରଣ ଇହାଇ ତୋମାଦେର ଉଳ୍ଳତିର ଉପାୟ । ତାହାର ତୌହିଦ ଜଗତେ ପ୍ରଚାର କରିତେ ନିଜେର ସମ୍ମତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କର । ତାହାର ବାନ୍ଦାଗଣେର ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କର ଓ ତାହାଦିଗକେ ନିଜ ଜିହ୍ଵା ବା ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବା ଅନ୍ୟ କୋନେଓ ଉପାୟେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଓ ନା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବେର ଉପକାର ସାଧନେ ସଢେଟ ଥାକ । କାହାରଓ ପ୍ରତି, ସେ ତୋମାର ଅଧିନିଷ୍ଠ ହଇଲେଓ, ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇବେ ନା ଏବଂ କେହ ଗାଲି ଦିଲେଓ ତୁମି ଗାଲି ଦିଓ ନା । ବିନୟୀ, ସହିୟୁ, ସଦୁଦେଶ୍ୟପରାଯଣ ଓ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବେର ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହଁବୁ, ଯେଣ ଖୋଦା ତା'ଲାର ନିକଟ ଗ୍ରହଣୀୟ ହଇତେ ପାର । ଅନେକେ ଏଇରୂପ ଆଛେ, ଯାହାରା ବାହ୍ୟତ ସହିୟୁ କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଲେକଡେ ସଦୃଶ । ଆବାର ଅନେକେ ଏଇରୂପଓ ଆଛେ, ଯାହାରା ବାହ୍ୟତଃ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ସର୍ପ-ବିଶେଷ । ସୁତରାଂ କଥନେଓ ତାହାର ନିକଟ ଗ୍ରହଣୀୟ ହଇବେ ନା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋମାଦେର ବାହ୍ୟକ ଓ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅବସ୍ଥା ଏକ ନା ହୟ । ବଡ଼ ହଇୟା ଛୋଟକେ ଅବଜ୍ଞା କରିବେ ନା, ତାହାର ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ବିଦ୍ଵାନ ହଇଲେ, ବିଦ୍ୟାହୀନକେ ଆତ୍ମଗରିମାବଶ୍ତ ଅବମାନନା ନା କରିଯାଇ ତାହାକେ ସଦୁପଦେଶ ଦିବେ । ଧନୀ ହଇଲେ ଆଆଭିମାନେ ଦରିଦ୍ରେର ପ୍ରତି ଗର୍ବ ନା କରିଯା ତାହାଦେର ସେବା କରିବେ । ଧର୍ମସେର ପଥ ହଇତେ ସାବଧାନ ଥାକିବେ । ସର୍ବଦା ଆଳ୍ପାହକେ ଭୟ କରିବେ ଏବଂ ତାକ୍ତ୍ୟା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ । କୋନ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବେର ଉପାସନା କରିବେ ନା । ନିଜ ପ୍ରଭୁର ପ୍ରତି ଏକନିଷ୍ଠ ହଁବୁ । ସଂସାର ହଇତେ ମନକେ ନିର୍ଲିଙ୍ଗ ରାଖୁ ଏବଂ ତାହାର ଜନ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅପବିଗ୍ରହତା ଓ ପାପକେ ଘ୍ରଣା କର; କେନନା, ତିନି ପବିତ୍ର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାତ ଯେଣ ତୋମାର ଜନ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଯ ଯେ, ତୁମି ତାକ୍ତ୍ୟାର ସହିତ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଯାଇ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେଣ ତୋମାର ଜନ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଯ ଯେ, ତୁମି ଭୌତିର ସହିତ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିଯାଇ । ଜଗତେର ଅଭିଶାପକେ ଭୟ କରିଓ ନା, କାରଣ ଉହା ଦେଖିତେ ଦେଖିତେ ଧୂମ୍ରେ ନ୍ୟାୟ ବିଜୀନ ହଇୟା ଯାଏ । ଉହା ଦିନକେ ରାତ କରିତେ ପାରେ ନା । ବରଂ ତୋମରା ଆଳ୍ପାହର ଅଭିମମ୍ପାତକେ ଭୟ କର ଯାହା ଆକାଶ ହଇତେ ଅବର୍ତ୍ତିର୍ ହୟ ଏବଂ ଯାହାର ଉପର ନିପତିତ ହୟ, ତାହାର ଉତ୍ୟ ଜଗତକେ ସମ୍ମଳେ ବିନିଷ୍ଠ କରିଯା ଦେଯ । ତୁମି କପଟତା ଦ୍ୱାରା ନିଜେକେ ରକ୍ଷା କରିତେ ପାରିବେ ନା; କାରଣ ଯିନି ତୋମାଦେର ଖୋଦା, ତିନି ମାନବ ହଦୟେର ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଯା ଥାକେନ । ତୋମରା କି ତାହାକେ ପ୍ରତାରଣା କରିତେ ପାର ? ସୁତରାଂ ତୋମରା ସୋଜା, ସରଳ, ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ମଳଚିନ୍ତ ହଇୟା ଯାଓ । ସମ୍ମାନ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ଧକାରେର କଣାମାତ୍ର ଅବିଶିଷ୍ଟ ଥାକେ, ତାହା ହଇଲେ ଉହା ତୋମାଦେର ହଦୟେର ସମ୍ମତ ଜ୍ୟୋତିକେ ଦୂର କରିଯା ଦିବେ । ସମ୍ମାନ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ କୋଥାଯାଓ ଅହଙ୍କାର, କପଟତା, ଆତ୍ମଶାଦ୍ଵା ବା ଆଲ୍ସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାକେ, ତାହା ହଇଲେ

ଆଦୌ ତୋମରା ତାହାର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହିଁବେ ନା । ଏହିରୂପ ଯେନ ନା ହୁଯ- ମାତ୍ର କରେକଟି କଥା ଶିଖିଯା ଏହି ବଲିଯା ତୋମରା ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନା କର ଯେ, ‘ଯାହା କିଛୁ କରଣୀୟ ଆମରା ତାହା କରିଯା ଫେଲିଯାଛି ।’ କେନନା, ଖୋଦା ତାଙ୍କ ଚାହେନ ଯେନ, ତୋମାଦେର ଜୀବନେ ଆମ୍ବୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧିତ ହୁଯ । ତିନି ତୋମାଦେର ନିକଟ ହିଁତେ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ଚାହେନ ଯାହାର ପର ତିନି ତୋମାଦିଗକେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଦାନ କରିବେନ । ତୋମରା ପରମ୍ପରା ଶୀଘ୍ର ବିବାଦ ମୀମାଂସା କରିଯା ଫେଲ ଏବଂ ଆପନ ଭାଇଦେର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର । କାରଣ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପନ ଭାଇଯେର ସହିତ ବିବାଦ ମୀମାଂସା କରିତେ ରାଜୀ ନହେ ତାହାକେ ବିଚିନ୍ନ କରା ହିଁବେ; କେନନା, ସେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ତୋମରା ସ୍ଵୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେର ବଶବର୍ତ୍ତିତା ସର୍ବତୋଭାବେ ପରିହାର କର ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ମନୋମାଲିନ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କର । ସତ୍ୟବାଦୀ ହିଁଯାଓ ମିଥ୍ୟବାଦୀର ନୟାୟ ନିଜେକେ ହେଯ ଜ୍ଞାନ କର ଯେନ ତୋମାଦିଗକେ ମାର୍ଜନା କରା ହୁଯ । ରିପୁର ଶୁଳ୍ତୁତା ବର୍ଜନ କର; କାରଣ ଯେ ଦ୍ୱାର ଦିଯା ତୋମାଦିଗକେ ଆହ୍ଵାନ କରା ହିଁଯାଛେ, ସେଇ ଦ୍ୱାର ଦିଯା କୋଣ ଶୁଳ୍ତୁ-ରିପୁ-ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିତେ ପାରିବେ ନା । କତ ହତଭାଗ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ, ଆହ୍ଲାହର ମୁଖ-ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ଯାହା ଆମାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ହିଁତେହେ, ତାହା ମାନେ ନା! ତୋମରା ଯଦି ଚାଓ ଯେ, ଆକାଶେ ଆହ୍ଲାହ ତାଙ୍କ ତୋମାଦେର ଉପର ସନ୍ତ୍ରଷ୍ଟ ହନ, ତାହା ହିଁଲେ ତୋମରା ଯମଜ ଦୁଇ ଭାତାର ନୟାୟ ପରମ୍ପରା ଏକ ହିଁଯା ଯାଓ । ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ସେ-ଇ ଅଧିକ ମହଂ, ଯେ ଆପନ ଭାଇଯେର ଅପରାଧ ଅଧିକ କ୍ଷମା କରେ ଏବଂ ହତଭାଗ୍ୟ ସେ, ଯେ ହଠକାରିତା କରିଯା କ୍ଷମା କରେ ନା । ସୁତରାଂ ତାହାର ସହିତ ଆମାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ଖୋଦା ତାଙ୍କାର ଅଭିଶାପ ହିଁତେ ଅତ୍ୟତ୍ୱ ଭୀତ ଓ ସନ୍ତ୍ରଷ୍ଟ ଥାକିଓ- କେନନା ତିନି ଅତି ପବିତ୍ର ଏବଂ ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦାତିମାନୀ । ପାପାଚାରୀ ଖୋଦାର ନୈକଟ୍ୟ ଲାଭ କରିତେ ପାରେ ନା; ଅହଙ୍କାରୀ ତାହାର ନୈକଟ୍ୟ ଲାଭ କରିତେ ପାରେ ନା; ଅତ୍ୟାଚାରୀ ତାହାର ନୈକଟ୍ୟ ଲାଭ କରିତେ ପାରେ ନା; ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ତାହାର ନୈକଟ୍ୟ ଲାଭ କରିତେ ପାରେ ନା; ଏବଂ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ନାମେର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିତେ ବ୍ୟାହ ନହେ, ସେ ତାହାର ନୈକଟ୍ୟ ଲାଭ କରିତେ ପାରେ ନା । କୁକୁର, ପିପିଲିକା ବା ଶକୁନେର ମତ ଯାହାରା ସଂସାରାସଙ୍କ ଏବଂ ସଂସାର ସଞ୍ଚୋଗେ ନିରଗ୍ନ ତାହାରା ତାହାର ନୈକଟ୍ୟ ଲାଭ କରିତେ ପାରେ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପବିତ୍ର ଚକ୍ଷୁ ତାହା ହିଁତେ ଦୂରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପାସକ୍ତ ମନ ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଅଜ୍ଞ । ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ଜନ୍ୟ ଅଗ୍ନିତେ ନିପତିତ, ତାହାକେ ଅଗ୍ନି ହିଁତେ ମୁକ୍ତି ଦେଓଯା ହିଁବେ । ଯେ ତାହାର ଜନ୍ୟ କାଁଦେ, ସେ ହାସିବେ । ଯେ ତାହାର ଜନ୍ୟ ଦୁନିଆକେ ବିସର୍ଜନ ଦେଇ, ସେ ତାହାକେ ଲାଭ କରିବେ । ତୋମରା ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତତା ଓ ତୃପ୍ତରତାର ସହିତ ଅଗ୍ରସରମାନ ହିଁଯା ଖୋଦା ତାଙ୍କାର ବଞ୍ଚି ହିଁଯା ଯାଓ ଯେନ ତିନିଓ ତୋମାଦେର ବଞ୍ଚି

হইয়া যান। তোমরা নিজ অধীনস্থদের প্রতি, আপন স্ত্রীগণের ও গরীব ভাইদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর যেন আকাশে তিনিও তোমাদের উপর দয়া প্রদর্শন করেন। তোমরা যথার্থই তাঁহার হইয়া যাও যেন তিনিও তোমাদের হইয়া যান। দুনিয়া বহু বিপদের স্থান, তন্মধ্যে প্লেগও একটি। অতএব নিষ্ঠার সহিত তোমরা তাঁহাকে আকড়াইয়া ধর যেন তিনি এই বিপদাবলী তোমাদের নিকট হইতে দূরে রাখেন। আকাশ হইতে আদেশ না হওয়া পর্যন্ত দুনিয়াতে কোন বিপদ দেখা দেয় না এবং কোন দুর্দশা দূরীভূত হয় না যে পর্যন্ত না আকাশ হইতে তাঁহার দয়া বর্ষিত হয়। সুতরাং তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ইহাই যে, তোমরা শাখাকে না ধরিয়া মূলকে অবলম্বন কর। ঔষধ এবং অন্যান্য ব্যবস্থা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু উহাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা নিষেধ। খোদা তাঁলার যাহা ইচ্ছা পরিশেষে উহাই ঘটিবে। যদি কেহ আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরতার সামর্থ্য রাখে তাহা হইলে সেই নির্ভরতার স্থান সর্বোচ্চ। তোমাদের জন্য আর একটি জরুরী শিক্ষা এই যে, কুরআন শরীফকে পরিত্যক্ত বস্ত্র মত ফেলিয়া রাখিও না, কারণ ইহাতেই তোমাদের জীবন নিষিত রহিয়াছে। যাহারা কুরআনকে সম্মান দান করিবে তাহারা আকাশে সম্মান লাভ করিবে। যাহারা প্রত্যেক হাদীস ও উক্তির উপর কুরআনের প্রাধান্য দান করিবে, আকাশে তাহাদিগকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে। মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতীত কোন ধর্মগুলই নাই এবং সকল আদম সতানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) ভিন্ন কোন রসূল ও শাফী (সুপারিশকারী) নাই। অতএব, তোমরা সেই মহাগৌরবসম্পন্ন ও প্রতাপশালী নবীর সহিত সত্যিকার প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না, যেন আকাশে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইতে পার।

স্মরণ রাখিও যে, মুক্তি সেই জিনিসের নাম নহে যাহা মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইবে, বরং প্রকৃত মুক্তি ইহাই যাহা এই দুনিয়াতেই স্থীয় জ্যোতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। মুক্তিপ্রাপ্ত কে? সেই ব্যক্তি, যে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ সত্য এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁহার ও তাঁহার সকল সৃষ্টি জীবের মধ্যবর্তী শাফী এবং আকাশের নিচে তাঁহার সমর্মাদাবিশিষ্ট অপর কোন রসূল নাই। কুরআনের সমতুল্য আর কোন গৃহ্ণ নাই। অন্য কাহাকেও খোদা তাঁলা চিরকাল জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই কিন্তু এই মনোনীত নবী চিরকালের

জন্য জীবিত। তাঁহার চিরকাল জীবিত থাকার জন্য খোদা তাঁলা এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, তাঁহার শরীয়তভিত্তিক আধ্যাত্মিক কল্যাণকে কেয়ামত পর্যন্ত জারী রাখিয়াছেন। অবশেষে তাঁহার জন্য রহনী কল্যাণধারায় খোদা তাঁলা এই প্রতিশ্রূত মসীহকে দুনিয়াতে প্রেরণ করিয়াছেন যাঁহার আগমন ইসলামের সৌধিটিকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য জরুরী ছিল। কেননা, দুনিয়া লয় প্রাপ্তির পূর্বে মুহাম্মদী সিলসিলার জন্য আধ্যাত্মিক গুণের একজন মসীহকে প্রেরণ করা আবশ্যক ছিল যেরূপ মুসায়ী সিলসিলার জন্য তাহা করা হইয়াছিল। এই তত্ত্বের দিকে (কুরআন শরীফের) এই আয়াত ইঙ্গিত করিতেছে:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

(সূরা আল ফাতিহা: ৬-৭ আয়াত)

(অর্থাৎ তুমি আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর, তাহাদের পথে যাহাদিগকে তুমি পুরস্কৃত করিয়াছ।

হ্যরত মূসা (আ.) তাঁহার পূর্ববর্তী জাতিসমূহের হারানো ধন পাইয়াছিলেন এবং হ্যরত মুহাম্মদ (সা.) সেই ধনের অধিকারী হইয়াছেন যাহা হ্যরত মূসা (আ.)-এর অনুগামীগণ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। এমতাবস্থায় মুহাম্মদী সিলসিলা মুসায়ী সিলসিলার স্থলাভিষিক্ত, কিন্তু মর্যাদায় উহা হইতে সহস্র গুণে উচ্চ। মূসা সদৃশ (হ্যরত মুহাম্মদ-সা.) যেমন মূসা (আ.) হইতে মর্যাদায় উচ্চতর তদ্রূপ মরিয়ম তনয় ঈসা সদৃশ (প্রতিশ্রূত মসীহ) মরিয়ম তনয় ঈসা হইতে মর্যাদায় উচ্চতর। সেই প্রতিশ্রূত মসীহ শুধু কালের দিক দিয়াই আঁ-হ্যরত (সা.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন নাই যেরূপ মসীহ ইবনে মরিয়ম মূসা (আ.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আগমন করিয়াছিলেন\* বরং তিনি বতমানে এমন এক সময়ে আবির্ভূত হইয়াছেন যখন মুসলমান জাতির অবস্থা হ্যরত ঈসা (আ.)-এর আগমনকালীন ইলাহিদের অবস্থার সম্পূর্ণ অনুরূপ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং আমিই সেই প্রতিশ্রূত মসীহ।

আল্লাহ তাঁলা যাহা চাহেন তাহাই করিয়া থাকেন। মূর্খ সেই ব্যক্তি যে খোদা

\* ইলাহিদের ইতিহাস অনুযায়ী সর্বসম্ভাবে ইহাই বিশ্বাস করে যে, মূসা (আ.)-এর পরবর্তী চৌদশত শতাব্দীর শিরোভাগে ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাব হইয়াছিল। (ইহাদের ইতিহাস দ্রষ্টব্য)

ତା'ଲାର ବିରଳାଚରଣ କରେ ଏବଂ ସେ ଜାହେଲ, ସେ ତାହାର ମୋକାବେଲାଯ ଆପନ୍ତି ଉଥାପନ କରିଯା ବଲେ ଯେ, ଏମନ ନହେ ବରଂ ଏଇନ୍ରପ ହେଉୟା ଉଚିତ ଛିଲ ।

ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା ଆମାକେ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ନିର୍ଦର୍ଶନସମ୍ମହେର ସହିତ ପ୍ରେରଣ କରିଯାଛେନ ଯାହା ସଂଖ୍ୟାଯ ଦଶ ହାଜାରେରେ ବେଶୀ ହିଁବେ । ଇହାଦେର ମଧ୍ୟେ ‘ଫ୍ଲେଗ’ ଓ ଏକଟି ନିର୍ଦର୍ଶନ ।

ସୁତରାଂ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମାର ନିକଟ ସତିକାର ବୟାବାତ ଗ୍ରହଣ କରିଯା ସରଳ ଅନ୍ତଃକରଣେ ଆମାର ଅନୁଗାମୀ ହୟ ଏବଂ ଆମାର ଆନୁଗତ୍ୟେ ବିଲୀନ ହିଁଯା ସ୍ତ୍ରୀ କାମନା ବାସନାକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ୟଇ ଏହି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଦିନେ ଆମାର ରହ ଶାଫାଯାତ (ସୁପାରିଶ) କରିବେ । ସୁତରାଂ ହେ ଲୋକ ସକଳ! ଯାହାରା ନିଜେକେ ଆମାର ଜାମାତଭୂତ ବଲିଯା ଗଣ୍ୟ କରିଯା ଥାକ, ଆକାଶେ କେବଳ ତଥନେ ତୋମରା ଆମାର ଜାମାତଭୂତ ବଲିଯା ପରିଗଣିତ ହିଁବେ ସଥନ ତୋମରା ସତିକାରଭାବେ ତାକ୍ତ୍ୱୟାର (ଖୋଦା-ଭୋରତାର) ପଥେ ଅହସର ହିଁବେ । ସୁତରାଂ ତୋମରା ତୋମାଦେର ଦୈନିକ ପାଂଚ ଓୟାକେର ନାମାୟ ଏଇନ୍ରପ ଭୀତି ସହକାରେ ଏବଂ ନିବିଷ୍ଟିଚିତ୍ତେ ଆଦାୟ କରିବେ ଯେନ ତୋମରା ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାକେ ସାକ୍ଷାତ୍ଭାବେ ଦେଖିତେଛ । ନିଜେଦେର ରୋଯାଓ ତୋମରା ଆଲ୍ଲାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଲନ କରିବେ । ଯାହାରା ଯାକାତ ଦିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ତାହାରା ଯାକାତ ଦିବେ । ଯାହାଦେର ଜନ୍ୟ ହଜ୍ଜ ଫରଯ ହିଁଯାଛେ ଏବଂ ତାହା ପାଲନେ କୋନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକତା ନା ଥାକିଲେ ତାହାରା ହଜ୍ଜ କରିବେ, ସକଳ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ଏବଂ ପାପକେ ସ୍ଥାନର ସହିତ ବର୍ଜନ କରିବେ, ନିଶ୍ୟ ସ୍ମରଣ ରାଖିଓ ଯେ, କୋନ କର୍ମ ଆଲ୍ଲାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌଛିତେ ପାରେ ନା ଯାହାତେ ତାକ୍ତ୍ୱୟା ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମେର ମୂଳ ତାକ୍ତ୍ୱୟା । ଯେହି କର୍ମେ ଏହି ମୂଳ ଧ୍ୱନି ହୁଏ ନା, ସେଇ କର୍ମ କଥନେ ଧ୍ୱନି ହିଁବେ ନା । ଇହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ତୋମାଦିଗକେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ-କଟ୍ଟେର ପରୀକ୍ଷା ଦିତେ ହିଁବେ ଯେଇନ୍ରପ ପୂର୍ବବତୀ ମୋମେନଗଣେର ପରୀକ୍ଷା ହିଁଯାଛିଲ । ଅତଏବ ସାବଧାନ! ଏଇନ୍ରପ ଯେନ ନା ହୁଏ ଯେ, ତୋମରା ହୋଟ୍ ଖାଓ । ଦୁନିଆ ତୋମାଦେର କିଛୁଇ କ୍ଷତି କରିତେ ପାରିବେ ନା । ଯଦି ଆକାଶେର ସହିତ ତୋମାଦେର ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥାକେ । ତୋମାଦେର ନିଜେଦେର କ୍ଷତି ନିଜେଦେର ହାତେଇ ହିଁବେ, ଶକ୍ତର ହାତେ ନୟ । ତୋମାଦେର ପାର୍ଥିବ ସମ୍ମାନ ଯଦି ବିନଷ୍ଟ ହିଁଯା ଯାଇ ତାହା ହିଁଲେ ଖୋଦା ତୋମାଦିଗକେ ଆକାଶେ ଏକ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ମାନ ଦାନ କରିବେନ । ଅତଏବ ତୋମରା ତାହାକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଓ ନା । ଅବଶ୍ୟ ତୋମାଦିଗକେ ଦୁଃଖ ଦେଓଯା ହିଁବେ ଏବଂ ଅନେକ ଆଶା ହିଁତେ ତୋମାଦିଗକେ ନିରାଶ କରା ହିଁବେ । ସୁତରାଂ ଏଇନ୍ରପ ଅବଶ୍ୟ ତୋମରା ଦୁଃଖିତ ହିଁଓ ନା-

କେନନା, ତୋମାଦେର ଖୋଦା ତୋମାଦିଗକେ ପରୀକ୍ଷା କରିଯା ଦେଖିତେ ଚାନ ଯେ, ତୋମରା ତାହାର ପଥେ ଅବିଚଳ ରହିଯାଛ କି-ନା । ସଦି ତୋମରା ଚାହ ଯେ, ଆକାଶେ ଫେରେଶ୍ତାଗଣଓ ତୋମାଦେର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ତାହା ହିଲେ ମାର ଖାଇୟାଓ ତୋମରା ସନ୍ତୃଷ୍ଟି ଥାକିବେ, ଗାଲି ଶୁନିଯାଓ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ବିଫଳତା ଦେଖିଯାଓ ଆଲ୍ଲାହର ସହିତ ତୋମାଦେର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବେ ନା । ତୋମରା ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର ଶେଷ ଜାମାତ । ସୁତରାଂ ତୋମରା ସେଇ ନେକ ଆମଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର ଯାହାର ଉତ୍କର୍ଷତା ଚରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ପୌଛିଯାଛେ । ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଯେ କେହ ଅଲସ ହିୟା ପଡ଼ିବେ, ତାହାକେ ସୃଣିତ ଦ୍ରୁବ୍ୟେର ମତ ଜାମାତ ହିତେ ବାହିରେ ନିକ୍ଷେପ କରା ହିସେ ଏବଂ ଆକ୍ଷେପେର ସହିତ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବେ । ସେ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର କୋନ କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବେ ନା । ଦେଖ, ଆମି ଅତି ଆନନ୍ଦେର ସହିତ ତୋମାଦିଗକେ ଏହି ସଂବାଦ ଦିତେଛି ଯେ, ବାସ୍ତବିକଇ ତୋମାଦେର ଖୋଦା ମଓଜୁଦ ଆଛେନ । ସଦିଓ ସକଳେ ତାହାରଇ ସୃଷ୍ଟି, ତରୁଓ ତିନି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକେଇ ମନୋନୀତ କରିଯା ଥାକେନ, ଯେ ତାହାକେ ମନୋନୀତ କରେ । ଯେ ତାହାକେ ଅସେଷଣ କରେ, ତିନି ତାହାର ନିକଟ ଯାନ । ଯେ ତାହାକେ ସମ୍ମାନ ଦେଯ, ତିନିଓ ତାହାକେ ସମ୍ମାନ ଦାନ କରେନ ।

ତୋମରା ନିଜେଦେର ମନକେ ସରଲ କରିଯା ଏବଂ ଜିହ୍ଵା ଚକ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣକେ ପବିତ୍ର କରିଯା ତାହାର ଦିକେ ଅଗସର ହୁଏ, ତାହା ହିଲେ ତିନି ତୋମାଦିଗକେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନ ।

ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଖୋଦା ତା'ଲା ତୋମାଦେର ନିକଟ ଯାହା ଚାନ ତାହା ଏହି, ଯେମନ ତୋମରା ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଲ୍ଲାହ ଏକ, ମୁହାମ୍ମଦ (ସା.) ତାହାର ନବୀ ଏବଂ ଖାତାମାଲ ଆସ୍ତିଆ ଓ ସକଳ ନବୀ ହିତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଛାଯାରଙ୍କପେ ମୁହାମ୍ମଦିଯାତେର ଚାଦର ଯାହାକେ ପରାନୋ ହିୟାଛେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଛାଡ଼ା ଆର କୋନ ନବୀ ତାହାର ପରେ ଆସିବେନ ନା । କାରଣ ଦାସ ଆପନ ପ୍ରଭୁ ହିତେ ଏବଂ ଶାଖା ଆପନ କାଓ ହିତେ ପୃଥକ ନହେ । ସୁତରାଂ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପନ ପ୍ରଭୁତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରଙ୍ଗେ ଆତ୍ମବିଲୀନ ହିୟା ଖୋଦା ତା'ଲାର ନିକଟ ହିତେ ନବୀ ଉପାଧି ଲାଭ କରେନ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଖତମେ ନବୁଓୟତେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟାଯ ନା । ଯେମନ ତୁମି ଆଯନାତେ ନିଜେର ଆକୃତି ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ସନ୍ତା ହିୟା ଯାଓ ନା, ଦେଖିତେ ଦୁଇଜନ ମନେ ହିଲେଓ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଏକଜନହି ଥାକ; ପ୍ରଭେଦ ମାତ୍ର ଆସଲ ଓ ପ୍ରତିବିଷ୍ଵେର । ସୁତରାଂ ଖୋଦା ତା'ଲା ମସୀହେ ମଓଉଦେର ବେଲାଯ ଏଇରପାଇ ଇଚ୍ଛା କରିଯାଛେନ । ଇହାଇ ଆଁ-ହ୍ୟରତ (ସା.)-ଏର ଏହି କଥାର ତାତ୍ପର୍ୟ ଯେ- ‘ମସୀହେ ମଓଉଦ ଆମାର କବରେ ସମାହିତ ହିସେନ’ । ଅର୍ଥାଂ ତିନି ଆମିହି, ତିନି ଏବଂ ଆମି ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ । ତୋମରା

নিচয় জানিয়া রাখ যে, ঈসা ইবনে মরিয়াম (আ.)-এর মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং কাশ্মীরের শ্রীনগরে খানইয়ার মহল্লায়\* তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে। খোদা তাঁ'লা তাঁহার পিয় গ্রন্থ কোরাঅন শরীফে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সংবাদ দিয়াছেন। যদি সেই সকল আয়াতের অর্থ (মৃত্যু ছাড়া) অন্য কিছু করা হয় তাহা হইলে কুরআনে ঈসা ইবনে মরিয়মের মৃত্যু সংবাদ কোথায় দেওয়া হইয়াছে? মৃত্যু সম্বন্ধে যে সকল আয়াত আছে, আমার বিরংদ্ববাদীগণের মতে সেগুলির যদি অন্য অর্থ হয়, তাহা হইলে মনে হয় কুরআন তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে কোথাও উল্লেখ করে নাই যে, তাঁহাকে কখনও মরিতে হইবে কি-না! খোদা তাঁ'লা আমাদের নবী (সা.)-এর মৃত্যু সংবাদ দিয়াছেন কিন্তু সমস্ত কুরআনের ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সংবাদ দেন নাই। ইহার তাৎপর্য কি? যদি বলা হয় যে, এই আয়াতে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হইয়াছে:

فَلَمَّا تَوَفَّيْتُمْ كُنْتَ أَنَا الْرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ

(সূরা মায়দা: ১১৮ আয়াত)

তাহা হইলে এই আয়াত তো পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিতেছে যে, খ্রিস্টানদিগের পথভূষ্ট হইবার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন পক্ষান্তরে যদি **فَلَمَّا تَوَفَّيْتُمْ كُنْتَ أَنَا الْরَّقِيبُ عَلَيْهِمْ** আয়াতের এই অর্থ করা হয় যে, ঈসা (আ.)-কে সশরীরে আকাশে উত্তোলন করা হইয়াছে তাহা হইলে কেন খোদা তাঁ'লা এইরূপ ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ সমস্ত কুরআনে কোথাও উল্লেখ করেন নাই, যাহার জীবিত থাকার বিশ্বাস লক্ষ লক্ষ মানুষকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে? ইহা এইরূপ বুঝায় যেন খোদা তাঁ'লা মানবকে মুশর্রেক ও বেদীন করিবার উদ্দেশ্যে ঈসা (আ.)-কে জীবিত থাকিতে

\* খ্রিস্টান পঞ্জিগণও এই মতই সমর্থন করিয়াছেন (Super Natural Religion: P. 522) বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার রচিত ‘তোহফায়ে গোলড়বিয়া’ পুস্তকের ১৩৯ পৃ. দ্রষ্টব্য। এই আয়াত হইতে বুঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আ.) দুনিয়াতে পুনরায় আগমন করিবেন না। কারণ যদি তিনি দুনিয়াতে আসিতেন, তাহা হইলে তাঁহার এই জবাব যে, ‘আমি খ্রিস্টানদের পথভূষ্ট হইবার কোন সংবাদ রাখি না’ সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্থ হয়। সে ব্যক্তি পুনরায় দুনিয়াতে আসিয়া ৪০ বৎসর কাটাইবেন এবং কোটি কোটি খ্রিস্টানদিগকে তাঁহাকে খোদা বলিয়া বিশ্বাস করিতে দেখিবেন— তিনি কেমন করিয়া কেয়ামতের দিন খোদা তাঁ'লার সমীক্ষে এই ওজর পেশ করিতে পারিবেন যে, ‘খ্রিস্টানদিগের বিপথগামী হওয়া সম্বন্ধে আমি কোন খবর রাখি না।

দিয়াছেন। ইহা যেন মানুষের ভুল নয় বরং খোদা তা'লা স্বয়ং তাহাদিগকে পথভূষ্ট করিবার জন্য এই সমস্ত ব্যাপার ঘটাইয়াছেন। বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবে যে, ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু ছাড়া কৃশীয় মতবাদের বিলুপ্তি ঘটিতে পারে না। এমতাবস্থায় কুরআনের শিক্ষার বিরচন্দে তাহাকে জীবিত মনে করায় কি লাভ? তাহাকে মরিতে দাও, যেন ইসলাম ধর্ম জীবিত হয়।

খোদা তা'লা স্বীয় বাক্য দ্বারা মসীহৰ মৃত্যুর কথা প্রকাশ করিয়াছেন এবং রসূলুল্লাহ (সা.) মে'রাজের রাত্রে অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের সাথে তাহাকে দেখিয়াছিলেন। এখনও কি তোমরা বিশ্বাস করিতে চাহ না? ইহা কিরূপ ঈমান! তোমরা কি মানুষের প্রবাদকে খোদা তা'লার বাণীর উপর স্থান দিতে চাও? ইহা তোমাদের কি রকম ধর্ম?\* আমাদের রসূলুল্লাহ (সা.) ঈসা (আ.)-কে মৃত আত্মাদিগের মধ্যে দেখিবার সম্বন্ধে শুধু সাক্ষাই দেন নাই, বরং নিজে মৃত্যুবরণ করিয়া ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাহার পূর্বেকার কোন মানুষই জীবিত নাই। সুতরাং ইহার বিপরীত বিশ্বাস দ্বারা আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ যেমন কুরআনকে বর্জন করিতেছে, তদ্বপ্র সুন্নতকেও পরিত্যাগ করিতেছে। কারণ মৃত্যুবরণ করা আমাদের নবী করীম (সা.)-এর সুন্নত। যদি ঈসা (আ.) জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে আমাদের রসূল (সা.)-এর সম্মানের হানি হইত। অতএব, যে পর্যন্ত তোমরা ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে বিশ্বাসী না হও, সে পর্যন্ত না তোমরা সুন্নতপন্থি না কুরআনপন্থি। আর্মি হ্যরত ঈসা (আ.)-এর উচ্চ মর্যাদা অস্বীকার করি না। যদিও খোদা তা'লা আমাকে সংবাদ

\* কুরআন শরীফের এক আয়াত স্পষ্টভাবে কাশ্মীরের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছে যে, মসীহ এবং তাঁহার মাতা কুশের ঘটনার পর কাশ্মীরের দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন, যেমন বলা হইয়াছে বুরুজ-আর্দাত কুরুক্ষেত্রে। অর্থাৎ ‘আমি ঈসা এবং তাহার মাতাকে এরূপ এক টিলার উপর আশ্রয় দিয়াছিলাম যাহা আরামের স্থান ছিল এবং যেখানে বিশুদ্ধ পানি অর্থাৎ ঝরণার পানি ছিল’ (সূরা আল মুমিনুন: আয়াত ৫১)। সুতরাং ইহাতে আল্লাহ তা'লা কাশ্মীরের চিত্র অক্ষণ করিয়া দিয়াছেন। আরবী ভাষায় এই শব্দ কোন বিপদ বা দুঃখ হইতে মুক্তি প্রদানের অর্থ ব্যবহৃত হয়, কুশের ঘটনার পূর্বে ঈসা (আ.) এবং তাঁহার মায়ের উপর এরূপ কোন বিপদকাল উপস্থিত হয় নাই, যেজন্য তাহাদিগকে আশ্রয় দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, খোদা তা'লা কুশের ঘটনার পর ঈসা (আ.) এবং তাঁহার মাতাকে উক্ত টিলার উপর পৌছাইয়াছিলেন।

ଦିଯାଛେନ ଯେ, ମୁହାମ୍ମଦୀ ମସୀହ ମୁସାଯୀ ମସୀହ ହିଁତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତରୁ ଆମି ହ୍ୟରତ ଟ୍ରେସା (ଆ.)-କେ ଅତିଶ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରି । କେନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଦିକ ଦିଯା ଆମି ଇସଲାମେର ଖାତାମୁଲ ଖୋଲାଫା, ଯେନ୍ତପ ମସୀହ ଇବନେ ମରିଯମ ଇସରାଈଲୀ ସିଲସିଲାର ଜନ୍ୟ ଖାତାମୁଲ ଖୋଲାଫା ଛିଲେନ । ଇବ୍ନେ ମରିଯମ ମୃସା (ଆ.)-ଏର ସିଲସିଲାଯ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ମସୀହ ଛିଲେନ ଏବଂ ମୁହାମ୍ମଦୀ ସିଲସିଲାଯ ଆମି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ମସୀହ । ଆମି ଟ୍ରେସା (ଆ.)-ଏର ନାମ ପ୍ରାଣ ହେଇଥାଛି । ସୁତରାଂ ଆମି ତାହାକେ ସମ୍ମାନ କରି । ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ପାପିଷ୍ଟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଯେ ବଲେ ଆମି ମସୀହ ଇବ୍ନେ ମରିଯମେର ସମ୍ମାନ କରି ନା । ଶୁଦ୍ଧ ମସୀହ କେନ, ବରଂ ଆମି ତାହାର ଚାରି ଭାଇଦେରକେଓ ସମ୍ମାନ କରି ।\*

**କାରଣ:-** ତାହାରା ପାଂଚ ଭାଇ ଏକଇ ମାଯେର ସନ୍ତାନ । ଶୁଦ୍ଧ ତାହାଇ ନୟ, ଆମି ତାହାର ଦୁଇ ବୋନକେଓ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ବଲିଯା ମନେ କରି କାରଣ ଏହି ସବ ସମ୍ମାନୀତାଗଣ, ସାଧ୍ୱୀ କୁମାରୀ ମରିଯମେର ଗର୍ଭଜାତ । ହ୍ୟରତ ମରିଯମେର ଏହି ନୈତିକ ଉତ୍ସକର୍ଷ ଛିଲ ଯେ, ତିନି ଦୀର୍ଘକାଳ ଯାବ୍ଦ କୁମାରୀତ୍ଵରେ ପାଲନ କରିଯା ସମାଜେର ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣେର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧେ ନିଜ ଗର୍ଭ-ସଞ୍ଚାରେର କାରଣେ ବିବାହ କରିଯାଇଲେନ । ଇହାତେ କେହ ଆପନ୍ତି କରିତେ ପାରେ ଯେ, ତେଓରାତେର ଶିକ୍ଷାର ବିପରୀତ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାଯ ତିନି କେନ ବିବାହ କରିଲେନ, ଚିରକୁମାରୀ ଥାକିବାର ବ୍ରତ କେନ ଅନ୍ୟାଯଭାବେ ଭଙ୍ଗ କରିଲେନ ଏବଂ କେନ ତିନି ବହୁ ବିବାହେର ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାପନ କରିଲେନ ଅର୍ଥାଏ ସୂତ୍ରଧର ଇଉସୁଫେର ପୂର୍ବ-କ୍ରୀ ଥାକା ସତ୍ତ୍ଵେ କେନ ତିନି ତାହାକେ ବିବାହ କରିତେ ରାଜୀ ହଇଲେନ? କିନ୍ତୁ ଆମି ବଲି- ଏହି ସବକିଛୁଇ ବାଧ୍ୟ-ବାଧକତାର କାରଣେ ସଟିଯାଇଲି । ଏମତାବଦ୍ୟା ତାହାରା ଦୟାର ପାତ୍ର ଛିଲେନ, ଆପନ୍ତିର ନୟ ।

ପରିଶେଷେ ଆମି ତୋମାଦିଗକେ ପୁନରାୟ ବଲିତେଛି, ତୋମରା କଥନାରେ ଏରପ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା ଯେ, “ଆମରା ତୋ ବାହିକଭାବେ ବୟାତାତ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଇଛି ।”

---

\* ଟ୍ରେସା ମସୀହର ଚାରି ଭାଇ ଓ ଦୁଇ ଭଣ୍ଡୀ ଛିଲେନ, ତାହାରା ସକଳେଇ ଟ୍ରେସା (ଆ.)-ଏର ସହୋଦର ଭାଇବୋନ ଛିଲେନ, ଅର୍ଥାଏ ସକଳେଇ ଇଉସୁଫ ଓ ମରିଯମେର ଓରସଜାତ ସନ୍ତାନ ଛିଲେନ । ଭାଇ ଚାରିଜନେର ନାମ ଯେହଦା, ଇଯାକୁବ, ଶାମୁନ ଓ ଇଉୟୁସ ଓ ଭଣ୍ଡିଦ୍ୟେର ନାମ ଆସିଯା ଓ ଲେଦିଯା ।

ପାଦରୀ ଜନ ଏଲେନ ଗାଇଲ୍ଜ ପ୍ରଣୀତ ୧୮୮୬ ମେ ଲନ୍ଡନେ ମୁଦ୍ରିତ ଏପସ୍ଟଲିକ ରେକର୍ଡ୍ସ ନାମକ ପୁସ୍ତକେର ୧୫୯ ଓ ୧୬୬ ପୃଷ୍ଠା ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

বাহ্যিকতার কোন মূল্য নাই। খোদা তোমাদের হৃদয় দেখিয়া থাকেন এবং তদনুযায়ী তিনি তোমাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। দেখ, তোমাদিগকে এই বলিয়া আমি তৰলীগের কর্তব্য পালনের দায়িত্ব মুক্ত হইতেছি যে, পাপ বিষ বিশেষ, উহা পান করিবে না। আল্লাহ্ তাঁ'লার অবাধ্যতা এক অপমৃত্যু বিশেষ, তাহা হইতে দূরে থাক। দোয়া করিতে থাক যেন তোমরা শক্তিলাভ করিতে পার। যে ব্যক্তি দোয়া করিবার সময় খোদাকে তাহার প্রতিশ্রুতির বহির্ভূত বিষয়সমূহ ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান মনে করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি মিথ্যা এবং প্রতারণা পরিত্যাগ করে না সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সংসারের প্রলোভনে পরাভূত এবং পরকালের দিকে চক্ষু তুলিয়া দেখে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি যথার্থই ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয় না সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সকল প্রকার পাপ এবং কুঅভ্যাস হইতে যথা- মদ্যপান, জুয়া খেলা, কামলোলুপ-দৃষ্টি, বিশ্঵াসঘাতকতা, ঘৃষ এবং তদ্রঃপ অন্যান্য না-জায়েয কাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে তওবা করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি দৈনিক নিষ্ঠার সহিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সর্বদা দোয়াতে রত থাকে না এবং অতি বিনয়ের সহিত খোদাকে স্মরণ করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি কুপ্রভাব বিত্তারকারী কু-সঙ্গী পরিত্যাগ করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি পিতামাতার সম্মান করে না এবং সেই সমস্ত ন্যায়-সঙ্গত বিষয়ে যাহা কুরআনের বিরুদ্ধে নয়, তাহাদের আদেশ পালন করে না এবং তাহাদের খেদমতের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রী ও আতীয়স্বজনের সহিত ন্যূনতা ও ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আপন প্রতিবেশীকে সামান্য উপকার হইতেও বঞ্চিত রাখে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে এবং বিদ্রে পোষণ করে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে স্বামী, স্ত্রীর সহিত এবং যে স্ত্রী, স্বামীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ এবং প্রতিশ্রুত মাহদী বলিয়া বিশ্বাস করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি ন্যায়-সঙ্গত বিষয়ে আমার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত নহে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আমার

ବିରଳଦ୍ୱାଦୀଗଣେର ଦଲେ ବସେ ଏବଂ ତାହାଦେର କଥାଯ ସାଯ ଦେଇ, ସେ ଆମାର ଜାମାତଭୁକ୍ ନହେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଭିଚାରୀ, ପାପୀ, ମଦ୍ୟପାରୀ, ଖୁନୀ, ଚୋର, ଜୁଯାଡୀ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଦୁଷ୍ଟଖୋର ଆତ୍ମସଂକାରୀ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ ଲାଗାଇୟା ଥାକେ ଏବଂ ନିଜେଦେର କୁ-କର୍ମ ହିତେ ତେବେ କରେ ନା ଓ କୁସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ନା, ତାହାରା ଆମାର ଜାମାତଭୁକ୍ ନହେ ।

ଏହି ସମୁଦୟ କାଜ ବିଷ୍ଵିଶେଷ । ଇହା ପାନ କରିଯା ତୋମାଦେର ପକ୍ଷେ ଜୀବିତ ଥାକା କଥନଓ ସମ୍ଭବପର ନହେ । ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଆଲୋ କଥନଓ ଏକତ୍ରେ ଅବଶ୍ଳାନ କରିତେ ପାରେ ନା । ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ କୁଟିଲତାଯ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯେ ଖୋଦାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ପରିଷକାର ରାଖେ ନା, ସେ କଥନଇ ସେଇ ଆଶିସେର ଅଧିକାରୀ ହିତେ ପାରେ ନା, ଯାହା ପରିବ୍ରତେତା ଲୋକଦେର ଭାଗ୍ୟ ଜୁଟିଆ ଥାକେ । କତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସେଇ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାରା ନିଜେଦେର ଆତ୍ମାକେ ପରିତ୍ର କରେନ, ମନକେ ସକଳ ପ୍ରକାର ମଲିନତା ହିତେ ନିର୍ମଳ କରେନ ଏବଂ ଆପନ ଖୋଦାର ସହିତ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାକିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିତେ ଆବଦ୍ଧ ହନ! କାରଣ, ତାହାରା କଥନଓ ବିନଷ୍ଟ ହିବେନ ନା । ଖୋଦା କଥନଓ ତାହାଦିଗକେ ଲାଞ୍ଛିତ କରିବେନ ନା, ଯେହେତୁ ତାହାରା ଖୋଦାର ଏବଂ ଖୋଦା ତାହାଦେର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦେର ସମୟ ତାହାଦିଗକେ ରକ୍ଷା କରା ହିବେ । ତାହାଦେର ପ୍ରତି ଯେ ଶକ୍ତା ପୋସନ କରେ, ସେ ନିତାତିହି ନିର୍ବୋଧ କାରଣ ତାହାରା ଖୋଦା ତା'ଳାର କ୍ରୋଡ଼େ ଉପବିଷ୍ଟ ଏବଂ ଖୋଦା ତା'ଳା ତାହାଦେର ସହାୟ ଆହେନ ।

କାହାରା ଖୋଦାର ଉପର ଈମାନ ଆନିୟାଛେ? କେବଳ ତାହାରାଇ, ଯାହାରା ଉତ୍କ ରମ । ଏମନିଭାବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଓ ବଡ଼ଇ ନିର୍ବୋଧ, ଯେ ଏକ ଦୂରାତ୍ମ ପାପୀ ଦୂରାତ୍ମା ଓ ଦୂରାଶୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧେ ଚିନ୍ତିତ ଥାକେ, କାରଣ ସେ-ତୋ ନିଜେହି ଧର୍ବଂସ ହିୟା ଯାଇବେ । ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କାଳ ହିତେ କଥନଓ ଏରମ୍ପ ବ୍ୟାପାର ଘଟେ ନାହିଁ ଯେ, ଖୋଦା ତା'ଳା ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଦେରକେ ବିନଷ୍ଟ ଓ ଧର୍ବଂସ କରିଯାଛେ ଏବଂ ତାହାଦେର ଅନ୍ତିତ ବିଲୋପ କରିଯାଛେ, ବରଂ ତିନି ତାହାଦିଗେର ସାହାୟକଙ୍ଗେ ସର୍ବଦାଇ ମହାନିଦର୍ଶନସମୂହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଯାଛେ ଏବଂ ଏଥନଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେନ । ସେଇ ଖୋଦା, ଅତୀବ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଖୋଦା । ତିନି ତାହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭଙ୍ଗଦେର ଜନ୍ୟ ବିମ୍ବଯକର କ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଯା ଥାକେନ, ଦୁନିଆ ତାହାଦିଗକେ ଧର୍ବଂସ କରିତେ ଚାହେ ଏବଂ ଶକ୍ତଗଣ ଦନ୍ତ ପେସନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଖୋଦା ତା'ଳା ଯିନି ତାହାଦେର ବନ୍ଧୁ, ତାହାଦିଗକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ବଂସେର ପଥ ହିତେ ରକ୍ଷା କରେନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରେଇ ତାହାଦିଗକେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରେନ । କତାଇ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ ଏଇରମ୍ପ ଖୋଦାର ଆଁଚଳ

କଥନଓ ଛାଡ଼େ ନା! ଆମି ତାହାର ଉପର ଦୟାନ ଆନିଯାଛି । ଆମି ତାହାର ପରିଚଯ ପାଇଯାଛି । ସାରା ବିଶ୍ୱେର ଖୋଦା ତିନି-ଇ, ଯିନି ଆମାର ପ୍ରତି ଓହି ନାଯେଲ କରିଯାଛେ, ଆମାର ସ୍ଵପକ୍ଷ ମହାନିଦର୍ଶନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଯାଛେ ଏବଂ ଆମାକେ ଏହି ଯୁଗେର ପ୍ରତିଶ୍ରତ ମସିହ୍ କରିଯା ପ୍ରେରଣ କରିଯାଛେ । ତିନି ବ୍ୟତୀତ କୋନ ଖୋଦା ନାହିଁ, ନା-ଆକାଶେ, ନା ପୃଥିବୀତେ । ଯେ ତାହାର ଉପର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରେ ନା, ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ହିଂତେ ବାଧିତ ଏବଂ ହତାଶା ଓ ଦୁଃଖେ ଆକ୍ରାନ୍ତ । ଆମି ଆମାର ଖୋଦାର ନିକଟ ହିଂତେ ସୁର୍ଯ୍ୟର ନ୍ୟାୟ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଈଶ୍ୱରାଣ୍ମି ପ୍ରାଣ ହିୟାଛି । ତାହାକେ ଦେଖିଯା ଆମାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜନ୍ମିଯାଛେ ଯେ, ଆମି ତାହାର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଯାଛି ଏବଂ ଆମାର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ, ତିନି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱେର ଖୋଦା ଏବଂ ତିନି ଛାଡ଼ା ଆର କେହିଇ ନାହିଁ । କିରାପ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ ସେଇ ଖୋଦା ଯାହାକେ ଆମି ଲାଭ କରିଯାଛି! କି ମହାଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଓ ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ ସେଇ ଖୋଦା ଯାହାକେ ଆମି ଲାଭ କରିଯାଛି! ସତ୍ୟ ଇହାଇ ଯେ, ତାହାର ଅସାଧ୍ୟ କିଛୁଇ ନାହିଁ । କେବଳ ଉହାଇ ତିନି କରେନ ନା, ଯାହା ତାହାର ପ୍ରଦତ୍ତ କେତାବ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରତିର ବିରୋଧୀ । ଅତଏବ ତୋମରା ଦୋଯା କରିବାର ସମୟ ସେଇ ଅଞ୍ଜ ନେଚାରୀ ବା ନାଷ୍ଟିକଦେର ମତ ହିଁଓ ନା ଯାହାରା ନିଜେଦେର ଖୋଲାଲେର ବଶେ ଏମନ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ତୈୟାର କରିଯା ରାଖିଯାଛେ, ଯାହାର ପ୍ରତି ଖୋଦା ତା'ଲାର କେତାବେର କୋନ ସମର୍ଥନ ନାହିଁ । କେନନା, ତାହାରା ବିଭାଗିତ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ । ତାହାଦେର ଦୋଯା କଥନଓ କବୁଳ ହିଁବେ ନା । ତାହାରା ଅନ୍ଧ, ଚକ୍ଷୁଞ୍ଚାନ ନହେ, ତାହାରା ମୃତ, ଜୀବିତ ନହେ । ତାହାରା ଖୋଦାର ସମ୍ମୁଖେ ନିଜେଦେର ରଚିତ ନିୟମ ଉପସ୍ଥିତ କରେ, ତାହାର ଅସୀମ ଶକ୍ତିକେ ସୌମାବନ୍ଦ ଜାନ କରେ ଏବଂ ତାହାକେ ଦୁର୍ବଲ ମନେ କରେ । ସୁତରାଂ ତାହାଦେର ସହିତ ତାହାଦେର ଅବହ୍ଲାନ୍ୟାୟୀ ବ୍ୟବହାର କରା ହିଁବେ । କିନ୍ତୁ ତୁମି ଯଥନ ଦୋଯା କରିବାର ଜନ୍ୟ ଦନ୍ତାୟମାନ ହୁଏ, ତଥନ ତୋମାକେ ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରାଖିତେ ହିଁବେ ଯେ, ତୋମାର ଖୋଦା ସକଳ ବିଷୟେଇ ଶକ୍ତିମାନ । ତବେଇ ତୋମାର ଦୋଯା କବୁଳ ହିଁବେ ଏବଂ ତୁମି ଖୋଦା ତା'ଲାର କୁଦରତେ ବିଶ୍ୱଯକର ନିଦର୍ଶନସମ୍ମୂହ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଯେକଥିରେ ଆମି ଦର୍ଶନ କରିଯାଛି । ଆମି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟହି ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିତେଛି, କାହିନୀ ସ୍ଵର୍ଗ ନହେ । ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୋଯା କିରାପେ କବୁଳ ହିଂତେ ପାରେ, ଯେ ଖୋଦାକେ ସକଳ ବିଷୟେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମନେ କରେ ନା? ମହାବିପଦେର ସମୟ ତାହାର ଦୋଯା କରିବାର ସାହସି ବା କିରାପେ ହିଂତେ ପାରେ ଯେ ଇହାକେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବିରଙ୍ଗନ୍ଦ ମନେ କରେ? କିନ୍ତୁ ହେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ! ତୋମରା ଏକଥିରେ କରିଓ ନା । ତୋମାଦେର ଖୋଦା ସେଇ ଖୋଦା, ଯିନି ଅଗଣିତ ତାରକାରାଜୀକେ ବିନା ସ୍ତନ୍ଦେ ବୁଲାଇଯା ରାଖିଯାଛେ, ଯିନି ସମୀନ ଓ

আসমানকে নিঃসন্তা অবস্থা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি কি ইহাতে সন্দেহ পোষণ কর যে, তিনি কার্য সাধন করিতে অপরাগ হইবেন?\* তোমার এই অবিশ্বাসই বরং তোমাকে বঞ্চিত রাখিবে।

আমাদের খোদা অগণিত আশ্চর্য গুণারজীর অধিকারী। কিন্তু শুধু সেই ব্যক্তিই উহা দর্শন করিতে পারে, যে সততা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহার হইয়া যায়। যে ব্যক্তি তাঁহার শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না এবং তাঁহার সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত সেবক নহে, তাহাকে তিনি ঈ আশ্চর্য লীলাসমূহ প্রদর্শন করেন না। কত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে আজও জানে না যে, তাহার এইরূপ এক খোদা আছেন যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান! আমাদের খোদাই আমাদের বেহেশ্ত। আমাদের খোদাতেই আমাদের পরম আনন্দ। কেননা আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি এবং সকল প্রকার সৌন্দর্য তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাইয়াছি। প্রাণের বিনিময়েও এই সম্পদ লাভ করিবার যোগ্য। এই মণি ক্রয় করিতে যদি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিঃশেষিত হয়, তবুও ইহা ক্রয় করা উচিত। হে (খোদালাভে) বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! এই প্রস্তুবণের দিকে ধাবিত হও, ইহা তোমাদিগকে প্লাবিত করিয়া দিবে। ইহা জীবনের উৎস যাহা তোমাদিগকে সংজ্ঞীবিত করিবে। আমি কি করিব এবং কি উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিব? মানুষের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কোন জয়চাক দিয়া বাজারে বন্দরে ঘোষণা করিব যে, ‘ইনি তোমাদের খোদা’ এবং কোন ঔষধ দ্বারা আমি চিকিৎসা করিব যাহাতে শুনিবার জন্য তাহাদের কর্ণ উন্মুক্ত হয়?

\* খোদা কোন বিষয়ে অপারণ নহেন। খোদার কেতাবে দোয়া সম্বন্ধে এই নিয়ম বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি সাধু ব্যক্তিদের সহিত অতি সদয় ও বন্ধুসুলভ ব্যবহার করিয়া থাকেন অর্থাৎ কখনও বা আপন ইচ্ছা পরিহার করিয়া তাহার দোয়া শ্রবণ করিয়া থাকেন, যেমন তিনি বলিয়াছেন— ﴿أَدْعُونَّكُمْ بِسُبْحَانِ رَبِّنَا﴾ (সূরা মোমেন: ৬১ আয়াত) (অর্থাৎ আমার নিকট তোমারা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিব- অনুবাদক)। আবার কখনও বা আপন ইচ্ছাকে মানাইতে চাহেন যথা-তিনি বলিয়াছেন-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿أَنَّ الْوَفَى وَالْجُنُونَ لِلْمُنْذِرِ﴾ (অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে তয়, ক্ষুধা ইত্যাদি দ্বারা কিছু পরীক্ষা করিব-অনুবাদক (সূরা আল-বাকারা: ১৫৬ আয়াত)। এরূপ করিবার কারণ এই যে- কখনও তিনি মানুষের প্রার্থনা অনুযায়ী তাহার সহিত ব্যবহার করিয়া একীন ও তত্ত্বজ্ঞানে তাহাকে উন্নত করিতে চান। আবার কখনও নিজ ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিয়া আপন সন্তুষ্টির খেলাতে (পুরক্ষারে) ভূষিত করিয়া তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে এবং ভালোবাসিয়া তাহাকে হেদয়াতের পথে অগ্রগামী করিতে চান।

ତୋମରା ସଦି ଖୋଦାର ହଇୟା ଯାଓ ତାହା ହଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାନିଓ ଯେ, ଖୋଦା ତୋମାଦେରଇ । ତୋମରା ନିର୍ଦ୍ଦିତ ଥାକିବେ ଏବଂ ଖୋଦା ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ଥାକିବେନ, ତୋମରା ଶକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବେଖବର ଥାକିବେ କିନ୍ତୁ ଖୋଦା ତାହାର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖିବେନ ଏବଂ ତାହାର ସତ୍ୟବ୍ରତକେ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଯା ଦିବେନ । ତୋମରା ଏଖନଓ ଜାନ ନା ଯେ, ତୋମାଦେର ଖୋଦା କତ ଶକ୍ତିଶାଲୀ! ସଦି ଜାନିତେ, ତାହା ହଇଲେ ଦିନେକେର ତରେଓ ଏହି ସଂସାରେର ଜନ୍ୟ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତିତ ହଇତେ ନା । ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନାଗାରେର ମାଲିକ, ସେ କି କଥନଓ ଏକଟି ପଯସା ନଷ୍ଟ ହଇଲେ ବିଲାପ ଓ ଚିତ୍କାର କରିଯା ମରେ? ସୁତରାଂ ତୋମରା ସଦି ଏହି ଧନଭାଣୀର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଜାନତେ ଥାକିତେ ଯେ, ଖୋଦା ତୋମାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଜେନେର ସମୟେ କାଜେ ଆସିବେନ, ତାହା ହଇଲେ ସଂସାରେର ଜନ୍ୟ ଏରୂପ ଆତ୍ମହାରା କେନ ହଇତେ? ଖୋଦା ଏକ ପ୍ରିୟ ସମ୍ପଦ ତୋମରା ତାହାର କଦର କର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦେ ତିନି ତୋମାଦେର ସହାୟକ । ତିନି ବ୍ୟତିରେକେ ତୋମରା କିଛୁଇ ନହ ଏବଂ ତୋମାଦେର ପାର୍ଥିବ ଉପକରଣ ଓ ତଦବୀର କିଛୁଇ ନହେ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିର ଅନୁକରଣ କରିଓ ନା, ଯାହାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପାର୍ଥିବ ଉପକରଣେର ଉପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହଇୟା ଗିଯାଛେ ଏବଂ ସର୍ପ ଯେବେଳପ ମୃତ୍ତିକା ଭକ୍ଷଣ କରେ, ତ୍ରୁପ୍ତ ତାହାରାଓ ହେଁ ପାର୍ଥିବ ଉପକରଣେର ମୃତ୍ତିକା ଭକ୍ଷଣ କରିତେଛେ । ଶକୁନ ଓ କୁକୁର ଯେବେଳପ ମୃତଦେହ ଭକ୍ଷଣ କରେ, ତାହାରାଓ ତ୍ରୁପ୍ତ ମୃତଦେହ ଭକ୍ଷଣ କରିତେଛେ । ତାହାରା, ଖୋଦା ହଇତେ ବହୁ ଦୂରେ ସରିଯା ପଡ଼ିଯାଛେ, ମାନୁଷଙ୍କେ ପୂଜା କରିତେଛେ, ଶୁକର ଭକ୍ଷଣ କରିତେଛେ, ପାନିର ମତ ମଦ୍ୟପାନ କରିତେଛେ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣେ ପାର୍ଥିବ ସମ୍ପଦେ ସମ୍ମୋହିତ ହେୟାଯ ଓ ଖୋଦାର ନିକଟ ହଇତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ନା କରାଯ ତାହାଦେର (ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ) ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯାଛେ । ଆସମାନୀ ରୂହ (ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା) ତାହାଦେର ହଦୟ ହଇତେ ଏମନଭାବେ ବିଦାୟ ନିଯାଛେ, ଯେମନ କରୁତର ତାର ପୁରାତନ ନୀଡ଼ ଛାଡ଼ିଯା ଉଡ଼ିଯା ଯାଯ । ତାହାଦେର ଅନ୍ତରେ ସଂସାରପୂଜାର କୁଠ ବ୍ୟାଧି ରହିଯାଛେ ଯାହା ତାହାଦେର ଅଭ୍ୟାସରୀଣ ଅଙ୍ଗ-ପ୍ରତଙ୍ଗକେ ଖଣ୍ଡ-ବିଖଣ୍ଡ କରିଯା ଦିଯାଛେ । ଅତ୍ୟବେ, ତୋମରା ଏହି କୁଠ ବ୍ୟାଧିକେ ଭୟ କର ।

ସୀମାର ମଧ୍ୟେ ଥାକିଯା ଉପକରଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିତେ ଆମି ତୋମାଦିଗକେ ନିଷେଧ କରି ନା ବରଂ ଉହା ହଇତେ ନିଷେଧ କରି ଯେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିର ନ୍ୟାୟ ତୋମରା ଶୁଦ୍ଧ ଉପକରଣେର ଦାସେ ପରିଣତ ହେଉ ଏବଂ ସେଇ ଖୋଦାକେ ଭୁଲିଯା ଯାଓ ଯିନି ସେଇ ଉପକରଣସମ୍ବୂର୍ଧର ବ୍ୟବହାର କରିଯା ଥାକେନ । ତୋମାଦେର ସଦି ଚକ୍ର ଥାକେ ତାହା ହଇଲେ ଦେଖିତେ ପାଇବେ ଯେ, ଖୋଦା-ଇ ଖୋଦା ମାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ବାକୀ ସବକିଛୁଇ

তুচ্ছ। তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমরা হস্তকে প্রসারিত করিতে পার না, গুটাইতেও পার না। কোন (আধ্যাত্মিক) মৃত ব্যক্তি ইহা শুনিয়া হয়ত বিদ্রূপ করিবে। কিন্তু হায়! এইরূপ হাসি-বিদ্রূপ করা অপেক্ষা তাহার মরণই তাহার জন্য অধিক শ্রেয় ছিল। সাবধান! তোমরা অন্যান্য জাতিকে দেখিয়া তাহাদের সহিত এই কারণে পাল্লা দিও না যে, তাহারা পার্থিব পরিকল্পনাদিতে অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে— আজ আমরাও তাহাদের অনুসরণ করি। শুন এবং স্মরণ রাখ যে, যাহারা তোমাদিগকে পার্থিব সম্পদের দিকে প্রলুক্ষ করিতেছে তাহারা খোদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং উদাসীন। তাহাদের খোদা কি জিনিস? তাহাদের খোদা এক দুর্বল মানুষ ছাড়া আর কিছুই নহে। এই জন্য তাহারা উদাসীনতায় উপেক্ষিত। আমি তোমাদিগকে পার্থিব উপার্জন ও কলাকৌশল শিখিতে নিষেধ করি না। কিন্তু তোমরা ঐ সকল লোকের অনুগামী হইও না যাহারা এই সংসারকেই সবকিছু মনে করিয়া লইয়াছে, এ সাংসারিক বা প্রারম্ভিক সকল কার্যেই তোমাদের খোদা হইতে ত্রুটাগত শক্তি ও সামর্থ্য প্রার্থনা করিতে থাকা উচিত কিন্তু তাহা কেবল শুন্ধ ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চারণ করিয়া নহে, বরং প্রার্থনাকালে সত্য সত্যিই যেন এই বিশ্বাস থাকে যে, প্রত্যেক বরকত (আশিস) আকাশ হইতেই অবর্তীর্ণ হয়।

তোমরা সত্যবাদী তখনই গণ্য হইবে, যখন প্রত্যেক কাজে এবং বিপদের সময়ে কোন তদ্বীর করিবার পূর্বে আপন গৃহস্থার রূদ্ধ করিয়া খোদার আস্তানায় প্রণত হইয়া বলিবে, ‘হে প্রভু! আমি বিপদে পড়িয়াছি, তুমি আপন অনুগ্রহে আমাকে বিপদ মুক্ত কর’ তখন রঙ্গল কুরুস (পবিত্র আত্মা) তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং গায়েব (অদৃশ্য) হইতে কোন পথ তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করা হইবে। আপন আত্মার প্রতি সদয় হও এবং যাহারা খোদার সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিয়া পার্থিব উপকরণে আপাদমস্তক নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, এমনকি খোদার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিতে মুখে ‘ইনশাআল্লাহ’ বাক্যটুকুও উচ্চারণ করে না, তোমরা তাহাদের অনুগামী হইও না। খোদা তোমাদিগকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি প্রদান করণ যেন তোমরা উপলক্ষ্মি করিতে পার যে, খোদা-ই তোমাদের সকল তদ্বিরের কড়িকাঠ স্বরূপ। যদি কড়িকাঠ নিচে পড়িয়া যায় তবে বরগাণ্ডলি কি ছাদে অবস্থান করিতে পারে? কখনও নয়, বরং উহা তৎক্ষণাত পড়িয়া যাইবে এবং তাহাতে অনেক প্রাণহানিরও আশঙ্কা থাকে। অনুরূপভাবে তোমাদের তদ্বিরও খোদার

সাহায্য ছাড়া কায়েম থাকিতে পারে না। যদি তোমরা তাহার সাহায্য কামনা না কর এবং তাহার নিকট হইতে শক্তি ভিক্ষা করাকে নিজের মূলনীতি বলিয়া নির্ধারণ না কর, তাহা হইলে তোমরা কোন সফলতাই লাভ করিতে পারিবে না এবং পরিশেষে বড়ই আক্ষেপের সহিত প্রাণ ত্যাগ করিবে।

কখনও ইহা মনে করিও না যে, তাহা হইলে অন্যান্য জাতি কিরূপে কৃতকার্য হইতেছে। যদিও তাহারা তোমাদের কামেল ও সর্বশক্তিমান খোদা সমন্বে কিছুই অবগত নহে? ইহার উভয় এই যে, তাহারা খোদাকে পরিত্যাগ করায় এক পরীক্ষায় নিপত্তি হইয়াছে। খোদা তাঁলার পরীক্ষা কখনও এরপও হইয়া থাকে যে, যে ব্যক্তি তাঁকে পরিত্যাগ করিয়া পার্থিব আমোদ ও সুখ-সম্মোহনে মন্ত হয় এবং পার্থিব সম্পদের প্রতি আসক্ত হয়, তখন তাহার জন্য পৃথিবীর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ধর্মের দিক দিয়া সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও উলঙ্ঘ হইয়া যায়। অবশেষে পার্থিব দুঃচিন্তাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে এবং সে চিরস্থায়ী জাহানামে নিষ্পিণ্ঠ হয়। আবার কখনও সংসারের বিফলতা দ্বারাও পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু শেষোক্ত পরীক্ষা প্রথমোক্ত পরীক্ষার ন্যায় ভয়ঙ্কর নহে, কেননা প্রথমোক্ত পরীক্ষায় নিপত্তি ব্যক্তি অধিকতর অহংকারী হইয়া থাকে। যাহা হউক, এই উভয় শ্রেণীর লোকই অভিশপ্ত। প্রকৃত সুখের উৎস- ‘খোদা’। অতএব যেহেতু এই সকল ব্যক্তি সেই ‘হাইয়ুন’ (চিরজীব) ও কাইয়ুম (চিরস্থায়ী) খোদা সমন্বে অজ্ঞ, বরং উদাসীন এবং তাঁহা হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে, সেক্ষেত্রে তাহারা কি করিয়া প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারিবে? ধন্য সেই ব্যক্তি যে এই রহস্য উপলক্ষ্মি করিতে পারিয়াছে এবং যে ইহা উপলক্ষ্মি করিতে পারে নাই সে ধৰ্মস হইয়াছে। দার্শনিকদের অনুসরণ করিও না এবং তাহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিও না, কারণ এই সব দর্শন অজ্ঞতাপূর্ণ। খোদার কালামে যাহা তোমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহাই প্রকৃত দর্শন। যাহারা পার্থিব দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে তাহারা ধৰ্মসপ্তাঙ্গ হইয়াছে এবং যাহারা খোদার কেতাবে প্রকৃত জ্ঞান ও দর্শন অনুসন্ধান করিয়াছে তাহারাই সফলকাম হইয়াছে। অজ্ঞতার পথ কেন অবলম্বন কর? তোমরা কি খোদাকে এমন কথা শিখাইতে চাহ যাহা তিনি জানেন না? তোমরা কি পথের সন্ধান লাভের জন্য অন্ধকারের পিছনে দৌড়াইবে? হে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ! যে নিজেই অন্ধ সে কেমন করিয়া তোমাদিগকে পথ দেখাইবে? বরং প্রকৃত দর্শন (জ্ঞান) রূহল কুদুসের সাহায্যে লাভ হয়,

যাহার সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রতিশ্রূতি দেওয়া হইয়াছে। এই রূহের সাহায্যে তোমাদিগকে সেই পবিত্র জ্ঞানের মার্গে উন্নীত করা হইবে, যেখানে অন্যেরা পৌছিতে পারিবে না। যদি সততা ও নিষ্ঠার সহিত প্রার্থনা কর তাহা হইলে শেষে তোমরা ইহা লাভ করিবে। তখন তোমরা উপলক্ষ্মি করিবে যে, এই জ্ঞানই হৃদয়কে সজীবতা ও জীবন দান করে এবং ‘একীনের মিনারায়’ (দৃঢ় বিশ্বাসের চূড়ায়) পৌছাইয়া দেয়। যে মৃতদেহ ভক্ষণ করে, সে তোমার জন্য কোথা হইতে পবিত্র খাবার সংঘর্ষ করিবে? যে নিজে অঙ্ক, সে কেমন করিয়া তোমাকে পথ দেখাইবে? প্রত্যেক পবিত্র জ্ঞান আকাশ হইতে আসে। সুতরাং এই দুনিয়ার লোকদের নিকট কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছ? যাহাদের রূহ আকাশের দিকে ধাবিত হয়, তাহারাই দিব্য জ্ঞানের অধিকারী। যে নিজেই সান্ত্বনা লাভ করে নাই, সে কেমন করিয়া তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারিবে? কিন্তু এসবের জন্য সর্বপ্রথম পবিত্রতা, নিষ্ঠা ও সরলতার প্রয়োজন। তবেই ইহার পর এই সব কিছুই তোমরা লাভ করিবে।

কখনও ইহা ভাবিও না যে, খোদার ওহী আর নাযেল হইবে না। ইহা অতীতের বিষয়ঃ\* এবং রহস্য কুনুসও অতীতেই অবতীর্ণ হইয়াছিল, ভবিষ্যতে আর অবতীর্ণ হইতে পারে না। আমি তোমাদিগকে সত্য সত্যই বলিতেছি যে, প্রত্যেক দ্বারাই বন্ধ হইতে পারে কিন্তু রহস্য কুনুস-এর অবতীর্ণ হইবার দ্বার কখনও বন্ধ হইতে পারে না। তোমরা আপন হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাও যেন, তিনি তথায় প্রবেশ করিতে পারেন। প্রবেশের দ্বার রূপ করিয়া দিয়া তোমরা নিজেরাই নিজেদের আত্মাকে ঐ সূর্য হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতেছ। হে অজ্ঞ! উঠ এবং হৃদয়ের জানলা খুলিয়া দাও; তাহা হইলে জ্যোতি নিজ হইতেই তোমাদের অস্তরে প্রবেশ করিবে। খোদা তাঁলা যখন পার্থিব ‘ফয়েমের’ (অনুগ্রহের) পথ এই যুগে তোমাদের জন্য বন্ধ করেন নাই বরং প্রশস্ত করিয়াছেন, তখন কি তোমরা ধারণা করিতে পার যে, তিনি তোমাদের জন্য ঐশ্বী আশিসের পথ, যাহা তোমাদের জন্য বর্তমানে অত্যন্ত জরুরী, তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন? কখনও নহে বরং অধিকতর প্রশস্তভাবে সেই দ্বার উন্মুক্ত

\* কুরআন শরীফে শরীয়ত (ধর্ম-বিধান) শেষ হইয়াছে কিন্তু ওহী (ঐশ্বী বাণী) শেষ হয় নাই কারণ উহা সত্য ধর্মের জীবন। যে ধর্মে ওহী জারি (ধারাবাহিক) নাই সে ধর্ম মৃত এবং খোদার সাথে সম্পর্কশূন্য।

করা হইয়াছে। ‘সুরা আল ফাতেহায়’ প্রদত্ত আপন শিক্ষানুযায়ী খোদা তাঁলা যখন অতীতের সকল আশিসের দ্বার বর্তমানে তোমাদের জন্য উন্মুক্ত রাখিয়াছেন, তখন তোমরা কেন তাহা গ্রহণে অস্বীকার করিতেছ?

সেই উৎসের পিয়াসী হও, তাহা হইলে আপনা-আপনিই পানি তোমাদের নিকট আসিবে। সেই দুঃখের জন্য তোমরা শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে আরম্ভ কর যেন স্বতঃই স্তন হইতে দুঃখ নির্গত হইয়া আসে। দয়া লাভের যোগ্য হও যেন তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়, ব্যাকুল হও যেন সাঙ্গনা পাও, বার বার ক্রন্দন কর যেন এক (ঐশ্বী) হস্ত তোমাদিগকে ধারণ করিয়া লয়। কি দুর্গম সেই পথ যাহা খোদার পথ! কিন্তু তাহাদের জন্য ইহা সুগম করা হয় যাহারা মরিবার উদ্দেশ্যে এ অতল গহবারে পতিত হয়, যাহারা নিজেদের মনে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া লয় যে, আমরা আঁশি বরণ করিতে প্রস্তুত আছি এবং আমরা আমাদের প্রেমাস্পদের জন্য ইহাতে দুঃখ হইব। অতঃপর তাহারা নিজদিগকে ঐ আঁশিতে নিষ্কেপ করে- তখন সহসা তাহারা দেখিতে পায় যে, উহা বেহেশ্তে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই কথাই খোদা তাঁলা এখানে বলিতেছেন:

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رِبِّكَ حَمَماً مَقْضِيًّا

(সূরা মরিয়ম: ৭২ আয়াত)

অর্থাৎ, হে অসাধু ও সাধু ব্যক্তিগণ! তোমাদের মধ্যে ঐরূপ কেহই নাই যাহাকে জাহানামের আগুন অতিক্রম করিতে না হইবে।

কিন্তু খোদার জন্য যাহারা সেই আগুনে পতিত হয় তাহারা পরিত্রাণ পায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ‘নফসে আম্মারার’ জন্য (আত্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য) এই আগুনে পতিত হয়, সে ভস্মীভূত হইবে।

সুতরাং ধন্য সেই ব্যক্তি যে খোদার জন্য নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং সেই ব্যক্তি হতভাগ্য যে নিজের প্রবৃত্তির জন্য খোদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং তাহার সহিত মিলন সাধন করে না। যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া খোদার আদেশ লংঘন করে সে কখনও বেহেশ্তে প্রবেশ করিতে পারে না।

সুতরাং তোমরা সর্বদা সচেষ্ট থাক যেন কুরআন শরীফের এক বিন্দু-বিষর্গও তোমাদের বিরংদে সাক্ষ্য না দেয় এবং সেই জন্য যেন তোমরা ধৃত না হও। কেননা বিন্দু পরিমাণ অন্যায়ও দণ্ডনীয়। সময় সংকীর্ণ এবং জীবনের কর্তব্য অনঙ্গ, দ্রুত চল, কারণ সন্ধ্যা আগত প্রায়। যাহা কিছু উপস্থিত করিতে হইবে তাহা পুনঃ পুনঃ দেখিয়া লও যেন কোন কিছু থাকিয়া না যায় এবং ক্ষতির কারণ না হয়, অথবা সকল কিছু পঁচা বা অচল বলিয়া শাহী দরবারে পেশ করিবার উপযোগী না হয়।

আমি শুনিয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ নাকি হাদীসকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করে। যদি কেহ একপ করিয়া থাকে তবে সে মারাত্ক ভুল করিতেছে। আমি কখনও এইকপ করিতে বলি নাই, বরং আমার শিক্ষা এই যে, তোমাদের হেদায়াতের জন্য খোদা তাঁলা তিনটি জিনিস দিয়াছেন। সর্ব প্রথম কুরআন শরীফ\* যাহাতে খোদা তাঁলার তৌহীদ (একত্র), গৌরব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত মতভেদের মীমাংসা করা হইয়াছে যাহা ইহুদি ও নাসারাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যথা— দুসা ইবনে মরিয়মকে ত্রুশে বিন্দু করিয়া বধ করা হয় আর তিনি অভিশপ্ত এবং অন্যান্য নবীগণের ন্যায় তাঁহার ‘রাফা’ (আধ্যাত্মিক উন্নতি) হয় নাই— তাহাদের এই মতভেদ ও ভাস্তির মীমাংসা করা হইয়াছে।

অন্দপ কুরআন শরীফে তোমাদিগকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন বস্তুর উপাসনা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা কোন মানুষ বা পশুই হটক- চন্দ, সূর্য বা কোন নক্ষত্রই হটক। কোন উপায়-উপকরণ কিংবা তোমাদের নিজেদের

\* হেদায়াতের দ্বিতীয় উপায় ‘সুন্নত’ অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর ঐ পবিত্র জীবনাদর্শ যাহা তিনি আপন ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা দেখাইয়াছেন। যথা তিনি নামায পড়িয়া দেখাইয়াছেন যে, কিরণে নামায পড়িতে হয়। রোয়া রাখিয়া দেখাইয়াছেন যে, কিভাবে রোয়া রাখিতে হয়, ইহারই নাম সুন্নত, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর কর্মপদ্ধতি যদ্বারা তিনি আল্লাহর আদেশকে কার্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন, উহারই নাম সুন্নত। হেদায়াতের তৃতীয় উপায় ‘হাদীস’ অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর বাণী, যাহা তাঁহার তিরোধানের পর সংকলন করা হইয়াছে। হাদীসের মর্যাদা কুরআন শরীফ এবং সুন্নত হইতে অপেক্ষাকৃত কম, কারণ অধিকাংশ হাদীস আনুমানিক, কিন্তু হাদীস যখন সুন্নত দ্বারা সমর্থিত হয়, তখন উহা সদেহ-বিহীন হইয়া যায়।

ব্যক্তিত্বই হটক, সুতরাং তোমরা সাবধান হও এবং খোদা তা'লার শিক্ষা ও কুরআনের হেদায়াতের বিরংবে এক পা-ও অগ্রসর হইও না। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের শত শত আদেশের মধ্যে একটি ছেটে আদেশকেও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রঞ্জ করে। প্রকৃত মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সব গ্রন্থই ইহার প্রতিচ্ছবি ছিল।

সুতরাং তোমরা কুরআন শরীফকে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর এবং ইহার সহিত অতি গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর; এরূপ ভালোবাসা যাহা অন্য কাহারও সাথে তোমরা কর নাই। কেননা, যেমন খোদা তা'লা আমাকে সম্মোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, *الْجَيْرُ كُلُّهُ فِي الْقُرْآنِ* অর্থাৎ “সর্বপ্রকার মঙ্গল কুরআন শরীফে নিহিত আছে”, এ কথাই সত্য। আফসোস সেই গোকদের জন্য, যাহারা কুরআন শরীফের উপর অন্য কোন বস্তুকে প্রাধান্য দেয়! কুরআন শরীফ তোমাদের সকল সফলতা ও মুক্তির উৎস। তোমাদের ধর্ম-সম্বন্ধীয় এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নাই, যাহা কুরআন শরীফে পাওয়া যায় না। ‘কেয়ামতের’ দিবসে কুরআন শরীফই তোমাদের ‘ঈমানের’ সত্যাসত্যের মানদণ্ড হইবে। কুরআন শরীফ ব্যতীত আকাশের নীচে অন্য কোন গ্রন্থ নাই যাহা কুরআন শরীফের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া তোমাদিগকে ‘হেদায়াত’ দান করিতে পারে। খোদা তা'লা তোমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, কুরআন শরীফের ন্যায় ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগকে দান করিয়াছেন। তোমাদিগকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগকে দান করা হইয়াছে তাহা যদি খ্রিস্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা ধৰ্মসংগ্রাম হইত না। এই যে হেদায়াত ও নেয়ামত তোমাদিকে দান করা হইয়াছে, তাহা যদি ইহুদিদিগকে তওরাতের বদলে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহাদের কোন কোন ফেরকা কেয়ামতের অস্তীকারকারী হইত না। সুতরাং তোমরা এই নেয়ামতের মর্যাদা উপলব্ধি কর। ইহা অতি প্রিয় নেয়ামত। ইহা এক মহা সম্পদ। যদি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ না হইত তাহা হইলে দুনিয়া এক অপবিত্র মাংসপিণ্ডের ন্যায় রহিয়া যাইত। কুরআন শরীফ এমন একখনা গ্রন্থ, যাহার তুলনায় অন্য সকল হেদায়াতই তুচ্ছ। ইঞ্জিল আনয়নকারী রান্ধন কুদুস এক দুর্বল ও শক্তিহীন করুতরের আকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছিল,

যাহাকে এক বিড়ালেও ধরিতে পারে। এই কারণেই খ্রিস্টানগণ দিন দিন আধ্যাত্মিক দুর্বলতার গহ্বরে নিপত্তি হইতেছে এবং আধ্যাত্মিকতা তাহাদের মধ্যে অবশিষ্ট নাই। কারণ তাহাদের ঈমান করুতরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু কুরআন আনয়নকারী রাত্তির কুদুস ইইরপ এক মহান আকৃতিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যাহা যমীন হইতে আসমান পর্যন্ত সমগ্র ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল, অতএব কোথায় সেই করুতর আর কোথায় এই মহান জ্যোতির্বিকাশ, কুরআন শরীফেও যাহার উল্লেখ আছে!

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পরিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। কুরআন শরীফ ব্যতীত অন্য কোন্ শাস্ত্র সর্ব প্রথমেই পাঠককে এই প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছে এবং এই আশ্বাস দিয়াছে যে-

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

(সূরা ফাতেহা, ৬-৭ আয়াত)

অর্থাৎ ‘আমাদিগকে সেই পুরক্ষার লাভের পথ প্রদর্শন কর যাহা পূর্ববর্তীগণকে প্রদর্শন করা হইয়াছে। যাঁহারা নবী-রসূল, সিদ্ধীক, শহীদ ও সালেহ ছিলেন’। সুতরাং নিজেদের সাহস বৃদ্ধি কর এবং কুরআন শরীফের আহ্বানকে অগ্রহ্য করিও না, কারণ ইহা তোমাদিগকে ঐ সকল আশিস প্রদান করিতে চায় যাহা তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে প্রদান করা হইয়াছিল। এই কুরআন শরীফ কি তোমাদিগকে বনী ইস্রাইলদের দেশ এবং তাহাদের বায়তুল মোকাদ্দাস দান করেন নাই যাহা আজও তোমাদের অধিকারে আছে?

অতএব হে দুর্বল-বিশ্বাস ও হীন-সাহস ব্যক্তিগণ! তোমরা কি মনে কর, তোমাদের খোদা পার্থিব বিষয়ে তোমাদিগকে বনী ইস্রাইলদের সমস্ত গ্রন্থেরে অধিকারী করিয়াছেন কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাহাদের অধিকারী করিতে পারেন নাই? বরং খোদা তাঁলা তোমাদিগকে তাহাদের চাইতে অধিক অনুগ্রহ প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি তোমাদিগকে তাহাদের ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় সম্পদের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন; কিন্তু কেয়ামত পর্যন্ত

ଅପର କେହ ତୋମାଦେର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିଁବେ ନା । ଖୋଦା ତା’ଲା ତୋମାଦିଗକେ ଓହୀ-ଇଲହାମ, (ଐଶ୍ଵି-ବାଣୀ) ମୋକାଳେମା ଓ ମୋଖାତେବା (ଖୋଦାର ସହିତ ବାକ୍ୟାଲାପ) -ଏର ନେଯାମତ ହିଁତେ ବଞ୍ଚିତ ରାଖିବେନ ନା । ତିନି ପୂର୍ବବତୀ ଉମାତକେ ଯେ ସକଳ ନେଯାମତ ଦାନ କରିଯାଇଲେଣ ତାହା ସବେଇ ତିନି ତୋମାଦିଗକେ ଦାନ କରିବେନ । କିନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୃଷ୍ଟାପୂର୍ବକ ଖୋଦା ତା’ଲାର ଉପର ମିଥ୍ୟ ଆରୋପ କରିଯା ବଲିବେ ଯେ, ତିନି ତାହାର ପ୍ରତି ଓହୀ ନାୟେଲ କରିଯାଛେ, ଅଥଚ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତାହାର ପ୍ରତି କୋନ ଓହୀ ନାୟେଲ ହୟ ନାଇ, ଅଥବା ବଲିବେ ଯେ, ଖୋଦା ତା’ଲାର ସାଥେ ସେ ବାକ୍ୟାଲାପେର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଯାଛେ ଅଥଚ ସେ ତାହା ଲାଭ କରେ ନାଇ, ଆମି ତନ୍ଦୁପ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧେ ଖୋଦା ତା’ଲା ଓ ତାହାର ଫେରେଶତାକେ ସାକ୍ଷୀ ରାଖିଯା ବଲିତେଛି- ସେ ଧ୍ୱଂସପାଞ୍ଚ ହିଁବେ । କାରଣ ସେ ଆପନ ଶ୍ରଷ୍ଟାର ପ୍ରତି ମିଥ୍ୟ ଆରୋପ କରିଯାଛେ, ତାହାର ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରିଯାଛେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃସାହସ ଓ ଓନ୍ଦ୍ର୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଯାଛେ । ସୁତରାଂ ତୋମରା ଏହି ପରିଣତିକେ ଭୟ କର । ଧିକ୍ ସେଇ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଯାହାରା ମିଥ୍ୟା ସ୍ଵପ୍ନ ରଚନା କରେ ଏବଂ ଖୋଦା ତା’ଲାର ସହିତ ବାକ୍ୟାଲାପେର ମିଥ୍ୟ ଦାବୀ କରେ । ଏଇନ୍ରପ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଣ ଖୋଦା ଆଛେନ ବଲିଯା ମନେ କରେ ନା । ଫଳେ ଖୋଦା ତା’ଲାର କଠୋର ଶାନ୍ତି ତାହାଦିଗକେ ପାକଡ଼ାଓ କରିବେ । ତାହାଦିଗେର ଦୁଃଖେର ଅବସାନ ହିଁବେ ନା ।

ସୁତରାଂ ତୋମରା ନିର୍ଦ୍ଦୀପ, ସତତା, ଧର୍ମଭୀତି ଓ ଐଶ୍ଵିପ୍ରେମେ ଉନ୍ନତି କର ଏବଂ ଇହାକେଇ ଜୀବନେର ବ୍ରତ ମନେ କର । ତାହା ହଇଲେ ଖୋଦା ତା’ଲା ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟ ହିଁତେ ଯାହାକେ ଇଚ୍ଛା କରେନ, ଆପନ ବାକ୍ୟାଲାପେର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଓ ଦାନ କରିବେନ । ଏଇନ୍ରପ ବାକ୍ୟାଲାପେର ଆକାଞ୍ଚାଓ ତୋମାଦେର ପୋସଣ କରା ଉଚିତ ନହେ, କେନନା ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଏଇନ୍ରପ କାମନାର ଦରଳନ ଶୟତାନୀ ପ୍ରରୋଚନା ଆରଙ୍ଗ ହଇଯା ଯାଇତେ ପାରେ ଯାହାର ଫଳେ ଅନେକେ ଧ୍ୱଂସ ହୟ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ-ସେବା ଓ ଉପାସନାୟ ରତ ଥାକ । ତୋମାଦେର ସକଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଇହାତେଇ ନିଯୋଜିତ କରା ଉଚିତ ଯାହାତେ ତୋମରା ଖୋଦା ତା’ଲାର ସମୁଦୟ ଆଦେଶ ସୁଫୁଲଭାବେ ପାଲନ କରିତେ ପାର ଏବଂ ନାଜାତ ଲାଭେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଈମାନେର ଉନ୍ନତିର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଇଲହାମ ଦେଖାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନହେ । କୁରାନ ଶରୀଫ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ବହୁଳ ପରିମାଣେ ପରିବତ୍ର ଶିକ୍ଷାମାଳା ଲିପିବନ୍ଦ କରିଯାଛେ । ତନ୍ମୁଦ୍ୟେ ଏକଟି ଶିକ୍ଷା ଏହି ଯେ, ତୋମରା ଶିରକ ହିଁତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ବାଁଚିଆ ଥାକିବେ କେନନା, ମୁଶରେକ (ଅଂଶୀବାଦୀ) ନାଜାତେର ଉତ୍ସ ହିଁତେ ବଞ୍ଚିତ । ମିଥ୍ୟ ବଲିବେ ନା, କାରଣ ମିଥ୍ୟାଓ ଏକ ପ୍ରକାର ଶିରକ ।

ইঞ্জিলের ন্যায় কুরআন শরীফ তোমাদিগকে একথা বলে না যে, ‘না-মাহরম’ (যাহাদের সহিত বিবাহ বৈধ) স্ত্রীলোকের প্রতি শুধু কামলোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইও না, অন্যথায় তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা বৈধ। বরং এই কথা বলে যে, ‘কখনও তাকাইবে না’ তাহা কু-দৃষ্টিতেই হটক বা সু-দৃষ্টিতেই হটক; কারণ ইহাতে তোমাদের পদচ্ছলনের আশঙ্কা আছে। অতএব, ‘না-মাহরম’ স্ত্রীলোকদের সম্মুখীন হইবার কালে তোমাদের দৃষ্টি যেন অর্ধ নিমিলীত থাকে এবং তাহাদের আকৃতি সম্বন্ধে তোমাদের কোন ধারণাই যেন না জন্মে যেরূপ চক্ষু উঠা রোগের প্রারম্ভে মানুষ ঝাপসা দেখিয়া থাকে।

ইঞ্জিলের ন্যায় কুরআন শরীফ তোমাদিগকে ইহা বলে না যে, এত অধিক সুরা পান করিও না যাহাতে মাতাল হইয়া যাও, বরং এই শিক্ষা দেয় যে, কখনও পান করিও না। কারণ তাহা হইলে খোদালাভের পথ তুমি পাইবে না, খোদা তোমার সহিত বাক্যলাপ করিবেন না এবং অপবিত্রতা হইতে তোমাকে পবিত্র করিবেন না। কোরআন শরীফ ইহাও বলে যে, ইহা শয়তানের আবিষ্ফার, তোমরা ইহা হইতে বাঁচিয়া থাক।

ইঞ্জিলের ন্যায় কুরআন শরীফ তোমাদিগকে শুধু একথা বলে না যে, আপন ভাইয়ের প্রতি অনর্থক রাগান্বিত হইও না; বরং এ শিক্ষা দেয় যে, কেবল নিজের ক্রোধকে দমন করিবাই ক্ষাত্ত হইও না, পরম্পরাগ নোاصْوَابِ الْمُحْمَدِ (অর্থাৎ ‘একে অপরকে দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়’—সুরা বালাদ: আয়াত ১৮)

আয়াতের আদেশ অনুযায়ী কার্য করিয়া অপরকে তদ্রূপ করিবার উপদেশ দাও এবং কেবল নিজেই দয়া প্রদর্শন করিও না। বরং আপন ভাইগণকেও দয়ালু হইতে উপদেশ দাও।

কুরআন শরীফ ইঞ্জিলের ন্যায় তোমাদিগকে একথা বলে না যে, ব্যভিচার ব্যতীত তাহার সকল অপবিত্র নীরবে সহ্য কর এবং তাহাকে তালাক দিও না; বরং ইহা এই শিক্ষা দেয় যে, أَطْبَبَتْ لِلَّاطَّبِيْنَ অর্থাৎ-পবিত্র পুরুষের জন্য পবিত্র বস্ত। (সুরা আন নূর: ২৭ আয়াত)

কুরআন শরীফের শিক্ষা এই যে, অপবিত্র অপবিত্রের সাথে থাকিতে পারে না। সতরাং তোমার স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী না হয় কিন্তু কামলোলুপ দৃষ্টিতে অন্য পুরুষের দিকে তাকায় ও তাহাকে আলিঙ্গন করে, সে কার্যত ব্যভিচারিণী না হইলেও ব্যভিচারের সকল পূর্বাভাস তাহার মধ্যে প্রকাশিত হয়, পর পুরুষের

সম্মুখে আপন সৌন্দর্য প্রদর্শন করে, মুশরেকা (পৌত্রলিকা) এবং মুফসেদা (কলহপ্তির) হয়, এবং যে, পবিত্র খোদাকে তুমি বিশ্বাস কর তাঁহা হইতে যে বিমুখ হয়, অতঃপর যদি সে এই সকল পাপ কাজ হইতে বিরত না হয় তাহা হইলে তুমি তাহাকে তালাক দিতে পার। কারণ সে কার্যত তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং সে এখন আর তোমার শরীরের অঙ্গ-স্বরূপ নহে, সুতরাং এখন তাহার সহিত নির্লজ্জের ন্যায় জীবন যাপন করা তোমার জন্য মঙ্গল নয়। কেননা, সে এখন আর তোমার দেহের অংশ নয়, সে এক অপবিত্র ও বিষাক্ত অঙ্গ যাহা ছিন্ন হওয়ার যোগ্য, নতুবা ইহা অবশিষ্ট দেহকেও অপবিত্র ও বিষাক্ত করিয়া দিবে এবং পরিশেষে তুমি ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

ইঞ্জিলের ন্যায় কুরআন শরীফ তোমাদিগকে একথা বলে না যে, কখনও শপথ করিও না, বরং অনর্থক শপথ নিতে তোমাদিগকে নিষেধ করে। কারণ কোন কোন অবস্থায় শপথ মীমাংসায় পৌছিতে সাহায্য করে। প্রমাণের কোন সূত্রকে খোদা তাঁলা নষ্ট করিতে চাহেন না, কেননা ইহাতে তাঁহার হিকমত বিনষ্ট হয়। ইহা স্বাভাবিক যে, যদি কেহ বিচার্য বিষয়ে সত্য গোপন করে তাহা হইলে মীমাংসার জন্য খোদা তাঁলার সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। শপথ নেওয়ার মানে হইল খোদা তাঁলাকে সাক্ষী হিসাবে গণ্য করা।

ইঞ্জিলের ন্যায় কুরআন শরীফ তোমাদিগকে একথা বলে না যে, কোন অবস্থাতেই যালেমের প্রতিরোধ করিবে না। বরং ইহা এই শিক্ষা দেয়:

جَرِّوْ إِسْبِيْلَةَ سَبِيْلَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

(সূরা শুরা: আয়াত ৪১)

অর্থাৎ অন্যায়ের প্রতিদানকৃত অন্যায়ের ঠিক সমপরিমাণ, কিন্তু যে ব্যক্তি অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেয়, ফলে কোনরূপ অমঙ্গল সৃষ্টি না হয় বরং অপরাধীর সংশোধনের কারণ হয়, তাহার প্রতি খোদা তাঁলা সন্তুষ্ট এবং তাহাকে তিনি ইহার জন্য পুরস্কৃত করিবেন।

সুতরাং, কুরআন শরীফের শিক্ষা অনুযায়ী প্রত্যেক ক্ষেত্রে না প্রতিশোধ সুসংগত, না ক্ষমা প্রশংসনীয়; বরং স্থান-কাল-পাত্রভেদে ইহা প্রদর্শন করিতে হইবে— যথেচ্ছভাবে নহে। ইহাই কুরআন শরীফের শিক্ষা।

কুরআন শরীফ ইঞ্জিলের মত এই কথা বলে না যে, ‘আপন শক্তিকে ভালবাস,’

বরং এই শিক্ষা দেয় যে, ব্যক্তিগত কারণে যেন কাহারও সহিত শক্রতা না থাকে এবং সাধারণভাবে সকলের প্রতিই তুমি সহানুভূতিশীল হও। কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার খোদার শক্র, তোমার রস্যুলের শক্র এবং আল্লাহ'র কেতাবের শক্র, সে-ই যেন তোমার শক্র হয়। কিন্তু তাহারাও যেন তোমার দাওয়াত (সত্যের প্রতি আহ্বান) ও দোয়া হইতে বঞ্চিত না হয়। তাহাদের কর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিও কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বিরুপভাবে পোষণ করিও না এবং চেষ্টারত থাক যেন তাহাদের সংশোধন হয়। কুরআন শরীফে এই সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَإِلَيْهِ أَتَى إِيمَانٌ وَإِلَيْهِ أَتَى الْفَرْجُ

(সূরা নাহল: আয়াত ৯১)

অর্থাৎ “আল্লাহ তা’লা তোমাদের নিকট শুধু ইহাই চাহেন যে, তোমরা সমস্ত মানব জাতির প্রতি আদল বা ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার কর। তদুপরি যাহারা তোমাদের কোন উপকার করে নাই তাহাদের প্রতিও এহ্সান কর। অধিকন্তু তোমরা খোদা তা’লার সৃষ্টি জীবের প্রতি এইরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন কর যেরূপ সহানুভূতি আপন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়- যথা মাতা নিজ সন্তানের প্রতি করিয়া থাকেন”।

কেননা, এহসান বা পরোপকার সাধনে এক প্রকার আত্মপ্রচারের ভাবও নিহিত থাকে এবং উপকারকারী কখনও কখনও আপন কৃত উপকারের জন্য গর্বও করিয়া ফেলে। কিন্তু যে ব্যক্তি মাতার ন্যায় স্বাভাবিক প্রেরণায় পরোপকার করিয়া থাকেন, তিনি কখনও আত্মগরীমা করিতে পারেন না। সুতরাং সর্বোচ্চ স্তরের সৎকাজ তাহাই, যাহা মাতার ন্যায় স্বাভাবিক প্রেরণার বশবত্তী হইয়া করা হয়।

উপরোক্ত আয়াত যে কেবল সৃষ্টি জীবের বেলায়ই প্রযোজ্য তাহা নহে, বরং ইহা স্তুতির বেলায়ও প্রযোজ্য। খোদা তা’লার প্রতি ‘আদল’ (ন্যায়-পরায়ণতা) করার অর্থ হইল তাঁহার নেয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার আনুগত্য করা। খোদা তা’লার প্রতি ‘এহসান’ (উপকার) করার অর্থ- তাঁহার সন্তার উপর এইরূপ বিশ্বাস করা যেন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করা হইতেছে। খোদা তা’লার প্রতি ‘ইতায়েফিল কুরবা’-এর (আত্মসুলভ সহানুভূতির) অর্থ এই যে, তাঁহার উপাসনা যেন বেহেশ্তের লোভে বা দোষখের ভয়ে করা না হয় বরং

ବେହେଶ୍ତ-ଦୋସଖ ନାହିଁ ବଲିଆ ଧରିଆ ନିଲେଓ ଯେନ ତାହାର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟର ତାରତମ୍ୟ ନା ହ୍ୟ ।

ଇଞ୍ଜିଲେ ଲିଖିତ ଆଛେ ଯେ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୋମାକେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ, ତୁମି ତାହାର ଜନ୍ୟ ଆଶିସ କାମନା କର । କିନ୍ତୁ କୁରାନ ଶରୀଫ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯେ, ତୁମି ନିଜ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହଇୟା କିଛୁଟି କରିଓ ନା । ଏହିରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିର ସହିତ କିରପ ବ୍ୟବହାର କରିତେ ହଇବେ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧେ ତୁମି ତୋମାର ଆତ୍ମାର ନିକଟ, ଯାହା ଖୋଦା ତା'ଳାର ଜ୍ୟୋତି ବିକାଶେର ସ୍ଥଳ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାର୍ଥନା କର । ଖୋଦା ତା'ଳା ଯଦି ତୋମାର ମନେ ଏହି ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଯେ, ଏହି ଅଭିଶାପଦାତା କରନ୍ତାର ପାତ୍ର ଏବଂ ଆକାଶେ ତାହାର ଉପର ଅଭିସମ୍ପାତ ବର୍ଷିତ ହ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହା ହଇଲେ ତୁମିଓ ତାହାକେ ଅଭିଶାପ ଦିଯା ଖୋଦା ତା'ଳାର ବିରଙ୍ଗାଚରଣ କରିଓ ନା । କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୋମାର ବିବେକ ତାହାକେ କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ମନେ ନା କରେ ଏବଂ ତୋମାର ମନେ ଏହି କଥାର ଉଦୟ ହ୍ୟ ଯେ, ଆକାଶେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଶଷ୍ଟ ହଇୟାଛେ, ତାହା ହଇଲେ ତୁମି ତାହାର ଜନ୍ୟ ଆଶିସ କାମନା କରିଓ ନା । ଯେମନ, ଶ୍ୟାତାନେର ଜନ୍ୟ କୋନ ନବୀଇ ଆଶିସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେନ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାକେ ଅଭିଶାପ ହଇତେ ମୁକ୍ତ କରେନ ନାହିଁ । ପକ୍ଷାନ୍ତରେ କାହାକେଓ ଅଭିଶାପ ଦିତେ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି କରିଓ ନା । କେନାନା, ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରେ ଧାରଣା ଆନ୍ତିମୂଳକ ହଇୟା ଥାକେ ଏବଂ ଅଭିସମ୍ପାତ ନିଜେର ଉପରଇ ପତିତ ହ୍ୟ । ସତର୍କତାର ସହିତ ପଦବିକ୍ଷେପ କର, ଖୁବ ବିବେଚନା କରିଆ କାଜ କର ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହର ନିକଟ ସାହାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କାରଣ ତୋମରା ଅଜ୍ଞ । ଏମନ ଯେନ ନା ହ୍ୟ ଯେ, ତୋମରା ନ୍ୟାୟବାନକେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀକେ ମିଥ୍ୟବାଦୀ ମନେ କରିଆ ଖୋଦା ତା'ଳାର ଅପ୍ରୀତିଭାଜନ ହ୍ୟ ଏବଂ ଫଳେ ତୋମାଦେର ସମ୍ମତ ସଂକାଜ ପଣ୍ଡ ହଇୟା ଯାଯ ।

ଇଞ୍ଜିଲେ ଏହିଭାବେ ବଲା ହଇୟାଛେ ଯେ, ତୋମରା ମାନୁଷକେ ଦେଖାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ କାଜ କରିଓ ନା । କିନ୍ତୁ କୁରାନ ଶରୀଫ ବଲେ- ଏହିରୂପ କରିଓ ନା ଯାହାତେ ତୋମାଦେର ସକଳ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ମାନୁଷେର ନିକଟ ଗୋପନ ଥାକେ । ସିଖନ ବୁଝିବେ ଯେ, କୋନ ସଂକର୍ମ ଗୋପନେ କରା ତୋମାର ଆତ୍ମାର ଜନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକର, ତଥନ ତାହା ଗୋପନେଇ କରିବେ । ସିଖନ ଦେଖିବେ ଯେ, କୋନ ସଂକର୍ମ ପ୍ରକାଶ୍ୟ କରା ସାଧାରଣେର ଜନ୍ୟ ମନ୍ଦଲଜନକ, ତଥନ ତାହା ପ୍ରକାଶ୍ୟେଇ କରିବେ । ଫଳେ, ତୋମରା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହଇବେ ଏବଂ ଯେ ଦୂର୍ବଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ କୋନ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିତେ ସାହସ କରିତ ନା, ସେଓ ତୋମାଦେର ଅନୁକରଣେ ତୋମାଦେର ମତ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ । ମୋଟ କଥା, ଖୋଦା ତା'ଳା ତାହାର ‘କାଲାମେ’ ବଲିଆଛେ- **سେଇ ଉଲାନୀ**

অর্থাৎ গোপনেও খয়রাত (দান) কর এবং প্রকাশ্যেও কর। (সূরা বাকারাহ: ২৭৫  
আয়াত)

এই সমস্ত আদেশের তাংপর্য তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। ইহার  
প্রকৃত মর্ম এই যে, কেবল উপদেশ দিয়াই নয় বরং স্বীয় কার্যকলাপ দ্বারাও  
লোকদিগকে উৎসাহিত কর। কেননা, সকল ক্ষেত্রেই বাক্য ফলপ্রসূ হয় না,  
বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদর্শই কার্যকরী হয়।

ইঞ্জিলে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রার্থনা করিতে হইলে আপন কামরার  
ভিতরে যাইয়া কর। কিন্তু কুরআন শরীফ এই শিক্ষা দেয় যে, সকল সময়েই  
প্রার্থনাকে গোপনে করিও না, বরং কোন কোন সময় লোকের সম্মুখে আপন  
ভাইদের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যভাবে প্রার্থনা কর, যেন কোন প্রার্থনা গৃহীত হইলে  
সকলেরই ঈমানের উন্নতির কারণ হয় এবং অন্যান্য লোকও প্রার্থনার দিকে  
আকৃষ্ট হয়।

ইঞ্জিল এইভাবে দোয়া করিতে শিক্ষা দিয়াছে যে, হে আমাদের পিতা যে  
আকাশে আছ! তোমার নামের গৌরব বিঘোষিত হউক, তোমার রাজ্য  
প্রতিষ্ঠিত হউক, তোমার ইচ্ছা যেরূপ স্বর্গে পূর্ণ হইয়াছে, তদৃপ মর্তেও পূর্ণ  
হউক। অদ্য আমাদিগকে আমাদের দৈনন্দিন আহার প্রদান কর এবং আমরা  
যেরূপ আমাদের খণ্ডি ব্যক্তিদিগকে ক্ষমা করিয়া থাকি, তদৃপ তুমিও তোমার  
খণ্ড আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও। আমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলিও না বরং  
সকল অমঙ্গল হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। কেননা, তুমিই রাজত্ব, ক্ষমতা ও  
প্রতাপের সদা অধিকারী। কিন্তু কুরআন শরীফ এই শিক্ষা দেয় যে, কেবল  
স্বর্গেই নয় বরং মর্তেও খোদা তাঁলার পবিত্রতা বিঘোষিত হইতেছে। যথা:  
কুরআন শরীফ বলিতেছে:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسْتَحْيِي بِحَدِّهِ - يُسْتَحْيِي اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

(সূরা বনী ইসরাইল: ৪৫ আয়াত ও সূরা আল জুমুআ: ২ আয়াত)

অর্থাৎ ‘পৃথিবী ও আকাশের অগু-পরমাণু খোদা তাঁলার মহিমা কীর্তন  
করিতেছে। আকাশে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা সমুদয়ই তাঁহারই  
প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণায় মশগুল আছে; পর্বত তাঁহার গৌরব ঘোষণায়  
রত, নদী তাঁহার গৌরব ঘোষণায় রত, বৃক্ষ তাঁহার গৌরব ঘোষণার রত এবং  
বহু সাধু পুরুষ তাঁহার গৌরব ঘোষণায় মগ্ন। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে তাঁহার

গৌরব ঘোষণায় রত নহে এবং তাঁহার সম্মুখে সবিনয়ে অবনত হয় না, তাঁহাকে ‘কায়া ও কদর’ (নিয়তি) নানবিধি বাঁধন ও বিপদাপদ দ্বারা বিনয়ী ও নত করিতেছে। খোদা তাঁলার কিতাবে ফেরেশ্তা সম্বন্ধে যেমন বর্ণিত হইয়াছে যে, উহারা খোদা তাঁলার একান্ত অনুগত, ঠিক তদ্বপ জগতের সামান্য সামান্য অণু-পরমাণু সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক বস্তুই খোদা তাঁলার আজ্ঞানুবর্তিতা করিতেছে। তাঁহার আদেশ ছাড়া গাছের একটি পাতাও পড়িতে পারে না, কোন ঔষধ আরোগ্য দান করিতে পারে না এবং কোন খাদ্যও উপযোগী হইতে পারে না। ফলত প্রত্যেক বস্তুই একান্ত বিনয় ও আনুগত্য সহকারে খোদা তাঁলার দরগাহে প্রণত আছে এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্তিতায় রত আছে। পাহাড়, পর্বত ও সমতল ভূমির প্রতি অণু-পরমাণু, নদী ও সমুদ্রের প্রতিটি জলবিন্দু, বৃক্ষ ও উড়িদের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রতম অংশ এবং মানব ও জন্মের প্রতিটি পরমাণু খোদা তাঁলাকে চিনে, তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করে এবং তাঁহার গৌরব ও পবিত্রতা ঘোষণায় নিয়োজিত আছে। এই জন্যই আল্লাহু তাঁলা বলিয়াছেন-

يُسَبِّحُ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

(সূরা আল-জুমুআ: ২ আয়াত)

অর্থাৎ ‘আকাশের প্রত্যেক বস্তু যেমন খোদা তাঁলার গৌরব ও পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছে তদ্বপ এই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুও তাঁহার গৌরব ও পবিত্রতা কীর্তন করিতেছে।’

সুতরাং পৃথিবীতে কি খোদা তাঁলার এই জয়গান হইতেছে না? এইরপ কথা কোন কামেল-আ’রেফের (সিদ্ধ পুরাণের) মুখ হইতে নিঃস্তু হইতে পারে না। প্রকৃত কথা এই যে, পৃথিবীর কোন কোন বস্তু ধর্ম বিধান পালন করিয়া চলিতেছে, কোন কোনটি কায়া ও কদর (নিয়তির বিধান) মানিয়া চলিতেছে এবং কতক এই উভয় প্রকার বিধানের আনুগত্য করিতে সদা প্রস্তুত। মেঘ, বায়ু, আগুন ও মাটি এই সবকিছুই খোদা তাঁলার আনুগত্যে এবং তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণায় লিঙ্গ রহিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি খোদা তাঁলার ধর্মবিধানের অবাধ্যচারণকারী হয় তবে তাঁহার কায়া ও কদরের (নিয়তির) কোন না কোন ঐশ্বী-শাসনের জোয়াল প্রত্যেকের স্ফঙ্ক্ষে ন্যস্ত আছে। অবশ্য মানব হৃদয়ের সততা ও অসততা অনুসারে গাফিলতি ও যিকরে ইলাহী’ (ঐশ্বী-চর্চা) জগতে

পর্যায়ক্রমে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু খোদা তাঁলার ‘হিকমত ও মসলেহাত’ (প্রজ্ঞা ও প্রয়োজন) ব্যাতিরেকে এই জোয়ার ভাঁটা আপনা-আপনিই সংঘটিত হয় না। খোদা তাঁলা ইচ্ছা করিলেন যে, জগতে ইহা হউক, তাই তাহা সংঘটিত হইল। অতএব, ধর্মপরায়ণতা ও পথঅর্থের ধরা ও দিবা রাত্রির আবর্তনের ন্যায় খোদা তাঁলার নিয়ম ও নির্দেশ অনুসারেই চলমান রহিয়াছে, আপনা-আপনিতে নয়। এতদ্সত্ত্বেও প্রত্যেক বস্ত তাঁহার ডাকে সাড়া দেয় এবং তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করে। কিন্তু ইঞ্জিল বলে যে, পৃথিবী খোদা তাঁলার পবিত্রতা হইতে শূন্য। ইহার কারণ ইঞ্জিলে উল্লিখিত প্রার্থনার পরবর্তী বাক্যে ইঙ্গিতস্বরূপ যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা এই যে, পৃথিবীতে এখনও খোদা তাঁলার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; অন্য কোন কারণে নয়, রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণেই তাঁহার ইচ্ছা পৃথিবীতে তদৃপ কার্যকরী হয় নাই যেরূপ আকাশে কার্যকরী হইয়াছে। কিন্তু কুরআন শরীফের শিক্ষা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা স্পষ্ট ভাষায় বলে যে, কোন চোর, ঘাতক, ব্যভিচারী, কাফের, দুরাচারী, স্বেরাচারী ও দুর্বৃত্ত জগতে কোন অন্যায় কার্য সাধন করিতে পারে না যে পর্যন্ত আকাশ হইতে তাহাকে তদৃপ করিতে স্বাধীনতা দেওয়া না হয়। সুতরাং কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে খোদা তাঁলার রাজত্ব বিদ্যমান নাই? কোন বৈরী আধিপত্য কি পৃথিবীতে খোদা তাঁলার আদেশ প্রচলনে প্রতিবন্ধক হইতে পারে? ‘সুবহান আল্লাহ’\* কখনও নহে, বরং তিনি স্বয়ং আকাশে ফেরেশ্তাগণের জন্য ভিন্ন বিধি-বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে মানবের জন্য ভিন্ন। তিনি আপন শ্রী রাজত্বে ফেরেশ্তাগণকে কোনরূপ আধিপত্য দান করেন নাই বরং তিনি তাহাদিগকে আজ্ঞানুবর্তিতার প্রকৃতি দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা বিরুদ্ধাচরণ করিতেই পারে না এবং ভ্রম ও ক্রটি হইতে তাহারা মুক্ত। পক্ষান্তরে মানুষকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। যেহেতু এই অধিকার আকাশ হইতে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং দুষ্ট লোকের বিদ্যমানতায় একথা বলা চলে না যে, জগতে মানুষের উপর হইতে খোদা তাঁলার আধিপত্য লোপ পাইতেছে, বরং সর্বাবস্থায় খোদা তাঁলারই আধিপত্য বিদ্যমান ও কার্যকরী আছে। হ্যাঁ, বিধান কেবল দুই প্রকার। আকাশের

\* ‘সুবহান আল্লাহ’ অর্থাৎ আল্লাহ তা’লা পরম পবিত্র- অনুবাদক।

ଫେରେଶ୍ତାଗଣେର ଜନ୍ୟ କାଯା ଓ କଦରେର (ନିୟତିର) ଏକ ବିଧାନ ହଇଲ ଏହି ଯେ, ତାହାରା ଅନ୍ୟାଯ କରିତେଇ ପାରେ ନା । ଅପରାଟି ହଇଲ ପୃଥିବୀର ମାନବେର ଜନ୍ୟ ଆଳ୍ପାହ ତା'ଲାର କାଯା ଓ କଦରେର ବିଧାନ । ତାହା ହଇଲ ଏହି ଯେ, ଆକାଶ ହିତେ ତାହାଦିଗକେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରା ହିଁଯାଛେ; କିନ୍ତୁ ଯଥିନ ତାହାରା ଖୋଦାର ନିକଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଅର୍ଥାଂ ଏଷ୍ଟେଗଫାର କରେ ତଥିନ ରୁଚ୍ଛଳ କଦୁସେର (ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର) ସାହାଯ୍ୟେ ତାହାଦେର ଦୁର୍ବଲତା ଦୂର ହିତେ ପାରେ ଏବଂ ତାହାରା ପାପେ ଲିଙ୍ଗ ହେଉୟା ହିତେ ରକ୍ଷା ପାଇତେ ପାରେ ଯେଇପଭାବେ ଖୋଦାର ନବୀ ରୁସ୍ଲଗଣ ରକ୍ଷା ପାଇୟା ଥାକେନ । ତାହାରା ଯଦି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟେର ହୟ ଯେ, ତାହାରା ଲିଙ୍ଗ ହେଉୟା ଗିଯାଛେ ତାହା ହିଲେ ଏଷ୍ଟେଗଫାର ତାହାଦେର ଏହି ଉପକାର ସାଧନ କରିବେ ଯେ, ପାପେର କୁଫଳ ଅର୍ଥାଂ ଆୟାବ ହିତେ ତାହାରା ରକ୍ଷା ପାଇବେ । କେନନା ଆଲୋର ଆବିର୍ଭାବେ ଅନ୍ଧକାର ତିର୍ଥିତେ ପାରେ ନା । ଆର ଯେ ସକଳ ପାପିଷ୍ଠ ଏଷ୍ଟେଗଫାର କରେ ନା ଅର୍ଥାଂ ଖୋଦା ତା'ଲାର ନିକଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ନା ତାହାରା ଆପନ କୃତ ପାପେର ଜନ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରେ । ଦେଖ, ଆଜକାଳ ପ୍ଲେଗ୍‌ଓ ଏକ ଶାନ୍ତିର ଆକାରେ ପୃଥିବୀତେ ଅବତିର୍ଣ୍ଣ ହେଉୟାଛେ ଏବଂ ଇହା ଦ୍ୱାରା ଖୋଦା ତା'ଲାର ଅବାଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଧ୍ୱନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ହିତେହେ । ଅତଏବ କେମନ କରିଯା ବଲା ଯାଇତେ ପାରେ ଯେ, ପୃଥିବୀତେ ଖୋଦା ତା'ଲାର ରାଜତ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ନାହିଁ? ଏକଥା ମନେ କରିଓ ନା ଯେ, ଯମୀନେ ଯଦି ଖୋଦା ତା'ଲାର ରାଜତ୍ତ ଥାକିତ ତାହା ହିଲେ ମାନୁଷ ପାପ କରେ କେନ? ଆସଲେ ପାପ ଓ ଖୋଦା ତା'ଲାର କାଯା ଓ କଦରେର ନିୟତିର ଅଧୀନ । ସୁତରାଂ ତାହାରା ଖୋଦା ତା'ଲାର ଶରୀଯତେର ବିଧାନ ଲଂଘନ କରିଲେଓ ତାହାର ସୃଷ୍ଟିର ବିଧାନେର ଅର୍ଥାଂ କାଯା ଓ କଦରେର ବାହିରେ ଯାଇତେ ପାରେ ନା । କାଜେଇ କେମନ କରିଯା ବଲା ଯାଇତେ ପାରେ ଯେ, ପାପାଚାରୀଗଣ ଐଶ୍ଵି ରାଜତ୍ତେର ଜୋଯାଲ ନିଜେର କାଁଧେ ବହନ କରିତେଛେ ନା? ଦେଖ, ଏହି ବୃତ୍ତିଶ ଭାରତେ ଚୁରି ଓ ନରହତ୍ୟା ସଂଘଟିତ ହିତେହେ, ଏବଂ ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ସୁଷଖୋର ଇତ୍ୟାଦି ସର୍ବପ୍ରକାରେର ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲୋକ ଏଥାନେ ରହିଯାଛେ, କିନ୍ତୁ ଏହିଜନ୍ୟ ଏକଥା ବଲା ଚଲେ ନା ଯେ, ଏଦେଶେ ଇଂରେଜ ରାଜତ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ନାହିଁ । ରାଜତ୍ତ ନିଶ୍ଚଯଇ ଆଛେ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭନମେନ୍ଟ ସ୍ବେଚ୍ଛାଯଇ ଏଇରପ କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରା ସମୀଚିନ ମନେ କରେନ ନାହିଁ ଯାହାର ଭୌତିକେ ଲୋକେର ଜୀବନ ଧାରଣ ମୁଶକିଲ ହେଉୟା ପଡ଼େ । ନତୁବା ଯଦି ସରକାର ସମନ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲୋକଦିଗକେ ଏହି କଷ୍ଟପ୍ରଦ କାରାଗାରେ ଆବଦ୍ଧ ରାଖିଯା ତାହାଦିଗକେ ଅନ୍ୟାଯ-ଅପରାଧ ହିତେ ନିବୃତ୍ତ କରିତେ ଇଚ୍ଛା କରେନ ତାହା ହିଲେ ଅତି ସହଜେ ତାହାରା ନିବୃତ୍ତ ହିତେ ପାରେ । ଅଥବା ଯଦି ଆଇନେ ଅତି କଠୋର ଦ୍ୱାରା ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରେନ, ତାହାତେଓ ସହଜେଇ ଏହି ଦୁକ୍ଷତିର

ପ୍ରତିରୋଧ ହିତେ ପାରେ, ସୁତରାଂ ତୋମରା ବୁଝିତେ ପାରିତେଛ ଯେ, ଏ ଦେଶେ ଯେବେଳପଭାବେ ମଦ୍ୟପାନ କରା ହିତେଛେ, ଭଣ୍ଡା ନାରୀଦେର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇତେଛେ, ଚୁରି ଓ ନରହତ୍ୟ ସଂଘଟିତ ହିତେଛେ, ଇହାର କାରଣ ଏହି ନଯ ଯେ, ଏଦେଶେ ଇଂରେଜ ଗର୍ଭନମେନ୍ଟେର ରାଜତ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ନାହିଁ, ବରଂ ଗର୍ଭନମେନ୍ଟେର ଆଇନେର ଶିଥିଲତାର କାରଣେହି ଦୁଷ୍କ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଛେ, ଇହା ଏଜନ୍ୟ ନଯ ଯେ, ଏଦେଶ ହିତେ ଇଂରେଜ ରାଜତ୍ତ ଲୋପ ପାଇଯାଛେ । ଗର୍ଭନମେନ୍ଟ ଇଚ୍ଛା କରିଲେ କଠୋର ଆଇନ ପ୍ରଗମନ ଓ କଠୋର ଶାନ୍ତିର ବିଧାନ କରିଯା ଦୁଷ୍କ୍ରତି ପ୍ରତିରୋଧ କରିତେ ପାରେନ । ମାନ୍ୟବୀଯ ରାଜତ୍ତେରି ସଥନ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଏଶୀ ରାଜତ୍ତେର ତୁଳନାୟ କିଛୁଇ ନହେ, ତଥନ ଏଶୀ ରାଜତ୍ତେର କ୍ଷମତା ଓ ଅଧିକାର କତ ଅଧିକ ହିବେ! ଏହି ମୁହଁର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଖୋଦା ତାଙ୍କାର ବିଧାନ କଠୋର ହିଯା ପଡ଼େ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଭିଚାରୀର ଉପର ବଞ୍ଚପାତ ହୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୋର ଯଦି ଏଇରପ ବ୍ୟାଧିତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୟ ଯେ, ତାହାର ହାତ ପା ପଚିଯା ଗଲିଯା ଖସିଯା ପଡ଼େ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵେଚ୍ଛାକାରୀ ଓ ଖୋଦାର ଅସ୍ଵୀକାରକାରୀ ଓ ତାହାର ଧର୍ମର ଅସ୍ଵୀକାରକାରୀ ଯଦି ପ୍ଲେଗେ ମାରା ଯାଯ, ତାହା ହିଲେ ଏକ ସଞ୍ଚାହ ଅତିବାହିତ ନା ହିତେଇ ଜଗତେର ସମ୍ମତ ଲୋକ ସତ୍ୟ-ପରାୟଣତା ଓ ପୁଣ୍ୟର ଚାଦର ପରିଧାନ କରିତେ ପାରେ । ବଞ୍ଚିତ ପୃଥିବୀତେ ଖୋଦା ତାଙ୍କାର ଅଧିପତ୍ୟ ତୋ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଯାଛେ । କିନ୍ତୁ ଏଶୀ ବିଧାନେର ଶିଥିଲତା ଏତୁକୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିଯା ରାଖିଯାଛେ ଯେ, ଦୁଷ୍କ୍ରତିକାରୀଗଣକେ ଶୀଘ୍ର ସାଜା ଦେଓଯା ହୟ ନା । ଅବଶ୍ୟ ସାଜାଓ ପାଇତେ ଥାକେ, ଭୂମିକମ୍ପ ସଂଘଟିତ ହୟ, ବଞ୍ଚପାତ ହୟ, ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଆତଶବାଜିର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଜ୍ଞଲିତ ହିଯା ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପ୍ରାଣ ବିନାଶ କରେ, ଜାହାଜ ଡୁବିଯା ଓ ରେଲ ଦୁର୍ଘଟନାୟ ଶତ ଶତ ଲୋକ ମାରା ଯାଯ, ବାଢ଼ ଆସିଯା ଗୁହାଦି ଭୂମିସାଂ କରେ, ସର୍ପ ଦଂଶନ କରେ, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ମ ଆଘାତ ହାନେ, ମହାମାରୀର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହୟ । ଏଇରପ ଏକଟି ନଯ, ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଧିଂଶେର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ନତ ରହିଯାଛେ ଯାହା ଅପରାଧୀଗଣେର ଶାନ୍ତିର ଜନ୍ୟ ଏଶୀ-ବିଧାନ ନିର୍ଧାରିତ କରିଯା ରାଖିଯାଛେ । ଅତଏବ କେମନ କରିଯା ବଲା ଯାଇତେ ପାରେ ଯେ, ପୃଥିବୀତେ ଖୋଦା ତାଙ୍କାର ରାଜତ୍ତ ନାହିଁ? ପ୍ରକୃତ କଥା ଏହି ଯେ, ତାହାର ରାଜତ୍ତ ଆଛେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରାଧୀର ହଞ୍ଚେଇ ହାତକଡ଼ା ଓ ପାଯେ ଶୃଙ୍ଖଳ ରହିଯାଛେ ତବେ ଆଜ୍ଞାହର ହିକମତ ଏଶୀ-ବିଧାନକେ ଏତୁକୁ ଶିଥିଲ କରିଯା ଦିଯାଛେ ଯେ, ହାତକଡ଼ା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳ ସାଥେ ସାଥେଇ କ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ନା । କିନ୍ତୁ ମାନୁଷ ଯଦି ଦୁଷ୍କ୍ରତି ହିତେ ବିରତ ନା ହୟ, ତାହା ହିଲେ ଅବଶ୍ୟେ ତାହାକେ ଚିରହୃଦୟୀ ଜାହାନାମେ ପୌଛାଇୟା ଦେୟ ଏବଂ ଏଇରପ ଆୟାବେ ନିଷ୍ଫେପ କରେ ଯାହାତେ ସେ ବାଚେଓ ନା ଏବଂ ମରେଓ ନା ।

ମୋଟ କଥା- ବିଧାନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର । ଏକ ପ୍ରକାରେର ବିଧାନ- ଫେରେଶ୍ତା ସଂକ୍ରାନ୍ତ । ଫେରେଶ୍ତାକେ ଶୁଦ୍ଧ ଆଜାନୁବର୍ତ୍ତିତା କରିବାର ଜନ୍ୟଇ ସୃଷ୍ଟି କରା ହିୟାଛେ । ଆଜାନୁବର୍ତ୍ତିତା ତାହାଦେର ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ତାହାର ପାପ କରିତେ ପାରେ ନା କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟେଓ ଉଲ୍ଲଭ୍ରତି କରିତେ ପାରେ ନା । ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରେର ବିଧାନ- ମାନବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଅର୍ଥାଏ ମାନବ ପ୍ରକୃତି ପାପ କରିବାର କ୍ଷମତା ରାଖାର ନିୟମ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ । ଫେରେଶ୍ତା ଯେମନ ମାନୁଷେ ପରିଣତ ହିଁତେ ପାରେ ନା, ତେମନି ମାନୁଷଙ୍କ ଫେରେଶ୍ତାଯ ପରିଣତ ହିଁତେ ପାରେ ନା । ଏହି ଉଭୟ ନିୟମଟି ଅନାଦି, ଅଟଳ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ । ଏହି କାରଣେ ଐଶ୍ୱର-ବିଧାନ ପୃଥିବୀତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହିଁତେ ପାରେ ନା ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ଆଇନଙ୍କ ଫେରେଶ୍ତାର ଉପର ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହିଁତେ ପାରେ ନା । ମାନୁଷେର କୃତ ପାପ ଓ ଭୁଲ-କ୍ରତ୍ତି ଯଦି ତତ୍ତ୍ଵା (ଅନୁତାପ) କରିବାର ଫଳେ ମୋଚନ ହିୟା ଯାଯା ତାହା ହିଁଲେ ଏହି ତତ୍ତ୍ଵା ତାହାକେ ଫେରେଶ୍ତାର ଚେଯେଓ ଅଧିକ ଉଲ୍ଲଭ୍ରତ କରିତେ ପାରେ, କାରଣ ଫେରେଶ୍ତାର ମଧ୍ୟେ ଉଲ୍ଲଭ୍ରତ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ । ମାନୁଷେର ଗୁଣାହ୍ତ ତତ୍ତ୍ଵାର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମା ହିଁତେ ପାରେ । ଐଶ୍ୱର ହିକମତ କୋନ କୋନ ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ଭୁଲ-କ୍ରତ୍ତି କରିବାର ଧାରା ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଖିଯାଛେ; ଯେଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟାଯ କରିଯା ନିଜେର ଦୁର୍ବଲତା ଉପଲବ୍ଧି କରିତେ ପାରେ ଏବଂ ପରେ ତତ୍ତ୍ଵା କରିଯା କ୍ଷମା ଲାଭ କରିତେ ପାରେ । ମାନବେର ଜନ୍ୟ ଏହି ନିୟମଟି ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ କରା ହିୟାଛେ ଏବଂ ମାନବ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ତାହାଇ ଚାଯ । ଭୁଲ-ଆନ୍ତି ମାନୁଷେର ପ୍ରକୃତିଗତ । ଫେରେଶ୍ତାର ପ୍ରକୃତିତେ ତାହା ନାହିଁ । ସୁତରାଂ ଯେ ନିୟମ ଫେରେଶ୍ତାର ଜନ୍ୟ କରା ହିୟାଛେ ତାହା ମାନବେର ଜନ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ ହିଁତେ ପାରେ? ଖୋଦା ତାଙ୍କାର ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଲତା ଆରୋପ କରା ଅନ୍ୟାଯ କଥା । କେବଳ ତାହାର ବିଧାନେର ଫଳେଇ ଜଗତେ ସବକିଛୁ ଘଟିତେଛେ । ନାଉୟୁବିଲ୍ଲାହ୍, ଖୋଦା ତାଙ୍କାର କି ଏତିହି ଦୁର୍ବଲ ଯେ- ତାହାର ରାଜତ୍ତ, କ୍ଷମତା, ବିକ୍ରମ ଶୁଦ୍ଧ ଆକାଶେଇ ସୀମାବନ୍ଦ ରହିଯାଛେ? ଅଥବା ଜଗତେ କି ବିରାମ ଆଧିପତ୍ୟେର ଅଧିକାରୀ ଆର କୋନ ଖୋଦା ବିଦ୍ୟମାନ ଆଛେ? ଖିଣ୍ଡାନଦିଗକେ ଏହି କଥାର ଉପର ଜୋର ଦେଓଯା ଉଚିତ ନୟ ଯେ, ଖୋଦା ତାଙ୍କାର ରାଜତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଆକାଶେଇ ସୀମାବନ୍ଦ ରହିଯାଛେ, ଜଗତେ ଏଖନଙ୍କ ଇହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୟ ନାହିଁ । କାରଣ ତାହାଦେର ଧାରଣା ଏହି ଯେ, ‘ଆକାଶ’ କୋନ ବଞ୍ଚିବା ନୟ । ଯେହେତୁ ଆକାଶ କୋନ ବଞ୍ଚିବା ନୟ ଯେଥାନେ ଖୋଦା ତାଙ୍କାର ରାଜତ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହିଁତେ ପାରେ ଏବଂ ଜଗତେ ଏଖନଙ୍କ ଖୋଦା ତାଙ୍କାର ରାଜତ୍ତ କାଯେମ ହୟ ନାହିଁ, ଅତଏବ ଦେଖା ଯାଯ ଯେ, ଖୋଦା ତାଙ୍କାର ଆଧିପତ୍ୟ ଯେଣ କୋଥାଓ ନାହିଁ । ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଆମରା ସ୍ଵଚ୍ଛେ ଜଗତେ ଖୋଦା ତାଙ୍କାର

ରାଜତ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିତେଛି । ତାହାରଇ ବିଧାନ ମତେ ଆମାଦେର ଆୟୁ ନିଃଶେଷ ହିତେଛେ, ଆମାଦେର ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହିତେଛେ ଏବଂ ଆମରା ଶତ ଶତ ପ୍ରକାରେର ସୁଖ-ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିତେଛି; ତାହାରଇ ଆଦେଶେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲୋକ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରେ, ଆବାର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲୋକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ, ଆମାଦେର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହୀତ ହୁଏ, ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସହସ୍ର ପ୍ରକାରେର ଉଡ଼ିଦିଫଳ ଓ ଫୁଲ ଉଂପନ୍ନ କରେ । ଏହି ସବ କି ଖୋଦା ତାଙ୍କାର କ୍ଷମତା ଛାଡ଼ାଇ ହିତେଛେ? ବରଂ ଆକାଶେର ଗ୍ରହ-ଉପଗ୍ରହାଦି ଏକଇ ଅବସ୍ଥାଯ ଓ ନିୟମେ ଚଲିଯା ଆସିତେଛେ । ତାହାଦେର ମଧ୍ୟେ ଏହିରୂପ କୋନ ଆବର୍ତ୍ତନ, ବିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନେର ଲୀଲାଭୂମିତେ ପରିଣତ ହିତେଛେ । ପ୍ରତ୍ୟହ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଜଗଂ ହିତେ ଚଲିଯା ଯାଇତେଛେ, ଆବାର କୋଟି କୋଟି ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିତେଛେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିକ ଦିଯା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଭାବେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳି ନିପୁଣ କାରିଗରେର ଆଧିପତ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହିତେଛେ । ଏଖନଓ କି ଜଗତେ ଖୋଦା ତାଙ୍କାର ଆଧିପତ୍ୟ ନାହିଁ ବଲିତେ ହିବେ? ଇଞ୍ଜିଲ ଏହି ବିଷୟେ କୋନ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥିତ କରିତେ ପାରେ ନାହିଁ ଯେ, ଏଖନଓ ଜଗତେ ଖୋଦା ତାଙ୍କାର ଆଧିପତ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ନାହିଁ କେନ? ଅବଶ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ବାଗାନେ ସାରାରାତ୍ର ମସୀହେର ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହୀତ ହୁଏଯା (ଇତ୍ତାଇ-ମେ ଅଧ୍ୟାୟ ଦିନ୍ଦିଶ୍ଵର) ସତ୍ତ୍ଵେତେ ଖୋଦା ତାଙ୍କାର ପକ୍ଷେ ତାହାକେ ମୁକ୍ତ କରିତେ ସକ୍ଷମ ନା ହୁଏଯା ଶ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ତି ମତେ ସେଇ ଯୁଗେ ଜଗତେ ଖୋଦା ତାଙ୍କାର ରାଜତ୍ତ ନା ଥାକାର ପ୍ରମାଣ ହିତେ ପାରେ; କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମରା ତଦପେକ୍ଷାଓ ଭୀଷଣତର ବିପଦେ ପତିତ ହିଯାଛି ଏବଂ ତାହା ହିତେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଯାଛି, ଆମରା କେମନ କରିଯା ଖୋଦା ତାଙ୍କାର ଆଧିପତ୍ୟକେ ଅସ୍ମୀକାର କରିତେ ପାରି? ମାର୍ଟିନ କ୍ଲାର୍ ଆମାକେ ହତ୍ୟା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ କାନ୍ତାନ ଡଗଲାସେର ଆଦାଲତେ ଆମାର ବିରଙ୍ଗନେ ଯେ ଖୁନେର ମୋକଦ୍ଦମା ଆନନ୍ଦ କରିଯାଇଲି, ତାହା କି ଇନ୍ଦିରିଗଣେର ସେଇ ମୋକଦ୍ଦମା ହିତେ କୋନ ଅଂଶେ କମ ଛିଲ, ଯାହା କୋନ ଖୁନେର ଅଜ୍ଞାହାତେ ନହେ ବରଂ ଶୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବୈଷମ୍ୟେର କାରଣେ ଇନ୍ଦିରା ହସରତ ମସୀହର ବିରଙ୍ଗନେ ପିଲାତେର କୋଟେ ଦାୟେର କରିଯାଇଲି? କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଖୋଦା ତାଙ୍କା ସ୍ଵର୍ଗେର ନ୍ୟାୟ ମର୍ତ୍ତରେ ଅଧିପତି, ତାହିଁ ତିନି ଆମାକେ ଏହି ମୋକଦ୍ଦମା ସମ୍ବନ୍ଧେ ପୂର୍ବ ହିତେଇ ଜ୍ଞାତ କରିଯାଇଲେନ ଯେ, ଏହି ସଙ୍କଟ ଉପସ୍ଥିତ ହିବେ ଏବଂ ଆରା ଜାନାଇଯାଇଲେନ ଯେ, ‘ଆମି ତୋମାକେ ଏହି ସଙ୍କଟ ହିତେ ଉନ୍ଦାର କରିବ’ । ଏହି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବାଣୀଟି ଘଟନାର ବହୁ ପୂର୍ବେହି ଶତଶତ ଲୋକକେ ଶୁଣାନୋ ହୁଏ ଏବଂ ପରିଣାମେ ଖୋଦା ତାଙ୍କା ଆମାକେ ଉନ୍ଦାର କରେନ ।

সুতরাং খোদা তা'লার আধিপত্যই আমাকে এই মোকাদ্দমা হইতে রক্ষা করে যাহা হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টানগণের সমবেত চেষ্টায় আমার বিরুদ্ধে আনয়ন করা হইয়াছিল। এইরূপ একবার নয়, বহুবার আমি জগতে খোদা তা'লার আধিপত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং কুরআন শরীফের এই আয়াতের উপর আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইয়াছে যে:

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

(সূরা হাদীদ: ৩ আয়াত)

অর্থাৎ ‘আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁহার আধিপত্য বিদ্যমান আছে’ আবার এই আয়াতের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি যে:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا آرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ<sup>④</sup>

(সূরা ইয়াসীন: ৮৩ আয়াত)

অর্থাৎ ‘নিখিল আকাশ ও পৃথিবী তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতেছে। যখনই তিনি কোন কার্য করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বলেন ‘হও’ এবং তাহা তৎক্ষণাত হইয়া যায়।’ আল্লাহ্ তা'লা আরও বলেন:

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلِكُنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

(সূরা ইউসুফ: ২২ আয়াত)

অর্থাৎ ‘আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ইচ্ছা সাধন করিতে সক্ষম কিন্তু অধিকাংশ লোক তাঁহার শক্তি ও পরাক্রম সম্বন্ধে অবগত নহে’।

বস্তুত ইঙ্গিলে বর্ণিত প্রার্থনা মানুষকে খোদা তা'লার করুণা হইতে নিরাশ করিয়া দেয় এবং খ্রিস্টানদিগকে তাঁহার প্রতিপালন, অনুগ্রহ, প্রতিদান ও প্রতিফল হইতে বেপরোয়া করিয়া দেয় এবং জগতে তাঁহার রাজত্ব কায়েম না হওয়া পর্যন্ত জগদ্বাসীকে সাহায্য করিতে তাঁকে অক্ষম মনে করা হয়। পক্ষান্তরে এই প্রার্থনার ঘোকাবেলা খোদা তা'লা কুরআন শরীফে মুসলমানদিগকে যে প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছেন তাহার মর্ম এই যে, খোদা তা'লা জগতে রাজ্যচুত ব্যক্তিদের মত নিক্রিয় নহেন বরং তাঁহার প্রতিপালন, অনুকম্পা, অনুগ্রহ এবং কর্মফল প্রদান ক্রিয়ার ধারা জগতে প্রবহমান আছে এবং তিনি আপন ভক্তদাসগণকে সাহায্য করিতে ক্ষমতাবান ও পাপীদিগকে আপন অভিশাপে ধ্বংস বলিতে সক্ষম। সে প্রার্থনাটি এই:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ مَلِكُ يَوْمٍ الدِّيْنِ ۝  
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ ۝ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ  
الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِيْنَ ۝

(সূরা আল ফাতেহা: ২-৭ আয়াত)

অনুবাদ: “একমাত্র খোদা তা’লাই সকল প্রশংসার অধিকারী, অর্থাৎ তাঁহার আধিপত্যে কোন ক্রটি নাই। তাঁহার গুণাবলী পূর্ণত্ব লাভের জন্য কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রতীক্ষায় থাকে না এবং তাঁহার আধিপত্যের সরঞ্জামের মধ্যে কোন বক্ষ্টই নিষ্ক্রিয় নহে। তিনি সমস্ত বিশ্ব জগতের প্রতিপালন করিতেছেন, কর্মের প্রতিদান ব্যতিরেকেও কৃপা বর্ষণ করিতেছেন এবং কর্মের বিনিময়েও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি নির্ধারিত সময়ে প্রতিদান ও প্রতিফল প্রদান করিতেছেন। আমরা তাঁহারই উপাসনা করি এবং তাঁহারই সাহায্য ভিক্ষা করি এবং প্রার্থনা করি যে, আমাদিগকে যাবতীয় পুরুষার লাভের পথ প্রদর্শন কর এবং ক্রোধ ও ভ্রান্তির পথ হইতে দূরে রাখ।”

সূরা আল ফাতেহার একটি দোয়া ইঞ্জিলের দোয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত, কেননা খোদা তা’লার আধিপত্য বর্তমানে পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকার বিষয় ইঞ্জিলে অস্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং ইঞ্জিলের শিক্ষানুসারে পৃথিবীতে খোদা তা’লার ‘রবুবীয়ত’ (প্রতিপালকত্ব), তাঁহার ‘রাহমানীয়ত’ (অনুকম্পা), ‘রহীমিয়ত’ (অনুগ্রহ), ক্ষমতা এবং প্রতিদান ও প্রতিফল কোন কিছুই ক্রিয়াশীল নহে, কারণ এখনো পৃথিবীতে তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু সূরা ‘আল ফাতেহা’ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীতে খোদা তা’লার আধিপত্য বিদ্যমান আছে, এই জন্যই সূরা ‘ফাতেহাতে’ আধিপত্যের যাবতীয় উপকরণাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সকলেরই ইহা জানা আছে যে, অধিপতির মধ্যে এইরূপ গুণাবলী থাকা চাই যে: (ক) তিনি প্রজাগণকে প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা রাখেন এবং সূরা ‘ফাতেহায়’ ‘রাবুল আলামীন’ শব্দ দ্বারা এই গুণ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, (খ) এতদ্যুতীত অধিপতির দ্বিতীয় এই গুণ থাকা আবশ্যক যে, প্রজাদের সমৃদ্ধির জন্য যে সকল উপকরণাদির প্রয়োজন, তৎসমুদয় তিনি তাহাদের কাজের প্রতিদান স্বরূপ নহে, বরং নিজ রাজ্যেচিত অনুগ্রহে সরবরাহ করিয়া থাকেন; ‘আর রহমান’ শব্দ দ্বারা এই গুণ

প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। (গ) অধিপতির মধ্যে তৃতীয় এই গুণ থাকা চাই যে, যে সকল কার্য প্রজা আপন চেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম না হয়, তৎসমুদ্দর সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে প্রয়োজনানুসারে সাহায্য প্রদান করেন; ‘আর রহীম’ শব্দ দ্বারা এর গুণ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। (ঘ) অধিপতির মধ্যে চতুর্থ এই গুণ থাকা আবশ্যিক যে, তিনি প্রতিদান ও প্রতিফল বিধানের ক্ষমতার অধিকারী হইবেন যেন নাগরিক শাসন পরিচালনা কার্যে কোন বিস্তু না ঘটে। এবং ‘মালিকি ইয়াওমিদীন’ শব্দ দ্বারা এই গুণ ব্যক্ত করা হইয়াছে। সার কথা এই যে, উপরে উল্লিখিত সূরায় আধিপত্যের যাবতীয় উপকরণাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ইহা প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীতে খোদা তা’লার আধিপত্য বিদ্যমান আছে। তদনুসারে তাঁহার ‘রবুবীয়ত’ বিদ্যমান আছে ‘রহমানীয়ত’ ও বিদ্যমান আছে, ‘রহীমিয়ত’ ও বিদ্যমান আছে এবং সাহায্য ও শান্তি বিধানের ধারাও বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ শাসন কায়েমের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, পৃথিবীতে খোদা তা’লার সে সব কিছুই বিদ্যমান আছে। একটি অণু-পরমাণুও তাঁহার কর্তৃত্বের বাহিরে নহে। প্রত্যেক পুরুষার তাঁহারই হাতে এবং প্রত্যেক অনুকম্পাও তাঁহারই অধিকারে। কিন্তু এই দোয়া শিক্ষা দেয় যে, ‘এখনও তাহাদের (খ্রিস্টানদের) খোদা পৃথিবীর মালিক ও অধিপতি হয় নাই। সুতরাং এরূপ খোদা হইতে কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? শুন এবং উপলব্ধি কর যে, প্রকৃত ‘মা’রেফাত’ (ঐশীজন) ইহাই যে, পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরমাণু ঠিক তেমনই খোদা তা’লার ক্ষমতাধীন, যেমন আকাশের প্রতিটি অণু-পরমাণু তাঁহার আধিপত্যের অধীন এবং আকাশের ন্যায় পৃথিবীতেও তাঁহার মহান জ্যোতি বিকশিত হইতেছে। পক্ষান্তরে আকাশের ‘তাজাল্লী’ (জ্যোতির্বিকাশ) দ্রীমান বা বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়। সাধারণ মানুষ না আকাশে গিয়াছে, না তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীতে খোদা তা’লার আধিপত্যের যে বিধান বিদ্যমান আছে, তাহা তো প্রত্যেক ব্যক্তি স্বচক্ষে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছে।’\*

\* <sup>١</sup> وَحَمَّاهَا الْإِنْسَانُ (সূরা আল আহ্যাব: ৭৩ আয়াত) এই আয়াতও প্রমাণ করে যে, মানুষই খোদা তা’লার প্রকৃত অনুগত যাহারা আপন আনুগত্যকে ‘মহৱত’ এবং ‘এশকের’ (প্রেম ও প্রণয়নের) স্তর পর্যন্ত পৌঁছায় এবং সহস্র সহস্র বিপদাপদ মন্তকে বরণ করিয়া পৃথিবীতে খোদা তা’লার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং হৃদয়ের ব্যাথা মিশানো এইরূপ আনুগত্য প্রদর্শন করিতে ফিরিশ্তা কখনও সক্ষম হইতে পারে না।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଯତଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଲୀ ହଟକ ନା କେନ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛାର ବିରଳଦେ ମୃତ୍ୟୁର ପେଯାଳା ପାନ କରିତେଛେ । ସୁତରାଂ ଦେଖ, ପୃଥିବୀତେ ଏହି ସତିକାରେର ଅଧିପତ୍ୟର ଆଧିପତ୍ୟେର କିର୍ତ୍ତିପାଦ ବିକାଶ ଘଟିତେଛେ! ହୁକୁମ ଆସିଯା ଗେଲେ କେହିଁ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁକେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତେର ଜନ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରାଖିତେ ପାରେ ନା ଏବଂ କୋନ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ କୋନ ଡାଙ୍କାର ବା ଚିକିତ୍ସକ ତାହା ଦୂର କରିତେ ପାରେ ନା । ସୁତରାଂ ଭାବିଯା ଦେଖ, ଜଗତେ ଖୋଦା ତା'ଲାର ଆଧିପତ୍ୟେର ଇହା କିର୍ତ୍ତିପାଦ ବିକାଶ ଯେ, ତାହାର ଆଦେଶ ଲଂଘନ ହୁଇତେ ପାରେ ନା । ଅତଏବ କେମନ କରିଯା ବଲା ଯାଇତେ ପାରେ ଯେ, ପୃଥିବୀତେ ଖୋଦା ତା'ଲାର ଆଧିପତ୍ୟ ନାହିଁ ବରଂ ତାହା କୋନ ଅଦୂର ଭବିଷ୍ୟତେ ହେବେ? ଦେଖ, ଏହି ଯୁଗେଇ ଖୋଦାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଦେଶ ଜଗତକେ ପ୍ଲେଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଞ୍ଚିତ କରିଯା ତୁଳିଯାଛେ ଯେନ ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦର୍ଶନ ହୟ । ସୁତରାଂ, କେ ଆଛେ ଯେ ଖୋଦା ତା'ଲାର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟତିରେକେ ଏହି ବ୍ୟାଧି ଦୂର କରିତେ ପାରେ? ସୁତରାଂ କେମନ କରିଯା ବଲା ଯାଇତେ ପାରେ ଯେ, ପୃଥିବୀତେ ଏଖନ ଖୋଦା ତା'ଲାର ଆଧିପତ୍ୟ ନାହିଁ ହୁଁ, ଏକ ଦୁର୍ବଲ, ଯେ କର୍ଯ୍ୟକୁଳରେ ତାହାର ରାଜ୍ୟ ବାସ କରେ, ସେ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ କଥନେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନା ହୟ । କିନ୍ତୁ ଖୋଦା ତା'ଲାର ପ୍ରକୃତ ଆଧିପତ୍ୟ ତାହାକେ ଧ୍ୱନି କରିଯା ଦେଇ ଏବଂ ଅବଶ୍ୟେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ-ଦୂତେର କବଳେ ପତିତ ହୟ । ତଥାପି କେମନ କରିଯା ବଲା ଯାଇତେ ପାରେ ଯେ, ଏଖନେ ପୃଥିବୀତେ ଖୋଦା ତା'ଲାର ରାଜ୍ୟ କାଯେମ ହୟ ନାହିଁ? ଦେଖ, ପୃଥିବୀତେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଖୋଦା ତା'ଲାର ଆଦେଶେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମାରା ଯାଇତେଛେ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଶିଶୁ ତାହାର ଇଚ୍ଛାଯ ଜନ୍ୟହଣ କରିତେଛେ, କୋଟି କୋଟି ତାହାରଇ ଇଚ୍ଛାଯ ଦରିଦ୍ର ହୁଇତେ ଧନୀ, ଆବାର ଧନୀ ହୁଇତେ ଦରିଦ୍ର ହୁଇତେଛେ । ତଥାପି କେମନ କରିଯା ବଲା ଯାଇତେ ପାରେ ଯେ, ଏଖନେ ପୃଥିବୀତେ ଖୋଦା ତା'ଲାର ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୟ ନାହିଁ? ଆକାଶେ କେବଳ ଫେରେଶ୍ତା ଅବସ୍ଥାନ କରେ କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀତେ ମାନୁଷ ଆଛେ ଏବଂ ଫେରେଶ୍ତା ଆଛେ । ଫେରେଶ୍ତାଗଣ ଖୋଦା ତା'ଲାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତାହାର ରାଜ୍ୟର ସେବକ । ତାହାରା ମାନବେର ନାନାବିଧ କାର୍ଯ୍ୟର ରକ୍ଷିତ୍ସର୍କର୍ତ୍ତା ନିୟୁକ୍ତ ଆଛେ ଓ ସତତ ଖୋଦା ତା'ଲାର ଆନୁଗତ୍ୟ କରିତେଛେ ଏବଂ ସ୍ଵ ସ୍ଵ କାଜେର ରିପୋର୍ଟ ତାହାର ନିକଟ ପ୍ରେରଣ କରିତେଛେ । ସୁତରାଂ ଇହା କିର୍ତ୍ତିପାଦ ବଲା ଯାଇତେ ପାରେ ଯେ, ଜଗତେ ଖୋଦା ତା'ଲାର ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ? ଖୋଦା ତା'ଲା ବରଂ ତାହାର ପୃଥିବୀର ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରାଇ ଅଧିକତର ପରିଚିତ ହେଇଯାଇଛେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧାରଣା ଏହି ଯେ, ଆକାଶେର ରହସ୍ୟ ଅଭେଦ୍ୟ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ । ବର୍ତମାନ ଯୁଗେ ତୋ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଖିଣ୍ଡାନ ଜଗଂ ଓ ତାହାଦେର ଦାର୍ଶନିକଗଣ ଆକାଶେର ଅନ୍ତିତ୍ରି ସ୍ଥିକାର କରେ ନା, ଅଥଚ ଏହି ଆକାଶେର ଉପରେଇ ଇଞ୍ଜିଲେର ମତେ ଖୋଦା ତା'ଲାର ରାଜ୍ୟରେ

সমুদয় ভিত্তি স্থাপিত আছে। বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবী তো আমাদের পায়ের নিচে একটা গোলক এবং ইহাতে নিয়তির এরূপ সহস্র সহস্র ঘটনা প্রকাশিত হইতেছে যাহাতে প্রমাণিত হয় যে, এই সমস্ত পরিবর্তন, বিবর্তন, সৃষ্টি ও ধ্বংস কোন এক বিশেষ মালিকের আদেশে সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, জগতে এখন খোদা তাঁলার আধিপত্য নাই? বরং যে যুগে খ্রিস্টানদের মধ্যে আকাশের অস্তিত্ব অতি জোরের সহিত অঙ্গীকার করা হইয়াছে সেই যুগে এইরূপ শিক্ষা নিতান্তই অসমীচীন। কারণ, ইঞ্জিলের উল্লিখিত দোয়ায় স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, পৃথিবীতে এখন খোদা তাঁলার আধিপত্য নাই। অপরদিকে খ্রিস্টান জগতের সকল গবেষক অকপটভাবে এই কথা স্বীকার করিয়াছে। অর্থাৎ আপন আপন অভিনব গবেষণা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, আকাশ কোন বস্তুই নহে এবং ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। সুতরাং সারকথা ইহাই বুবা গেল যে, খোদা তাঁলার আধিপত্য না আকাশে আছে না পৃথিবীতে। আকাশসমূহের অস্তিত্ব খ্রিস্টানগণ অঙ্গীকার করিয়াছে এবং তাহাদের ইঞ্জিল খোদা তাঁলাকে পৃথিবীর রাজত্ব হইতে বিদায় দিয়াছে, সুতরাং এখন তাহাদের কথা অনুযায়ী খোদা তাঁলার নিকট পৃথিবী বা আকাশ কোনটিই রহিল না। কিন্তু আমাদের মহামহিমান্বিত খোদা সূর্য ফাতেহায় আকাশের নামও নেন নাই, পৃথিবীর নামও নেন নাই বরং এই কথা বলিয়া প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছেন যে, তিনি ‘রাবুল-আলামীন’\* অর্থাৎ যতদূর পর্যন্ত বসতি রহিয়াছে এবং যতদূর পর্যন্ত কোন প্রকার সৃষ্টির অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে— তাহা দেহ বা আত্মা যাহাই হউক না কেন— খোদা তাঁলাই এই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও পালন কর্তা’ যিনি সর্বদা উহাদের প্রতিপালন করিতেছেন, অবস্থানুযায়ী উহাদের ব্যবস্থা করিতেছেন এবং সর্বদা সর্বক্ষণ তাঁহার ‘রবুবীয়ত’ (প্রতিপালকত্ব), ‘রহমানীয়ত’ (অনুকর্ষণ), ‘রহীমীয়ত’ (অনুগ্রহ) ও ‘জায়া সায়া’ (প্রতিদানের ও প্রতিফলনের) ধারা প্রবাহিত আছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সূর্য ফাতেহার ۲ ملیت بنیم اللہ بنیم বাক্যের অর্থ শুধু ইহাই নহে যে, কেয়মতের দিন ‘জায়া সায়া’ হইবে, বরং কুরআন শরীফে পুনঃ এবং স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে যে,

\* এমন বিবেচনা করিয়াছেন যে, ‘রাবুল-আলামীন’ শব্দটি কত অর্থব্যঙ্গক! যদি প্রমাণিত হয় যে, আকাশের গ্রহে উপগ্রহে বসতি আছে, তাহা হইলে সেই বসতিও এই বাক্যের অস্তভুক্ত হইবে।

କେଯାମତ ଏକ ମହା ପ୍ରତିଦାନ ଓ ପ୍ରତିଫଳର ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଦାନ ଓ ପ୍ରତିଫଳ ଏହି ଜଗତେଇ ଆରଣ୍ୟ ହୁଯ ଯାହାର ପ୍ରତି **لَكُمْ فُرْقَانٌ يَجْعَلُ** (ସୂରା ଆନଫାଲ: ୩୦ ଆୟାତ) ।

ଏହି ଆୟାତଟି ଇଞ୍ଚିତ କରିତେଛେ । ଏଥାନେ ଇହାଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ, ଇଞ୍ଜିଲେର ପ୍ରାର୍ଥନାଯ ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟ ଚାଓୟା ହଇଯାଛେ, ଯେମନ ବଲା ହଇଯାଛେ ଯେ, “ଆମାଦେର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଆଜ ଆମାଦିଗକେ ଦାଓ । କିନ୍ତୁ ଆଶର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ, ଯାହାର ଆଧିପତ୍ୟ ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଯ ନାହିଁ ତିନି କେମନ କରିଯା ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରିବେନ? ଏଥିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ସମ୍ମତ ଫଳ-ଫସଳ ତାହାର ହକୁମେ ନା ହଇଯା ବରଂ ନିଜେ ନିଜେଇ ପାକିତେଛେ ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିଓ ନିଜେଇ ବର୍ଷିତେଛେ । ଏମତାବଞ୍ଚାଯ ତାହାର କି କ୍ଷମତା ଆଛେ ଯେ, କାହାକେବେଳେ ତିନି ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରେନ? ଯଥିନ ପୃଥିବୀତେ ତାହାର ରାଜତ୍ୱ କାଯେମ ହଇବେ, ତଥନଇ ତାହାର ନିକଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ସଙ୍ଗତ ହଇବେ, ଏଥନ୍ତି ତିନି ପୃଥିବୀର ଯାବତୀଯ ଜିନିସ ହଇତେ ବେ-ଦଖଲ ରହିଯାଛେ । ଏହି ସମୁଦୟ ସମ୍ପଦିର ଉପର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଲାଭେର ପର ତିନି କୋନ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରିତେ ପାରେନ । କାଜେଇ ଏଥିନ ତାହାର ନିକଟ ଚାଓୟା ଶୋଭା ପାଯ । ଅତଃପର ଏହି ଅବଞ୍ଚାଯ ଇହା ବଲାଓ ଶୋଭନୀୟ ନହେ ଯେ- ଯେକୁଣ୍ଡ ଆମରା ଆମାଦେର ଝଣ-ଘରୀତାଦେରକେ କ୍ଷମା କରିଯା ଥାକି ଅନ୍ତରୁ ତୁମି ତୋମାର ଝଣ ମାଫ କରିଯା ଦାଓ କେନନା ଏଥନ୍ତି ତିନି ପୃଥିବୀର ଆଧିପତ୍ୟ ଲାଭ କରେନ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥନ୍ତି ଶ୍ରିଷ୍ଟାଙ୍ଗଗଣ ତାହାର ନିକଟ ହଇତେ ପାଇୟା କୋନ କିଛି ଆହାର କରେ ନାହିଁ- ତାହା ହଇଲେ ଆବାର କିରୁଣ ଝଣ ହଇଲ? ସୁତରାଂ ଏଇରୁଣ ‘ରିକ୍ତ ହନ୍ତ’ ଖୋଦାର ନିକଟ ହଇତେ ଝଣ ମୁକ୍ତିର କୋନ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାର ଶାସନ-ବିଧାନେର ଶାନ୍ତି କୋନ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିତେ ପାରେ ନା । ତାହାର କି କ୍ଷମତା ଆଛେ ଯେ, ତିନି କୋନ ଅପରାଧୀକେ ଶାନ୍ତି ଦିତେ ପାରେନ, ଅଥବା ମୂସା (ଆ.)-ଏର ଯୁଗେର ଅବାଧ୍ୟ ଜାତିର ମତ ପ୍ଲେଗ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ବନ୍ସ କରିଯା ଦିତେ ପାରେନ, ଅଥବା ଲୁତେର (ଆ.) ଜାତିର ନୟାଯ ତାହାଦେର ଉପର ପ୍ରତ୍ୟନିଷ୍ଠା କରିତେ ପାରେନ, ଅଥବା ଭୂମିକମ୍ପ, ବଜ୍ରପାତ ବା ଅନ୍ୟ କୋନ ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅବାଧ୍ୟଚାରୀଦିଗକେ ବିନାଶ କରିଯା ଦିତେ ପାରେନ । କେନନା ଏଥନ୍ତି ପୃଥିବୀତେ ଖୋଦା ତାଙ୍କାର ଆଧିପତ୍ୟ ନାହିଁ? ଅତ୍ରାବ ଯେହେତୁ ଶ୍ରିଷ୍ଟାଙ୍ଗଦେର ଖୋଦା ତେମନି ଦୁର୍ବଲ ଯେମନ ଦୁର୍ବଲ ଛିଲ ତାହାର ପୁତ୍ର, ଏବଂ ତିନି ତେମନି ଅଧିକାର ହଇତେ ବସିଥିବ ଯେମନ ତାହାର ‘ପୁତ୍ର’ ବସିଥିବ ଛିଲ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରେ ପୁନରାୟ ତାହାର ନିକଟ ଏଇରୁଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ନିଷ୍ଠଳ ଯେ- ଆମାଦିଗକେ ଝଣ କ୍ଷମା କରିଯା ଦାଓ । ତିନି କଥନ ଝଣ ଦିଯାଛିଲେନ ଯେ, ତାହା କ୍ଷମା କରିବେନ, କାରଣ ଏଥନ୍ତି ତୋ ପୃଥିବୀତେ ତାହାର ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀର

উডিদ তাহার আদেশে উৎপন্ন হয় না এবং পৃথিবীর যাবতীয় বস্ত্রও তাহার নহে বরং এই সব কিছুই নিজেই হইয়াছে, কারণ পৃথিবীতে তাহার আদেশ কার্যকরী নহে, এবং যেহেতু তিনি পৃথিবীর অধিনায়ক ও অধীশ্বর নহেন, কোন পার্থিব সুখ-সম্পদ তাহার রাজকীয় আদেশাধীন নহে, সুতরাং শাস্তি দিবারও তাহার কোন ক্ষমতা ও অধিকার নাই। অতএব নিজের খোদাকে এইরূপ দুর্বল মনে করা এবং পৃথিবীতে থাকিয়া তাহার নিকট কোন কাজের প্রত্যাশা করা বোকামী বৈ কিছু নহে; কারণ পৃথিবীতে এখন তাহার আধিপত্য নাই।

পক্ষান্তরে সূরা ‘ফাতেহার’ দোয়া আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, পৃথিবীতে সর্বদা খোদা তা’লার ঠিক সেইরূপ আধিপত্য বিদ্যমান আছে যেমন আধিপত্য অন্যান্য জগতের উপর বিদ্যমান। সূরা ফাতেহার প্রারম্ভে খোদা তা’লার সেই পূর্ণ আধিপত্য-ব্যঙ্গক গুণাবলীর উল্লেখ আছে যাহা দুনিয়ার অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ এইরূপ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে নাই। যেমন আল্লাহ তা’লা বলিতেছেন যে, তিনি ‘রাহমান’, ‘রহীম’ এবং ‘মালেকে ইয়াওমেন্দীন’। অতঃপর তিনি তাহার নিকট প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, এবং যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা মসীহুর শিক্ষা দেওয়া প্রার্থনার ন্যায় শুধু নিত্যকার খাদ্য প্রার্থনা নয় বরং অনাদিকাল হইতে মানব প্রকৃতিতে যে সকল শক্তি দান করা হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে যেরূপ পিপাসা নিহিত রাখা হইয়াছে, তদনুযায়ী প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। যথা:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

(সূরা আল ফাতেহা: ৬-৭ আয়াত)

অর্থাৎ হে পূর্ণ গুণরাজির অধিকারী! তুমি এরূপ কল্যাণময় যে, প্রত্যেক অণু-পরমাণু তোমা কর্তৃক প্রতিপালিত হইতেছে এবং তোমার ‘রহমানীয়ত’, ‘রহীমীয়ত’ ‘ও জায়া-সায়া’ দ্বারা লাভবান হইতেছে। তুমি আমাদিগকে অতীতের সত্যবাদীগণের উত্তরাধিকারী কর এবং তাহাদিগকে যে সকল পুরক্ষার প্রদান করিয়াছ তাহার প্রত্যেকটি আমাদিগকেও দান কর, আমাদিগকে রক্ষা কর যেন অবাধ্যাচরণ করিয়া তোমার অভিসম্পাতে পতিত না হই এবং আমাদিগকে রক্ষা কর যেন তোমার সাহায্য হইতে বাধ্যত হইয়া প্রথমেষ্ট না হইয়া যাই। আমীন।

এখন এই সমুদয় তত্ত্বানুসন্ধানের ফলে ইঞ্জিল ও কুরআন শরীফে দোয়ার প্রভেদ সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, ইঞ্জিল তো খোদা তা’লার রাজত্বের কেবল

প্রতিশ্রূতি দেয়, কিন্তু কুরআন শরীফ এই শিক্ষা দেয় যে, খোদা তাঁলার ‘রাজত্ব’ তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে, কেবল বিদ্যমানই নহে, বরং কার্যত তাঁহার কল্যাণ সতত বর্ষিত হইতেছে। ফলত ইঞ্জিলে তো কেবল এক প্রতিশ্রূতিই রহিয়াছে, কিন্তু কুরআন শরীফ শুধু প্রতিশ্রূতিই দেয় নাই বরং খোদা তাঁলার সুপ্রতিষ্ঠিত ‘রাজত্ব’ এবং তাঁহার কল্যাণসমূহ প্রদর্শন করিতেছে। বস্তুত কুরআন শরীফের ‘ফয়লত’ (শ্রেষ্ঠত্ব) ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, ইহা সেই খোদাকে প্রেম করে যিনি এই পার্থিব জীবনেই শুধু ব্যক্তিগণের আশকর্তা ও আরামদাতা এবং যাহার অনুগ্রহ হইতে কোন প্রাণীই বস্থিত নহে বরং প্রত্যেক জীবের প্রতিই তাহার যোগ্যতানুসারে তাঁহার ‘রবুবীয়ত’, ‘রহমানীয়ত’ ও ‘রহীমীয়তের’ আশিস বর্ষিত হইতেছে। কিন্তু ইঞ্জিল এরূপ খোদাকে পেশ করে যাহার আধিপত্য দুনিয়াতে এখনও কায়েম হয় নাই, কেবল মাত্র ইহার প্রতিশ্রূতি রহিয়াছে। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ- বিবেক কাহাকে আনুগত্যের যোগ্য অধিকারী বলিয়া মনে করে। হাফেয় শিরায়ী সত্য সত্যই বলিয়াছেন:

مرید پیر مغامم زم مرجح اے شیخ چراکه وعدہ تو کردی و او بجا آورد

“আমি আমার মোগান (অগ্নি উপাসক) পীরের শিষ্য, হে শেখ। আমার প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট হইও না, কেননা তুমি প্রতিশ্রূতি দিয়াছ এবং তিনি পূর্ণ করিবেন।” (অনুবাদক)

ইঞ্জিলসমূহে বিনয়ী, ও দীন-হীন ব্যক্তিদের প্রশংসা করা হইয়াছে এবং এইরূপ ব্যক্তিরও প্রশংসা করা হইয়াছে, যে উৎপীড়িত হইয়াও প্রতিবাদ করে না। কিন্তু কুরআন শরীফ এই কথা বলে না যে, তুমি সর্বদাই নিরীহ হইয়া থাক এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করিও না, বরং এই শিক্ষা দেয় যে, বিনয়, ন্মতা, দীনতা ও প্রতিবাদ না করা উত্তম, কিন্তু এই গুণাবলী অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইলে অন্যায় হইবে। অতএব তোমরা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে প্রত্যেক পুণ্য কার্য সম্পাদন করিবে, কারণ স্থান ও অবস্থার বৈষম্যে পুণ্য কর্মও পাপে পরিণত হয়। তোমরা দেখিতে পাও, বৃষ্টি কত উপকারী ও প্রয়োজনীয়, কিন্তু অসময়ে বৃষ্টিপাত হইলে তাহা ধৰংসের কারণ হইয়া যায়। তোমরা উপলক্ষ করিতে পার যে, কোন একটি ঠাণ্ডা বা গরম খাদ্য অনবরত ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্য ঠিক থাকিতে পারে না। স্বাস্থ্য তখনই ঠিক থাকিবে যখন সময় ও অবস্থা

ଅନୁଯାୟୀ ତୋମାଦେର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ବଞ୍ଚିର ମଧ୍ୟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିତେ ଥାକେ । ସୁତରାଂ କଠୋରତା ଓ ନ୍ୟାତା, କ୍ଷମା ଓ ପ୍ରତିଶୋଧ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିସମ୍ପାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୈତିକ ଗୁଣାବଳୀ ଯାହା ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ସମୟୋଗ୍ୟୋଗୀ, ତାହାତେବେ ଏହିରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ । ଉଚ୍ଚନ୍ତରେର ବିନ୍ୟା ଓ ଶୁଶ୍ଲ ହେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ଥାନ-କାଳ-ପାତ୍ର ବିଶେଷେ ହିତେ ହିବେ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇହାଓ ସ୍ମରଣ ରାଖିଓ ଯେ, ସତ୍ୟକାରେର ନୈତିକ ଉତ୍କର୍ଷ ଯାହାର ସହିତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର କାମନାର କୋଣ ବିଷାକ୍ତ ସଂମିଶ୍ରଣ ଥାକେ ନା, ତାହା ଉତ୍ତର୍କ ଲୋକ ହିତେ ରହିଲୁ କୁଦୁସେର ସାହାଯ୍ୟ ଆସେ । ଅତଏବ ତୋମରା କେବଳ ଆପନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟୀୟ ଏହି ସମସ୍ତ ନୈତିକ ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରିତେ ପାର ନା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋମାଦିଗକେ ଆକାଶ ହିତେ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣାବଳୀ ଦାନ କରାନା ହୁଏ । ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅନୁଷ୍ଠା ରହିଲୁ-କୁଦୁସେର ସାହାଯ୍ୟେ ନୈତିକ ଚରିତ୍ରେ କୋଣ ଅଂଶ ଲାଭ କରେ ନାହିଁ, ତାହାର ନୈତିକତାର ଦାବୀ ମିଥ୍ୟା ତାହା ନୈତିକତାର ପାନିର ନିଚେ ବହୁ କାଦା ଓ ଗୋବର ରହିଯାଛେ ଯାହା ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଉତ୍ୱେଜନାର ସମୟେ ପ୍ରକାଶ ହିଇଯା ପଡ଼େ । ସୁତରାଂ ତୋମରା ସତତ ଖୋଦା ତା'ଲା ହିତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେନ ଏହିରୂପ କର୍ଦମ ଓ ଗୋମଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହିତେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିତେ ପାର ଏବଂ ରହିଲୁ କୁଦୁସ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ସତ୍ୟକାରେର ପବିତ୍ରତା ଓ ନ୍ୟାତା ଉତ୍ୱାପନ କରେ । ସ୍ମରଣ ରାଖିଓ, ନିଖୁତ ପବିତ୍ର ଚରିତ୍ର ସାଧୁ ପୁରୁଷଗଣେର ମୋଜେଯା, ଅନ୍ୟ କେହିଇ ଏହିରୂପ ଚରିତ୍ରେର ଅଧିକାରୀ ହିତେ ପାରେ ନା । କେନନା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଦା ତା'ଲାତେ ବିଲୀନ ହିଇଯା ଯାଇ, ସେ ଆକାଶ ହିତେ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିତେ ପାରେ ନା । ଏହିନ୍ୟ ଏହିରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିର ପକ୍ଷେ ପବିତ୍ର ନୈତିକ ଓ ଗୁଣ ଅର୍ଜନ କରା ସମ୍ଭବପର ନହେ । ଅତଏବ ତୋମରା ଆପନ ଖୋଦାର ସହିତ ପବିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କର । ଠାଟୀଆ, ବିଦ୍ରପ, ଦେବ, କୁବାକ୍ୟ, ଲୋଭ, ମିଥ୍ୟା, ବ୍ୟାଭିଚାର, କାମ-ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି, କୁ-ଚିନ୍ତା, ସଂସାର ପୂଜା, ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ, ଅହମିକା, ପାଷଣ୍ଟା, କୁଟ-ତର୍କ ଇତ୍ୟାଦି ସବ ପରିହାର କର, ତବେଇ ଏସବ କିଛୁ (ନୈତିକ ଗୁଣାବଳୀ) ତୋମରା ଆକାଶ ହିତେ ଲାଭ କରିତେ ପାରିବେ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଶ୍ରୀ-ଶକ୍ତି ତୋମାଦେର ସହାୟ ନା ହୁଏ, ଯାହା ତୋମାଦିଗକେ ଉତ୍ତର୍କ-ଦିକେ ଆକର୍ଷଣ କରିଯା ଲାଭିବେ ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନଦାନକାରୀ ରହିଲୁ କୁଦୁସ ତୋମାଦେର ଅନ୍ତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ନା ହୁଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋମରା ନିତାନ୍ତଇ ଦୂରବଳ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରେ ନିପତିତ, ବରଂ ପ୍ରାଣହିନ ମୃତ ଦେହ-ସ୍ଵରୂପ । ଏହି ଅବସ୍ଥାଯ, ନା ତୋମରା କୋଣ ବିପଦେର ପ୍ରତିରୋଧ କରିତେ ପାର ନା ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ୟର ସମୟ ଅହଂକାର ଓ ଗର୍ବ ହିତେ ବାଁଚିଯା ଥାକିତେ ପାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିକ ଦିଯା ଶୟତାନ ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତିର କାମନାର ଅଧିନ ହିଇଯା ଥାକ । ସୁତରାଂ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ତୋମାଦେର ପ୍ରତିକାରେର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଇହାଇ ଯେ, ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ଖୋଦା ତା'ଲା ହିତେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ରହିଲୁ କୁଦୁସ ପୂର୍ଣ୍ଣ

ও সাধুতার দিকে তোমাদের মুখ ফিরাইয়া দেয়। তোমরা স্বর্গ-প্রিয় হও, মর্ত্তপ্রিয় হইও না, আলোর উত্তরাধিকারী হও অন্ধকারের প্রেমিক হইও না যেন শয়তানের বিচরণ-ভূমি হইতে নিরাপদ হইয়া পড়। কারণ শয়তান চিরকালই অন্ধকার প্রিয়, আলোকের সাথে তাহার কোন সম্পদ নাই। কেননা সে পুরাতন চোর যে অন্ধকারে বিচরণ করে।

সুরা ফাতেহায় যে শুধু শিক্ষাই রহিয়াছে তাহা নহে বরং ইহাতে এক মহা ভবিষ্যদ্বাণীও রহিয়াছে। তাহা এই যে- খোদা তাঁলা তাঁহার ‘রবুয়ীয়ত’ ‘রাহমানীয়ত’, ‘রহীমীয়ত’ ও ‘মালেকীয়তে ইয়াওমেদীন’ অর্থাৎ পুরক্ষার ও দণ্ড বিধানের ক্ষমতা, এই চারটি গুণের উল্লেখ করিয়া এবং নিজের সাধারণ শক্তির কথা প্রকাশ করিয়া পরবর্তী আয়তসমূহে এই দোয়া শিক্ষা দিয়াছেন- হে খোদা! তুমি এমন অনুগ্রহ কর যেন আমরা অতীতের সত্য নবী ও রসূলগণের উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য হইতে পারি, তাঁহাদের পথ যেন আমাদের জন্য উন্মুক্ত করা হয় এবং তাঁহাদের লক্ষ পুরক্ষারসমূহ যেন আমাদিগকে প্রদান করা হয়। হে খোদা! তুমি আমাদিগকে এইরূপ পরিণাম হইতে বাঁচাও যাহাতে আমরা সেই দলের অঙ্গভূক্ত হইয়া না যাই যাহাদের প্রতি এই দুনিয়াতেই আযাব অবর্তী হইয়াছিল, অর্থাৎ হ্যরত সৈসা মসীহৰ যুগের ইহুদিগণ, যাহাদিগকে প্লেগ দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল। হে খোদা! তুমি আমাদিগকে ঐরূপ পরিণাম হইতে বাঁচাও যাহাতে আমরা সেই দলের অঙ্গভূক্ত হইয়া না যাই, যাহাদের সহিত তোমার হেদায়াত ছিল না যাহারা গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) হইয়া গিয়াছে- অর্থাৎ খ্রিস্টানগণ।

উল্লিখিত দোয়ায় এই ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে যে, মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ হইবেন যে, তাঁহারা আপন নিষ্ঠা ও পবিত্রতার ফলে পূর্ববর্তী নবীগণের উত্তরাধিকারী হইবেন এবং নবুওয়ত ও রেসালতের আশিসসমূহ লাভ করিবেন। আবার কেহ কেহ এইরূপও হইবে যে, তাঁহারা ইহুদি প্রকৃতিবিশিষ্ট হইবে যাহাদের উপর এই দুনিয়াতেই আযাব নায়েল হইবে, এবং কেহ কেহ এইরূপ হইবে, যাহারা খ্রিস্টানী বেশ ধারণ করিবে। কেননা খোদা তাঁলার কালামে ইহাই প্রচলিত নিয়ম যে, যখন কোন জাতিকে কোন কার্য করিতে নিষেধ করা হয়, তখন উহার অর্থ ইহাই যে, সেই জাতির মধ্যে নিশ্চয় কতক এইরূপ লোক হইবে যাহারা খোদার জ্ঞানে নিষিদ্ধ কার্য করিবে এবং

কেহ কেহ এইরূপও হইবেন যাহারা পুণ্য ও সাধুতার পথ অবলম্বন করিবেন। দুনিয়ার শুরু হইতে অদ্য পর্যন্ত খোদা তাঁ'লা যত কিতাব প্রেরণ করিয়াছেন সেই সবগুলিতেই তাঁ'হার এই চিরস্মত রীতি বিদ্যমান রহিয়াছে যে, যখন তিনি কোন জাতিকে কোন কার্য করিতে নিষেধ বা উৎসাহিত করেন তখন তাঁ'হার জনে ইহা নির্ধারিত থাকে যে, কতক লোক সেই কার্য করিবে এবং কতক তাহা করিবে না। সুতরাং এই সূরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছে যে, এই উম্মত হইতে কোন ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গীনভাবে নবীগণের রঙে প্রকাশিত হইবেন যেন  
 ﴿صِرَاطٌ أَنْبِيَاءٍ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾  
 আয়াত সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে পূর্ণ হয়। আবার তাহাদের মধ্যে কোন কোন দল সেই ইহুদীদের রূপে প্রকাশিত হইবে যাহাদিগকে হয়রত উসা (আ.) অভিসম্পাত করিয়া ছিলেন এবং যাহারা ঐশ্বী আয়াবে নিপত্তি হইয়াছিল যেন  
 ﴿غَيْرُ الْمَعْصُوبِ عَلَيْهِمْ﴾  
 আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। এবং এই উম্মতের কোন কোন দল খ্রিস্টানদের রূপ ধারণ করিবে, খ্রিস্টান হইয়া যাইবে, যাহারা মদ্যপান, ষেচ্ছাচার, অনাচার ও ব্যভিচারের ফলে খোদা তাঁ'লার হেদায়াত হইতে বধিত হইয়াছে যেন  
 ﴿أَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْلَمَ مَا فِي الْأَرْضِ﴾  
 আয়াত হইতে যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিপন্ন হয় তাহা পূর্ণ হয়। ইহা মুসলিমানগণের ধর্ম-বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত যে, শেষ যুগে সহস্র সহস্র তথাকথিত মুসলিমান ইহুদি প্রকৃতি-বিশিষ্ট হইয়া যাইবে এবং কুরআন শরীফেরও বহু স্থানে এই ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান আছে। শত শত মুসলিমানদের খ্রিস্টান হইয়া যাওয়া এবং খ্রিস্টানদের ন্যায় অবাধ ও উচ্ছ্বেষ্ট জীবন যাপন করা সুস্পষ্টভাবেই দৃষ্টিগোচর ও অনুভূত হইতেছে এবং এরূপ বহু তথাকথিত মুসলিমান আছে যাহারা খ্রিস্টানদের জীবন পদ্ধতি পসন্দ করে এবং মুসলিমান নামে অভিহিত হইয়াও তাহারা নামায, রোয়া ও হালাল-হারামের (বৈধ-অবৈধের) বিধি নিষেধকে তৈরি ঘৃণার চক্ষে দেখে, এবং খ্রিস্টান ও ইহুদি প্রকৃতিবিশিষ্ট এই উভয় দলের লোক এদেশে প্রচুর দৃষ্টিগোচর হইতেছে। অতএব, সূরা ফাতেহার এই উভয়বিধি ভবিষ্যদ্বাণী তো তোমরা পূর্ণ হইতে দেখিয়াছ এবং কত কত মুসলিমান ইহুদি প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়াছে ও কত খ্রিস্টানদের বেশ ধারণ করিয়াছে তাহাও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছ, সুতরাং এখন এই তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটি স্বভাবতই গ্রহণযোগ্য যে, মুসলিমানগণ, যেরূপ ইহুদি ও খ্রিস্টান হইয়া তাহাদের দুষ্কৃতির ভাগী হইয়াছে, তদূপ তাহাদের অধিকার ছিল যে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বনী ইসরাইলের পরিত্র পুরুষগণের পদমর্যাদা প্রাপ্ত হন। খোদা তাঁ'লার প্রতি ইহা এক প্রকার দোষারোপ যে, তিনি

মুসলমানদিগকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অপকর্মের ভাগী তো করিলেন, এমনকি তাহাদেরও নামও ইহুদি দিলেন, কিন্তু তাহাদিগের নবী ও রসূলগণের পদমর্যাদা হইতে এই উম্মতকে কোন অংশ দান করিলেন না। এমতাবস্থায় এই উম্মত ‘খায়রুল উমাম’ বা শ্রেষ্ঠ উম্মত কী করিয়া হইল? বরং তাহারা ‘শারুরুল-উমাম’ বা নিকৃষ্টতম উম্মত হইল, কারণ পাপের প্রত্যেক নমুনাই তাহারা পাইল কিন্তু পুণ্যের কোন নমুনা তাহারা লাভ করিতে পারিল না। ইহা কি উচিত ছিল না যে, এই উম্মতের মধ্যেও কোন ব্যক্তি নবী বা রসূলরূপে আবির্ভূত হন যিনি বনী ইসরাইলের সকল নবীগণের উত্তরাধিকারী ও প্রতিচ্ছায়া হইতে পারেন? কেনন খোদা তা'লার রহমতের (দয়ার) ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত যে, তিনি এই উম্মতের মধ্যে এই যুগে সহস্র সহস্র ইহুদি প্রকৃতিবিশিষ্ট লোক সৃষ্টি করিবেন, সহস্র সহস্র লোককে খ্রিস্ট ধর্মে দাখিল করিবেন অথচ এরূপ একজন লোকও আবির্ভূত করিবেন না যিনি অতীতের নবীগণের উত্তরাধিকারী হইবেন এবং তাহাদের পুরক্ষারসমূহ প্রাপ্ত হইবেন যাহাতে-

إِهْدِنَا الْقِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

আয়াতে নিহিত ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক সেইভাবে পূর্ণ হয় যেভাবে ইহুদি ও খ্রিস্টান হইবার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। যে অবস্থায় এই উম্মতের প্রতি সহস্র সহস্র দুর্নাম আরোপ করা হইয়াছে, এবং কুরআন শরীফ ও হাদীসসমূহ হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইহুদি হওয়াই তাহাদের ভাগ্যে নির্ধারিত ছিল, এরূপ অবস্থায় খোদা তা'লার ‘ফফল’ বা অনুগ্রাহ বিকাশের জন্য ইহা আবশ্যিক ছিল যে, পূর্ববর্তী খ্রিস্টান জাতি হইতে যেমন এই উম্মত উহাদের মন্দ বিষয়গুলি গ্রহণ করিয়াছে তদৃপ তাহারা উহাদের ভাল জিনিষগুলিরও উত্তরাধিকারী হয়।

এই জন্যই খোদা তা'লা সূরা ফাতেহার ۝ إِهْدِنَا الْقِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ আয়াতে এই সুসংবাদ দিয়াছেন যে, এই উম্মতের কতক লোক অতীতের নবীগণের পুরক্ষারও লাভ করিবেন এবং এমন নয় যে, তাহারা কেবল ইহুদি বা খ্রিস্টান হইবে এবং তাহাদের মন্দ বিষয়গুলিই গ্রহণ করিবে, কিন্তু ভাল বিষয়গুলি গ্রহণ করিতে পরিবে না। ‘সূরা তাহরীম’ও এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, এই উম্মতের কোন কোন ব্যক্তি মরিয়াম সিদ্দীকার সদৃশ হইবেন, যিনি সাধুতার অবলম্বন করিয়াছিলেন, অতঃপর তাঁহার গর্ভে ঈসার রূহ ফুকিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহার গর্ভে ঈসা (আ.)-এর জন্ম হয়। এই আয়াতে

এই কথার ইঙ্গিত ছিল যে, এই উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি হইবেন যিনি প্রথমে মরিয়মের মর্যাদা লাভ করিবেন, অতঃপর তাহার মধ্যে ইসা (আ.)-এর রূহ ফুঁকিয়া দেওয়া হইবে, ফলে মরিয়ম হইতে ঈসার আবির্ভাব হইবে-অর্থাৎ তিনি মরিয়মী গুণ হইতে ঈসায়ী গুণে রূপান্তরিত হইবেন যেন মরিয়মরূপ গুণ ঈসারূপ সন্তান প্রসব করিল এবং এইরূপে তিনি ইবনে মরিয়ম নামে অভিহিত হইবেন। এমন ‘বারাহীনে আহমদীয়া’ নামক ঘট্টে সর্বপ্রথম আমার নাম মরিয়ম রাখা হইয়াছে এবং এই বিষয়ের প্রতি উক্ত ঘট্টের ২৪১ পৃষ্ঠার ইলহামে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইলহামটি এই ‘أَنِّي لَكِ هَذَا بِعْنَى’ অর্থাৎ ‘হে মরিয়ম! তুমি এই নেয়ামত কোথা হইতে পাইলে?’ আবার এই ঘট্টের ২২৬ পৃষ্ঠায় অর্থাৎ এই ইলহামে উল্লেখ আছে অর্থাৎ ‘هُزَ الِّيْكَ بِجَدْعِ النَّخْلَةِ’ অর্থাৎ ‘হে মরিয়ম! খেজুর গাছটিকে ঝাঁকুনি দাও’। অতঃপর বারাহীনে আহমদীয়ার ৪৯৬ পৃষ্ঠায় এই ইলহাম আছে-

يَا مَرِيمَ اسْكُنْ اَنْتَ وَزْوَجَكَ الْجَنَّةَ نَفْخْتَ فِيهِمَا مِنْ لَدْنِي رُوحَ الصَّدْقِ

অর্থাৎ ‘হে মরিয়ম! তুমি তোমার বন্ধু-বান্ধব সহ বেহেশ্তে প্রবেশ কর, আমি আমার তরফ হইতে তোমার মধ্যে নির্ণীত ও সত্যবাদিতার রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছি। খোদা তা’লা এই ইলহামে আমার নাম ‘রূহস-সিদ্ধক’ রাখিয়াছেন। ইহা-

فَنَفَخْنَا فِيهِمَا مِنْ رُّوْحِنَا

(সূরা তাহ্রীম: ১৩ আয়াত)

আয়াতের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থাৎ এই স্তুলে যেন রূপকভাবে মরিয়মের গর্ভে ঈসার রূহের প্রবেশ ঘটিল যাহার নাম ‘রূহস-সিদ্ধক’। অবশেষে উক্ত ঘট্টের ৫৫৬ পৃষ্ঠায় মরিয়মের গর্ভে যেই ঈসা ছিল তাহার জন্ম সম্পর্কে পুনরায় এই ইলহাম হয়-

يَا عِيسَى انِّي مَتَوفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَجَاعِلُ الدِّينِ اتَّبَعُوكَ فُوقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

এখানে আমার নাম ঈসা রাখা হইয়াছে এবং এই ইলহাম প্রকাশ করিয়া দিয়াছে যে, সেই ঈসার জন্ম হইয়া গিয়াছে যাহার রূহের ফুৎকার সম্বন্ধে ৪৯৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এই কারণে আমাকে ঈসা ইবনে মরিয়ম বলা হইয়াছে, কেননা মরিয়মি অবস্থা হইতে আমার ঈসায়ী অবস্থা খোদা তা’লার ফুৎকারের ফলে সৃষ্টি হইয়াছে। (গৃষ্ঠা-৪৯৬ ও ৫৫৬, বারাহীনে আহমদীয়া)

ସୂରା ଆତ ତାହରୀମେ ଏହି ଘଟନାକେଇ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀ ରୂପେ ବିଶ୍ଵଦଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ହିଁଯାଛେ ଯେ, ପ୍ରଥମେ ଏହି ଉମ୍ମତେର କୋନ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ମରିଯମ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ କରା ହିଁବେ, ଇହାର ପର ଏହି ମରିଯମେର ମଧ୍ୟେ ଈସା (ଆ.)-ଏର ରହ ଫୁଁକିଯା ଦେଓଯ ହିଁବେ । ସୁତରାଂ ତିନି ଏହି ମରିଯମୀ ଅବସ୍ଥାରପେ ଗର୍ତ୍ତେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳ ପ୍ରତିପାଳିତ ହିଁଯା ଈସା (ଆ.)-ଏର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଯ ଜନ୍ମଗହଣ କରିବେନ ଏବଂ ଏଇରୂପେ ତିନି ଈସା ଇବନେ ମରିଯମ ବଲିଯା ଅଭିହିତ ହିଁବେନ । ମୁହାମ୍ମଦୀ ଇବନେ ମରିଯମ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଇହା ସେହି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀ ଯାହା କୁରାଅନ ଶରୀଫେର ସୂରା ଆତ ତାହରୀମେ ଆଜ ହିଁତେ ତେରଶତ ବଂସର ପୂର୍ବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ହିଁଯାଛେ । ପୁନରାୟ ବାରାହୀନେ ଆହମଦୀଯାଯ ଖୋଦା ତାଲା ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟାଂ ତାହରୀମେର ଏହି ଆୟାତେର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଯା ଦିଯାଛେ । କୁରାଅନ ମଜୀଦ ବିଦ୍ୟମାନ ଆଛେ । ଏକଦିକେ କୁରାଅନ ମଜୀଦ ରାଖ ଓ ଅପରଦିକେ ‘ବାରାହୀନେ ଆହମଦୀଯା’ ରାଖ । ଅତଃପର ବିଚାର, ବୁଦ୍ଧି ଓ ତାକ୍ତ୍ୱଯାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିଯା ଦେଖ ଯେ, ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀର କଥା- ସୂରା ତାହରୀମେ ଉଲ୍ଲେଖ ଛିଲ ଅର୍ଥାତ୍ ‘ଏହି ଉମ୍ମତେଓ କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଯମ ବଲିଯା ଅଭିହିତ ହିଁବେନ, ଅତଃପର ମରିଯମ ହିଁତେ ଈସାର ସୃଷ୍ଟି ହିଁବେ ଯେନ ତାହା (ମରିଯମ) ହିଁତେ ଜନ୍ମାଭ କରିବେନ’- ବାରାହୀନେ ଆହମଦୀଯାର ଇଲହାମେ ତାହା କିଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁଯାଛେ! ଇହା କି ମାନୁଷେର କ୍ଷମତାଧୀନ? ଇହା କି ଆମାର ଅଧିକାରେ ଛିଲ? ଆର ଆମି କି କୁରାଅନ କରୀମ ନାୟିଲ ହିଁବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଛିଲାମ ଯେ, ଆମାକେ ଇବନେ ମରିଯମେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ଜନ୍ୟ କୋନ ଆୟାତ ନାୟିଲ କରିତେ ଅନୁରୋଧ କରିତ ଯାହାତେ ଆମାର ବିରଳଦେ ଏହି ଆପନ୍ତିର ଖଣ୍ଡନ କରା ଯାଇତେ ପାରେ ଯେ, ‘କେନ ଆମାକେ ଇବନେ ମରିଯମ ବଲା ହିଁଲ?’ ଆଜ ହିଁତେ ବିଶ-ବାଇଶ ବଂସର ବରାଂ ଆରା ଅଧିକକାଳ ପୂର୍ବେ କି ଆମାର ପକ୍ଷେ ଏଇରପ ପରିକଳ୍ପନା ତୈରି କରା ସନ୍ତ୍ବନ୍ଧପର ଛିଲ ଯେ, ଆମି ନିଜ ହିଁତେ ଇଲହାମ ଗଡ଼ିଯା ପ୍ରଥମେ ଆମାର ନାମ ମରିଯମ ରାଖିତାମ ଏବଂ ଆରା ଅଗ୍ରସର ହିଁଯା ମିଥ୍ୟା ଇଲହାମ ରଚନା କରିତାମ ଯେ, ପ୍ରଥମ ଯୁଗେ ମରିଯମେର ନୟାଯ ଆମାର ମଧ୍ୟେ ଈସାର ରହ ଫୁଁକିଯା ଦେଓୟା ହିଁଯାଛେ ଏବଂ ଅବଶେଷେ ବାରାହୀନେ ଆହମଦୀଯା ଗ୍ରହେର ୫୫୬ ପୃଷ୍ଠାଯ ଇହା ଲିଖିଯା ଦିତାମ ଯେ, ‘ଏଥନ ଆମି ମରିଯମ ହିଁତେ ଈସାତେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହିଁଯାଛି’ ।

ହେ ବସ୍ତୁଗଣ! ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଖୋଦାକେ ଭୟ କର । ଇହା କଖନେ ମାନୁଷେର କର୍ମ ନହେ । ଏହି ସକଳ ସୂର୍ଯ୍ୟତତ୍ତ୍ଵ ମାନୁଷେର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧାରଣାର ଅତୀତ । ଆଜ ହିଁତେ ବଞ୍ଚିପୂର୍ବେ ବାରାହୀନେ ଆହମଦୀଯା ଗ୍ରହ ରଚନାକାଳେ ଯଦି ଏଇରପ ଅଭିସନ୍ଧି ଆମାର କଳ୍ପନାଯ ଆସିତ, ତବେ ସେହି ଗ୍ରହେଇ ଆମି କେନ ଏହି କଥା ଲିଖିତାମ ଯେ, ଈସା-

মসীহ ইবনে মরিয়ম আকাশ হইতে দ্বিতীয়বার আগমন করিবেন? কিন্তু যেহেতু খোদা তা'লা জনিতেন যে, পূর্ব হইতে রহস্যটি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে এই প্রমাণটি দুর্বল হইয়া পড়িবে। তাই যদিও তিনি বারাহীনে আহমদীয়ার তৃতীয় খণ্ডে আমার নাম মরিয়ম রাখিয়াছেন, এইরপেই যেমন ঐ গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হয় যে, আমি দুই বৎসর যাবৎ মরিয়ম-রূপ অবস্থায় প্রতিপালিত হইয়া পর্দার আড়ালে বর্ধিত হইতেছিলাম, অতঃপর এই অবস্থায় দুই বৎসর অতিবাহিত হইলে মরিয়মের ন্যায় আমার মধ্যেও ঈসা (আ.)-এর রূহ ফুঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং রূপকভাবে আমাকে গর্ভবতী নির্দেশ করা হইয়াছে (বারাহীনে আহমদীয়া: চতুর্থ খণ্ড, ৪৯৬ পৃষ্ঠা), অবশেষে কয়েকমাস পরে, যাহা দশ মাসের অধিক হইবে না, এই ইলহাম দ্বারা যাহা সর্বশেষ ‘বারাহীনে আহমদীয়া’ চতুর্থ খণ্ড ৫৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, আমাকে মরিয়ম হইতে ঈসাতে পরিণত করা হইয়াছে। সুতরাং এইরপেই আমি ঈসা ইবনে মরিয়ম হইয়াছি।

বারাহীনে আহমদীয়া’ গ্রন্থ প্রণয়নকালে এই নিগৃঢ় রহস্যের কথা খোদা তা'লা আমাকে জ্ঞাত করেন নাই— অথচ এই রহস্য সংক্রান্ত যাবতীয় ওহীই আমার উপর অবর্তীণ হইয়াছিল এবং ঐ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু আমাকে ইহার তাৎপর্য এবং শৃঙ্খলার বিষয় জ্ঞাত করা হয় নাই। এই কারণেই আমি ঐ গ্রন্থে মুসলমানদের প্রচলিত আকীদাই লিখিয়া দিয়াছিলাম যেন আমার সরলতা ও অকপ্টতার বিষয়ে উহা সাক্ষী হয়। আমার ঐ লিখা ইলহামী উক্তি ছিল না বরং প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী তাহা ছিল, বিরুদ্ধবাদীগণের জন্য উহা সনদযোগ্য নহে। কারণ, আমি নিজের পক্ষ হইতে কোন অদৃশ্য বিষয় জানার দাবী করি না, যে পর্যন্ত না খোদা তা'লা স্বয়ং আমাকে সেই বিষয় জ্ঞাত করেন। সুতরাং তদবধি আল্লাহর হিকমত ও উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, ‘বারাহীনে আহমদীয়া’ গ্রন্থের কোন কোন ইলহামী রহস্য আমার নিকট দুর্বোধ্য থাকে, কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে ঐ সকল রহস্যের তাৎপর্য আমাকে বুঝানো হইল। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, এইরপে মসীহ মওউদ হইবার আমার এই দাবী কোন নৃতন বিষয় নহে। ইহা সেই দাবী যাহা ‘বারাহীনে আহমদীয়া’ গ্রন্থে বার বার স্পষ্ট ভাষায় লিখা হইয়াছে। এস্তে আমি আর একটি ইলহামেরও উল্লেখ করিতেছি। ঐ ইলহামটি আমি আমার অন্য কোন পুস্তিকায় বা ইশ্তেহারে প্রকাশ করিয়াছি কিনা তাহা আমার স্মরণ নাই, কিন্তু

একথা স্মরণ থাকে যে, শত শত লোককে উহা আমি শুনাইয়াছিলাম এবং  
আমার সংরক্ষিত ইলহামসমূহের মধ্যে ইহা বর্তমান আছে। ইহা এই সময়ের  
ইলহাম, যখন খোদা তা'লা আমাকে মরিয়াম উপাধি দান করেন এবং উহার  
পরে রূহ ফুৎকারের বিষয়ে ইলহাম করেন। অতঃপর এই ইলহাম হয়-

فاجأه المخاض الى جذع النخلة قالت ياليتني مت قبل هذا و كنت نسيانا

‘অতঃপর প্রসব বেদনা মরিয়মকে অর্থাৎ এই অধমকে, খেজুর বৃক্ষের দিকে  
লইয়া আসিল। অর্থাৎ জনসাধারণ, অঙ্গ লোক ও অবুবা আলেমগণের  
সংস্পর্শে আনিয়া দিল যাহাদের নিকট ঈমানের ফল ছিল না, যাহারা কুরুীর  
ফতওয়া দিয়াছিল, অবজ্ঞা-অবমাননা করিল, গালাগালি করিল এবং শক্রতার  
এক ঝড় উঠাইল। তখন মরিয়ম বলিল, ‘হায়! আমি যদি এর আগে মৃত্যুবরণ  
করিতাম এবং আমার নাম-নিশানাও যদি বাকি না থাকিত! ইহা সেই  
বিক্ষেপের প্রতি ইঙ্গিত, যাহা শুরুতে মৌলভীদের পক্ষ হইতে সমবেতভাবে  
উথিত হইয়াছিল। তাহারা আমার এই দাবী সহ্য করিতে না পারিয়া প্রত্যেক  
উপায়ে আমাকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে। অঙ্গ লোকদের এইরূপ হৈ হুঁচোড়  
দেখিয়া আমার মনে তখন যে বেদনা ও কষ্ট হইয়াছিল, খোদা তা’লা এখনে  
উহার চিত্র অংকিত করিয়া দিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আরও ইলহাম ছিল, যথা-

لقد جئت شيئاً فرياً - ما كان ابوك امرء سوء وما كانت أمك بغيا

ইহার সঙ্গে আরও একটি ইলহাম ‘বারাহীনে আহমদীয়া’ গ্রন্থের ৫২১ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে উহা এই—

اليس الله بكاف عبده ولنجعله اية للناس  
ورحمة منا و كان امرا مقتضيا - قول الحق الذى فيه تمترون

(বারাহীনে আহমদীয়া-এর ৫১৬ পৃষ্ঠায় ১২ ও ১৩ ছত্র দ্রষ্টব্য)

ଅନୁବାଦ: “ଏବଂ ଲୋକେରା ବଲିଲ, ’ହେ ମରିଯାମ! ତୁମি ଏକି ଅସଂଗତ ଓ ସ୍ଵର୍ଗୀୟ କର୍ମ କରିଯାଉ ଯାହା ସାଧୁତାର ପରିପଥ୍ତି! ତୋମାର ପିତା ଓ ତୋମାର ମାତା ତୋ ଏହିରପାଇଁ ଛିଲେନ ନା.\* କିନ୍ତୁ ‘ଖୋଦା ତା’ଲା ତାହାର ବାନ୍ଦାକେ ଏହି ସକଳ ଅପବାଦ ହାଇତେ

\* নোট-এই ইলহাম প্রসঙ্গে আমার স্মরণ হইল যে, বাটীলাতে ফয়ল শাহ কিংবা মেহের শাহ নামীয় জনৈক সৈয়দ ছিলেন। আমার পিতার সহিত তাঁহার অত্যন্ত ভালবাসা

মুক্ত করিবেন। আমরা তাহাকে (অর্থাৎ এই দাবীকারককে) মানবের জন্য এক নির্দশন করিব, এবং ইহা আদিকাল হইতেই অবধারিত ছিল এবং এইরূপই হইবার ছিল। এই হইল ঈসা ইবনে মরিয়ম যাহাকে লোকে সন্দেহ করিতেছে। ইহাই সত্যবাদী। এগুলি সবই “বারাহীনে আহমদীয়া” গ্রন্থের উদ্ধৃতি এবং এই ইলহাম মূলত কুরআন শরীফের আয়াত যাহা হয়রত ঈসা ও তাঁহার মাতার সম্বন্ধে অবর্তীর্ণ হইয়াছিল। যে ঈসাকে লোকে জারজ সন্তান বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে তাঁহার সম্বন্ধেই আল্লাহ তা'লা এই সমস্ত আয়াতে বলিতেছেন যে, ‘আমরা তাহাকে আমাদের এক নির্দশন করিব।’ এই সেই ঈসা যাহার প্রতীক্ষা করা হইতেছিল। ইলহামী ভাষায় মরিয়ম এবং ইবনে মরিয়ম দ্বারা আমাকেই বুঝাইতেছে। আমারই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ‘আমরা তাহাকে নির্দশন করিব’ এবং আরও বলা হইয়াছে, এই সেই ঈসা ইবনে মরিয়ম যাহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। মানুষ যাহার প্রতি সন্দেহ পোষণ করিতেছে, ইনিই সত্যবাদী। যাহার আগমনের কথা ছিল, এই ব্যক্তিই তিনি। মানুষের সন্দেহ কেবল অজ্ঞতাপ্রসূত। তাহারা বাহ্যিকতার উপাসক, খোদা তা'লার রহস্যাবলী বুঝিতে পারে না এবং প্রকৃত তত্ত্বের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নাই।

ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে, স্বৰ্বা ফাতেহার মহান উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে—

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

এই দোয়াটি অন্যতম। যে স্ত্রে ইঞ্জিলের দোয়ায় রুটি চাওয়া হইয়াছে, সেই স্ত্রে এই দোয়ায় খোদা তা'লার নিকট হইতে এই সমুদয় ‘নেয়ামত প্রার্থনা করা হইয়াছে যাহা পূর্বকালের রসূল ও নবীগণকে দেওয়া হইয়াছিল। এই তুলনাটিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এবং যেমন হয়রত মসীহুর দোয়া গৃহীত হওয়ার ফলে খ্রিস্টানদের খাদ্যদ্রব্যের সংস্থান প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে তদ্বপুর কুরআন শরীফের এই দোয়া আঁ-হয়রত (সা.)-এর মাধ্যমে গৃহীত হওয়ার

\* চলমান: ও হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। আমার মসীহ মওউদ হইবার দাবীর সংবাদ কেহ তাহার নিকট পৌছাইলে তিনি খুব কাঁদিলেন এবং বলিলেন, ‘তাহার পিতা অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন,’ অর্থাৎ মিথ্যা প্রবেশনা হইতে দ্রুরে এবং সরল ও পবিত্র চিত্ত মুসলমান ছিলেন। তদ্বপুর আরও অনেকে বলিয়াছিল যে, তুমি এইরূপ দাবী করিয়া তোমার বংশকে কলংকিত করিয়াছ।

ফলে সৎ ও পুণ্যবান মুসলমান হইয়াছেন, বিশেষত তাহাদের মধ্যে সিদ্ধ-পুরুষগণ বনী ইসরাইল জাতির নবীগণের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হইয়াছেন। বক্ষত এই উম্মতের মধ্য হইতে মসীহ মাওউদের জন্ম হওয়াও এই দোয়াই ফল। কারণ, যদিও অপ্রকাশ্যভাবে বহু সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তি বনী ইসরাইল জাতীর নবীগণের সাদৃশ্য লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই উম্মতের মসীহ মাওউদকে প্রকাশ্যভাবে খোদা তা'লার আদেশ ও ভুকুমে ইসরাইলী মসীহৰ বিপরীতে দণ্ডয়মান করা হইয়াছে, যেন হ্যরত মুসা (আ.) ও হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সিলসিলার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যায়। এই উদ্দেশ্যেই এই মসীহকে ইবনে মরিয়মের সহিত সাদৃশ্য করা হইয়াছে। এমনকি এই ইবনে মরিয়মের বিপদাবলীও ইসরাইলী ইবনে মরিয়মের ন্যায়ই উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমত ঈসা ইবনে মরিয়মকে যেমন খোদা তা'লার ফুৎকারে সৃষ্টি করা হইয়াছিল তদ্বপ এই মসীহও সূরা তাহ্রীমের প্রতিশ্রূতি অনুযায়ী কেবল খোদা তা'লার ফুৎকারেই মরিয়মের গর্ভ হইতে জন্মলাভ করিয়াছেন। ঈসা ইবনে মরিয়মের জন্মগ্রহণে যেমন অনেক সোরগোল উঠিয়াছিল এবং অন্ধ বিরংদ্বিদীগণ মরিয়মকে বলিয়াছিল **لَقَدْ جِئْتِ سَيِّدَ فَرِيَّ** [অর্থাৎ তুমি নিশ্চয় অত্যন্ত জন্ম্য কাজ করিয়াছ- অনুবাদক (সূরা মরিয়ম: ২৮ আয়াত)]। সেইরূপ এইস্থলেও এরূপ বলা হয়েছে এবং কেয়ামত সদৃশ্য বিক্ষেভ প্রদর্শন করা হইয়াছে যেমন ইস্রাইলী মরিয়মের প্রসবের সময় খোদা তা'লা বিরংদ্বিদীগণকে ঈসা (আ.) সম্বন্ধে উত্তর দিয়াছেন-

**وَلَنْجَعَلَهُ أَيّْهَ لِلشَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَفْضِيًّا**

(সূরা মরিয়ম: ২২ আয়াত)

[অর্থাৎ (ইহা এই জন্য করিব) যে, আমরা তাহাকে আমাদের তরফ হইতে মানুষের জন্য এক নির্দর্শন এবং রহমতের কারণ করি; এবং ইহাই তকদীরে অবধারিত হইয়া আছে।- অনুবাদক]

তদ্বপ আমার সম্বন্ধেও খোদা তা'লা আমার আধ্যাত্মিক প্রসবের সময়, যাহা রূপকভাবে সংঘটিত হইয়াছিল, ‘বারাহীনে আহমদীয়া’ গ্রন্থে বিরংদ্বিদীগণকেও ঠিক এই উত্তরই দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে বলিয়াছেন যে, “তোমরা তোমাদের প্রতারণা দ্বারা তাহাকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। আমি তাহাকে মানবের জন্য রহমতের নির্দর্শন করিব এবং এইরূপ হওয়া

আদিকাল হইতে অবধারিত ছিল।” অতঃপর ইহুদি আলেমগণ হ্যরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি যেরূপ তক্ষীরের (কুফুরীর) ফতওয়া দিয়াছিল এবং এক দুষ্ট ইহুদি পশ্চিত সেই ফতওয়ার পাশ্বলিপি প্রস্তুত করিয়াছিল এবং অন্যান্য পশ্চিতগণ তাহাতে রায় দিয়াছিল, এমনকি বায়তুল মুকাদ্দাসের শত শত আলেম-ফাযেল, যাহাদের অধিকাংশ আহলে-হাদীস (হাদীসপশ্চি) ছিল, হ্যরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি কুফুরীর মোহর (স্বাক্ষর যুক্ত অভিমত) দিয়াছিল\* আমার

টীকা: হ্যরত ঈসা (আ.)-এর যুগে ইহুদিগণ বহু ফিরকায় বিভক্ত হইলেও যাহাদিগকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিবেচনা করা হইত, তাহারা দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। প্রথমত তাহারা যাহারা তওরাতের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহারা তওরাতকে ভিন্ন করিয়া উহা হইতেই সমস্ত মাসায়েল (ধর্মকর্ম বিষয়ক নিয়মাবলী) সংগ্রহ করিয়া লইত। দ্বিতীয়ত আহলে হাদীস ফেরকা যাহারা তওরাতের উপর হাদীসকে কার্য (বিচারক) বলিয়া মনে করিত। এই আহলে হাদীস সম্প্রদায় ইসরাইলী দেশে বহু বিস্তৃত লাভ করিয়াছিল এবং তাহারা এরূপ হাদীসসমূহের উপর আমল করিত, যেগুলির অধিকাংশ তওরাত বিরোধী ও বিপরীত ছিল। তাহাদের যুক্তি এই ছিল যে, কোন কোন মাসায়েল যথা-ইবাদত, আদান-প্রদান এবং আইনের ব্যবস্থা তওরাতে পাওয়া যায় না এবং এইরূপ বিষয় সম্বন্ধে হাদীস হইতেই জ্ঞান লাভ হয়। তাহাদের হাদীস গ্রন্থের নাম ছিল ‘তাল্মুদ’। উহাতে প্রত্যেক নবীর যুগের হাদীসসমূহ উল্লিখিত ছিল, কিন্তু ঐ সকল হাদীস দীর্ঘকাল যাবত মৌখিকভাবে প্রচলিত ছিল এবং দীর্ঘকাল পর ঐগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়। এই কারণেই উহাদের সহিত কতক মওয়ায়তও (উপযুক্ত প্রমাণবিহীন বা ভ্রান্তিমূলক বিষয়ও) মিশ্রিত হইয়া পড়ে। ঐ সময় ইহুদিগণ ৭৩ ‘ফেরকায়’ বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং প্রত্যেক ফেরকায়ই নিজেদের পৃথক পৃথক হাদীস ছিল, মোহাদ্দিসগণের তওরাতের প্রতি মনযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা হাদীসের উপর আমল করিত- তওরাত যেন পরিত্যক্ত ও বির্জিত বস্তুতে পরিগত হইয়াছিল। তওরাতের মীমাংসা হাদীস অনুযায়ী হইলে তাহা পালন করিত, নতুবা তাহা পরিত্যাগ করিত অতঃপর ঐরূপ যুগে হ্যরত ঈসা (আ.) আবির্ভূত হন। তাঁহার লক্ষ্য বিশেষ করিয়া সেই মোহাদ্দিসগণের প্রতিই ছিল যাহারা তওরাত অপেক্ষা ঐ সমস্ত হাদীসকে অধিক সম্মানের চক্ষে দেখিত। নবীগণের লিপিতে পূর্ব হইতেই সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, যখন ইহুদিরা বহুদলে বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং তাহারা খোদা তাঁ'লার কেতাব ছাড়িয়া তৎপরিবর্তে হাদীসের উপর আমল করিবে, তখন তাহাদিগকে এক ন্যায়-নিষ্ঠ হাকেম (বিচারক) প্রদান করা হইবে। তাঁহার নাম মসীহ হইবে। কিন্তু তাহারা (ইহুদিগণ) তাঁহাকে গ্রহণ করিবে না। অবশেষে তাহাদের উপর ভীষণ আঘাত অবতীর্ণ হইবে এবং সেই আঘাতই ছিল প্লেগ। নাউয়ুবিল্লাহ মিনহা, (অর্থাৎ- এইরূপ আঘাত হইতে আমরা খোদা তাঁ'লার আশ্রয় প্রার্থনা করি)।

প্রতিও অবিকল এইরূপ ব্যবহারই করা হইয়াছে, যেমন- হ্যরত সোসা (আ.)-  
এর প্রতি ধর্মদোহিতার এই ফতওয়া দেওয়ার ফলে তাহাকে ভীষণ উৎপীড়ন  
করা হইয়াছিল, জঘন্য গাল মন্দ দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহার বিরংদে ব্যঙ্গ  
কবিতা ও কুবাক্যপূর্ণ পুস্তকাদি রচনা করা হইয়াছে- এখানে (আমার সম্বন্ধে)  
একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। যেন আঠার শত বৎসর পর সেই সোসার  
জন্ম হইয়াছে এবং সেই ইহুদি পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। হায়!  
**غَيْرُ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ مُنْضُوبٌ**  
সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণীর এই অর্থই ছিল যাহা খোদা তাঁলা  
পূর্ব হইতেই বুবাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এই সকল লোক ইহুদিদিগের  
এর ন্যায় দশা-গত্ত না হওয়া পর্যন্ত দৈর্ঘ্য অবলম্বন করিল না। এই সাদৃশ্যের  
এক ইট খোদা তাঁলা স্বহস্তে এই রূপে সংস্থাপন করিলেন যে, ঠিক চৌদ  
শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি আমাকে ইসলামী মসীহ করিয়া প্রেরণ করিয়াছে, যেরূপ  
ইসা ইবনে মরিয়ম চৌদ শতাব্দীর শুরুতে আগমন করিয়াছিলেন। খোদা  
তাঁলা আমার জন্য মহা পরাক্রমশালী নির্দর্শন প্রদর্শন করিতেছেন। আকাশের  
নিচে কোন বিরংদ্বিবাদী মুসলমান, ইহুদি, খ্রিস্টান প্রভৃতি অন্য কাহারও ক্ষমতা  
নাই যে, এইগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। দুর্বল, তুচ্ছ মানব খোদা তাঁলার সহিত  
প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বা কিরণে করিতে পারে। ইহা তো সেই বুনিয়াদী ইট যাহা  
খোদা তাঁলার পক্ষ হইতে রাখা হইয়াছে। এই যে ব্যক্তিই ইহা ভাসিতে  
চাহিবে সে-ই অকৃতকার্য হইবে। কিন্তু এই ইট যখন ঐ ব্যক্তির উপর পতিত  
হইবে, তখন তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া দিবে। কেননা, এই ইটও খোদার  
এবং হাতও খোদার। ইহার বিরংদে আর এক ইট আমার বিরংদ্বচারীগণ প্রস্তুত  
করিয়া রাখিয়াছে যেন তাহারা আমার সহিত ঐরূপ কার্য করে যাহা তৎকালীন  
ইহুদিগণ করিয়াছিল। এমনকি আমাকে ধ্বংস করিবার জন্য এক খুনের  
মোকদ্দমা বানানো হইয়াছিল যাহার সম্বন্ধে আমার খোদা পূর্বেই আমাকে  
সংবাদ দিয়াছিলেন। আমার বিরংদে যে মোকদ্দমা বানানো হইয়াছিল,  
তাহা হ্যরত সোসা ইবনে মরিয়মের মোকদ্দমা অপেক্ষা অধিক মারাত্মক ছিল।  
কেননা তাঁহার বিরংদে যে মোকদ্দমা করা হইয়াছিল, তাহার ভিত্তি কেবলমাত্র  
ধর্মীয় মতবৈষম্যের উপর ছিল যাহা বিচারকের নিকট এক সামান্য বিষয় ছিল,  
বরং কিছুই ছিল না; কিন্তু আমার বিরংদে যে মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছিল  
উহা হত্যার ব্যবস্থা করার দাবী ছিল। এবং মসীহী মোকদ্দমায় যেমন ইহুদি  
মৌলবীগণ সাক্ষ্য দিয়াছিল, তদ্বপ্ত আমার বিরংদে এই মোকদ্দমাতেও

ମୌଲବୀଦେର ମଧ୍ୟ ହିତେ କାହାରଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଓଯା ଆବଶ୍ୟକ ଛିଲ । ତାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଜନ୍ୟ ଖୋଦା ତା'ଳା ମୌଲବୀ ମୋହାମ୍ମଦ ହୁସେନ ବାଟାଲବୀକେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଲେନ । ତିନି ଏକ ଲୟା ଜୁବାପ ପରିଧାନ କରିଯା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିତେ ଆସିଲେନ । ମୁଁକେ ତୁମେ ଦିବାର ଜନ୍ୟ ସରଦାର କାହେନ ସେମନ ଆଦାଲତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିତେ ଆସିଯାଛିଲ, ଅନ୍ତରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଓ ଉପସ୍ଥିତ ହିଲ । ପରେଦ ଶୁଣୁ ଏହି ଛିଲ ଯେ, ସରଦାର କାହେନ ପୀଲାତେର ଆଦାଲତେ ଆସନ ପାଇଯାଛିଲ, କାରଣ ଇହଦିଦେର ସନ୍ତ୍ରାନ୍ତ ଓ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣକେ ରୋମାନ ଗର୍ଭନର୍ମେନ୍ଟ ଆଦାଲତେ ବସିତେ ଆସନ ଦିତେନ ଏବଂ ତାହାଦେର ମଧ୍ୟେ କେହ କେହ ଅବୈତନିକ ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଓ ଛିଲେନ । ତାଇ ସରଦାର କାହେନ ଆଦାଲତେର ନିୟମାନ୍ୟାଯୀତି ଆସନ ପାଇଯାଛିଲ ଏବଂ ମୁଁକ୍ ଇବ୍ନେ ମରିଯମ ଏକ ଅପରାଧୀର ନ୍ୟାୟ ଆଦାଲତେର ସମ୍ମୁଖେ ଦଙ୍ଗାଯାନ ଛିଲେନ । କିନ୍ତୁ ଆମାର ମୋକଦ୍ଦମ୍ୟ ଇହାର ବିପରୀତ ହିଯାଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତଦେର ଆଶାର ବିପରୀତ କାଞ୍ଚାନ ଡଗଲାସ, ଯିନି ପୀଲାତେର ସ୍ତଲେ ବିଚାରାସନେ ଉପବିଷ୍ଟ ଛିଲେନ, ଆମାକେ ଆସନ ଦାନ କରିଲେନ ଏବଂ ଏହି ପୀଲାତ (ଅର୍ଥାତ୍ କାଞ୍ଚାନ ଡଗଲାସ) ମୁଁକ୍ ଇବ୍ନେ ମରିଯମେର ଯୁଗେର ପିଲାତ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ସୁନ୍ନିତପରାଯଣ ବଲିଯା ପ୍ରମାଣିତ ହିଲେନ । କେନନା ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ତିନି ସାହସ ଓ ଧୈର୍ୟ ସହକାରେ ନ୍ୟାୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିଲେନ, ଅଧିକନ୍ତେ ତିନି ସୁପାରିଶେରେ କୋନ ପରାଯା କରିଲେନ ନା ଏବଂ ସ୍ଵଜାତି ଓ ସ୍ଵଧର୍ମର ଭାବନାଓ ତାହାର ମଧ୍ୟେ କୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଲ ନା । ତିନି ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ସୁବିଚାର କରିଯା ଏମନ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଲେନ ଯେ, ଯଦି ତାହାକେ ଜାତିର ଗୌରବ ଓ ବିଚାରପତିଗଣେର ଆଦର୍ଶ ବଲା ହୁଏ, ତାହା ହିଲେ ଅତ୍ୟକ୍ତି କରା ହିବେ ନା । ନ୍ୟାୟ-ବିଚାର ଏକ ସୁକାର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟାପାର । ଯାବତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ହିତେ ବିଚିନ୍ନ ହିଯା ବିଚାର ଆସନେ ନା ବସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନୁଷ କଥନଓ ଏହି କର୍ତ୍ୟ ଉତ୍ତରକୁପେ ସମାଧା କରିତେ ପାରେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆମରା ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିତେଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ମାନ ପୀଲାତ ଏହି କର୍ତ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିଯାଛେ ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ପୀଲାତ ଯିନି ରୋମାନ ଛିଲେନ, ଏହି କର୍ତ୍ୟ ଉତ୍ତରକୁପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିତେ ପାରେନ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାର ଭୀରୁତାର ଫଳେ ମୁଁକ୍କେ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିତେ ହିଯାଛିଲ । ଏହି ପରେଦଟି ଦୁନିଆ କାହେମ ଥାକା ଅବଧି ଆମାଦେର ଜାମାତେ ସ୍ମରଣୀୟ ହିଯା ଥାକିବେ ଏବଂ ଯତଇ ଏହି ଜାମାତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକେର ମଧ୍ୟେ ବିସ୍ତୃତ ହିଯା ପଡ଼ିବେ, ତତଇ ପ୍ରଶଂସାର ସହିତ ଏହି ନ୍ୟାୟ-ପରାଯଣ ବିଚାରକେର ଆଲୋଚନା ହିତେ ଥାକିବେ ଏବଂ ଇହା ତାହାର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ, ଖୋଦା ତା'ଳା ତାହାକେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଜନ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ କରିଯାଛେ । ଏକଜନ ବିଚାରକେର ଜନ୍ୟ ଇହା କିରନ୍ପ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ତଳ

যে, দুই পক্ষ তাহার সম্মুখে উপস্থিত, তন্মধ্যে একপক্ষ তাহার স্বধর্মের মিশনারী এবং অপর পক্ষ তাহার ধর্মের বিরুদ্ধাচরণকারী। তাহার নিকট বর্ণনা করা হয় যে, প্রতিপক্ষ তাহার ধর্মের ঘোরবিরোধী, কিন্তু এই নির্ভিক পীলাত (অর্থাৎ কাঞ্চন ডগলাস) বড়ই ধৈর্য ও স্থিরতার সহিত এই পরীক্ষায় অবিচল ছিলেন। তাহাকে (প্রতিপক্ষের) ঐ সমস্ত পুস্তকের সেই অংশগুলিও দেখানো হইয়াছিল যাহা জ্ঞানের স্বল্পতার দরুণ খ্রিস্ট ধর্মের প্রতি কঢ়ুকি মনে করা হইত এবং এইরপে এক বিরুদ্ধ আন্দোলন তৈরী করা হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাহার চেহারায় কোন পরিবর্তন দেখা দেয় নাই, কারণ তিনি তাহার জ্যোতিষ্মান বিবেকের সাহায্যে প্রকৃত সত্যে পৌছিয়া গিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি সরল অন্তঃকরণে মোকদ্দমার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাই খোদা তাঁলা তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন ও তাহার হৃদয়ে সত্যিকার বিষয় ইলহাম করিয়াছিলেন এবং প্রকৃত সত্য তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। তিনি ইহাতে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন যে, সুবিচারের পথ তাহার দ্রষ্টিগোচর হইল। ন্যায়ের খাতিরেই তিনি বাদীর মোকাবেলায় আমাকে চেয়ার দিলেন, এবং যখন মৌলবী মোহাম্মদ হসেন (বাটালবী) সরদার কাহেনের ন্যায় বিরোধিতামূলক সাক্ষ্য দিতে আসিয়া আমাকে চেয়ারে উপবিষ্ট দেখিতে পাইল এবং আমার যে অর্মার্দা দেখিবার জন্য তাহার চক্ষু লালায়িত ছিল, তাহা দেখিতে পাইল না, তখন সমর্মাদা লাভকেই আশীর্বাদ মনে করিয়া বর্তমান পীলাতের (কাঞ্চন ডগলাসের) নিকট সে আসন প্রার্থনা করিল। কিন্তু এই পিলাত তিরক্ষারের সাথে তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, “তোমাকে ও তোমার বাপকে কখনও আসন দেওয়া হয় নাই এবং আমার অফিসে তোমাকে আসন দেওয়ার জন্য কোন নির্দেশ নাই।”

এখানে এই প্রভেদটিও প্রণিধানযোগ্য যে, প্রথম পীলাত ইহুদিদিগকে ভয় করিয়া তাহাদের কোন কোন সম্ভ্রান্ত সাক্ষীকে আসন দিয়াছিলেন এবং হ্যরত মসীহকে, যিনি অপরাধীরপে আনীত হইয়াছিলেন, দণ্ডযামান রাখিয়াছিলেন, অথচ তিনি মনে প্রাণে মসীহৰ মঙ্গলাকাংঠী ছিলেন বরং তাহার শিশ্যের ন্যায় ছিলেন এবং তাহার স্ত্রী মসীহৰ এক বিশিষ্ট শিষ্যা ছিলেন যিনি ওলীউল্লাহ বলিয়া অভিহিত হইতেন। কিন্তু ভয় ও ভীতি তাহাকে এইরূপ কার্য করিতে বাধ্য করিল যে, তিনি নির্দোষ মসীহকে অন্যায়ভাবে ইহুদিদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমার ন্যায় (তাহার বিরুদ্ধে) কোন খুনের অভিযোগ ছিল না,

କେବଳ ସାଧାରଣ ରକମେର ଧର୍ମ-ବୈସମ୍ୟ ଛିଲ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରୋମାନ ପୀଲାତ ମନେର ବଲେ ବଲୀଯାନ ଛିଲେନ ନା । ରୋମ ସମ୍ବାଟେର ନିକଟ ତାହାର ବିରଦ୍ଧେ ଅଭିଯୋଗ କରା ହିଁବେ ଶୁନିଯା ତିନି ଭୀତ ହିଁଯା ପଡ଼ିଲେନ । ପ୍ରଥମ ପୀଲାତ ଆର ଏହି ପୀଲାତେର ମଧ୍ୟେ ସ୍ମରଣୟୋଗ୍ୟ ଆର ଏକଟି ସାଦଶ୍ୟ ଏହି ଯେ, ମୁଁହ ଇବନେ ମରିଯମକେ ଆଦାଲତେ ଉପସ୍ଥିତ କରା ହିଁଲେ ପ୍ରଥମ ପୀଲାତ ଇହୁଦିଦିଗକେ ବଲିଯାଛିଲେନ, “ଆମି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟେ କୋନ ଅପରାଧ ଦେଖିତେ ପାଇତେଛି ନା”, ତନ୍ଦ୍ରପ ଶେଷ ଯୁଗେର ମୁଁହ ଯଥନ ଶେଷ ଯୁଗେର ପିଲାତେର ସମ୍ମୁଖେ ଉପସ୍ଥିତ ହିଁଲେନ ଏବଂ ଏହି ମୁଁହ ବଲିଲେନ ଯେ, ‘ଆମାକେ ଜବାବ ଦେଓଯାର ଜନ୍ୟ କିଛୁ ସମୟ ଦେଓଯା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆମାର ବିରଙ୍ଗକେ ଖୁନେର ଅଭିଯୋଗ ଆନା ହିଁଯାଛେ’, ତଥନ ଏହି ଯୁଗେର ପୀଲାତ ବଲିଲେନ, ‘ଆମି ଆପନାକେ କୋନ ଅପରାଧେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରି ନାହିଁ ।’

ଉତ୍ତର ପୀଲାତେର ଏହି ଦୁଇଟି ଉତ୍କି ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପ । ଯଦି ପ୍ରଭେଦ ଥାକେ ତବେ ଶୁଦ୍ଧ ଏହି ଯେ, ପ୍ରଥମ ପୀଲାତ ଆପନ କଥାର ଉପର କାଯେମ ଥାକିତେ ପାରେନ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଥନ ତାହାକେ ବଲା ହିଁଲ ଯେ, ରୋମାନ ସମ୍ବାଟେର ସମୀପେ ତାହାର ବିରଙ୍ଗକେ ଅଭିଯୋଗ କରା ହିଁବେ, ତଥନ ତିନି ଭୀତ ହିଁଯା ପଡ଼େନ ଏବଂ ହୟରତ ମୁଁହଙ୍କେ ରଙ୍ଗ ପିପାସୁ ଇହୁଦିଦେର ହାତେ ସେଚାଯ ସମର୍ପଣ କରେନ, ଯଦିଓ ତିନି ଐରୂପ ସମର୍ପଣେ ମନକୁଣ୍ଠ ଛିଲେନ ଏବଂ ତାହାର ଶ୍ରୀ ମନକୁଣ୍ଠା ଛିଲେନ । କାରଣ ତାହାରା ଉତ୍ତରେଇ ମୁଁହରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଙ୍ଗ ଛିଲେନ, କିନ୍ତୁ ଇହୁଦିଦେର ଭୟାନକ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିଯା ଭୀତ ହିଁଯା ପଡ଼ିଯାଛିଲେନ । ଅବଶ୍ୟ ମୁଁହଙ୍କେ କୁଶ ହିଁତେ ବାଁଚାଇବାର ଜନ୍ୟ ତିନି ଗୋପନେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଯାଛିଲେନ ଏବଂ ଇହାତେ ତିନି ସଫଳକାମଓ ହିଁଯାଛିଲେନ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସବ କିଛୁ ତିନି କରିଯାଛିଲେନ ମୁଁହଙ୍କେ କୁଶେ ଚଢାଇବାର ପର, ମୁଁହ କଠୋର ଯତ୍ରଗାୟ ମୁଚ୍ଚିତ ହିଁଯା ମୃତ ଥାଯ ହିଁଲେ ପର ।

ଯାହା ହଟକ, ରୋମାନ ପୀଲାତେର ଚେଷ୍ଟାଯ ମୁଁହ ଇବନେ ମରିଯମେର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହିଁଯାଛିଲ ଏବଂ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧେ ପୂର୍ବ ହିଁତେହି ମୁଁହଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହୀତ ହିଁଯାଛିଲ ।\* (ଇବ୍ରିୟ : ପଥ୍ୟମ ଅଧ୍ୟାୟ, ସଞ୍ଚମ ଆୟାତ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ)

\* ମୁଁହ ନିଜେଓ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ୱାଣୀ ସ୍ଵରୂପ ବଲିଯାଛିଲେନ ଯେ, ‘ଇଉନୁସେର ନିଦର୍ଶନ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୋନ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାନୋ ହିଁବେ ନା’ । ସୁତରାଂ ମୁଁହ ଇହ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଇଞ୍ଜିତ କରିଯାଛିଲେନ ଯେ, ‘ଇଉନୁସ ନରୀ ଯେମନ ଜୀବିତାବସ୍ଥାଯାଇ ମାତ୍ରର ପେଟେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଛିଲେନ ଏବଂ ଜୀବିତାବସ୍ଥାଯାଇ ସେଥାନ ହିଁତେ ନିର୍ଗତ ହିଁଯାଛିଲେନ, ତନ୍ଦ୍ରପ ଆମିଓ ଜୀବିତାବସ୍ଥାଯ କବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଜୀବିତାବସ୍ଥାଯାଇ ବାହିର ହିଁବେ ।’ ସୁତରାଂ ମୁଁହ ଜୀବିତାବସ୍ଥାଯ କୁଶ

অতঃপর মসীহ দেশ হইতে গোপনে পলায়ন করিয়া কাশ্মীরের দিকে চলিয়া গেলেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তোমরা শুনিয়াছ যে, শ্রীনগরে খানইয়ার মহল্লায় তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে। এই সবই পীলাতের চেষ্টার ফল, কিন্তু তথাপি সেই প্রথম পীলাতের যাবতীয় কার্য ভীরুতার প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না। ‘আমি এই ব্যক্তির মধ্যে কোন অপরাধ দেখিতে পাইতেছি না’— বলিয়া তিনি যে উক্তি করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী যদি তিনি মসীহকে মুক্ত করিয়া দিতেন তাহা হইলে তাঁহার জন্য ইহা কোন কঠিন বিষয় ছিল না, এবং মুক্তি দিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল, কিন্তু রোমান সন্মাটের নাম শুনিয়া তিনি ভীত হইয়া পড়িলেন। পক্ষান্তরে এই শেষ যুগের পীলাত পাদরীদের ভীড় দেখিয়া ভীত হইলেন না, অথচ এ স্থলেও ব্রিটিশ শাসন ছিল, কিন্তু এই ব্রিটিশ সন্মাট সেই রোমান সন্মাট অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাই চাপ সৃষ্টি করিয়া বিচারককে ন্যায়চ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে সন্মাটের ভয় দেখানো কাহারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। যাহা হউক, প্রথম মসীহৰ তুলনায় শেষ যুগের মসীহৰ বিরুদ্ধে অনেক বেশী আন্দোলন ও ঘড়্যন্ত্র করা হইয়াছিল এবং আমার বিরুদ্ধবাদীরাও সমস্ত জাতির অধিনায়কগণ সকলেই একত্রিত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ যুগের পীলাত সত্যের সমাদর করিলেন এবং তাঁহার সেই উক্তি পূর্ণ করিয়া দেখাইলেন যাহা তিনি আমাকে সম্মোধন করিয়া বলিয়াছেন, ‘আমি আপনাকে খুনের অপরাধে অভিযুক্ত করি না।’ সুতরাং তিনি সাহসিকতার সহিত আমাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন। প্রথম পীলাত মসীহকে বাঁচাইবার জন্য ফন্ডি-কোশলের আশ্রয় নিয়াছিলেন কিন্তু এই পীলাত ন্যায়-বিচারের যাবতীয় দাবী এরূপভাবে পূর্ণ করিলেন যে, তাহাতে ভীরুতার নাম গন্ধও ছিল না। যেদিন আমি মুক্তি লাভ করি সেই দিন মুক্তি সেনার এক চোরকে উপস্থিত করা হইয়াছিল। এরূপ ঘটিবার কারণ এই ছিল যে, প্রথম মসীহৰ সঙ্গেও এক চোর ছিল, কিন্তু শেষ

\* চলমান: হইতে অবতরণ করিয়া জীবিতাবস্থায়ই কবরে প্রবেশ না করিলে এই নির্দশন কেমন করিয়া পূর্ণ হইত? হযরত মসীহ বলিয়াছিলেন, ‘অন্য কোন নির্দশন দেখানো হইবে না’। এই উক্তি দ্বারা যেন তিনি ঐ সকল লোকের এই ধারণা রদ করিয়াছেন, যাহারা বলিয়া থাকে যে, মসীহ এই নির্দশনও দেখাইয়াছেন যে, তিনি আকাশে আরোহণ করিয়াছেন।

ମସୀହର ସଙ୍ଗୀ ଧୃତ ଚୋରକେ ପ୍ରଥମ ମସୀହର ସଙ୍ଗୀ ଧୃତ ଚୋରେର ନ୍ୟାୟ କ୍ରୁଷେ ବିଦ୍ଧ କରା ହୟ ନାଇ ଏବଂ ତାହାର ହାଡ଼ଓ ଭାଙ୍ଗା ହୟ ନାଇ ବରଂ ତାହାର ମାତ୍ର ତିନ ମାସେର କାରାଦଣ୍ଡ ହଇଯାଇଲି ।

ଏଥନ ଆମି ପୁନରାୟ ଆମାର ବକ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କେ ଲିଖିତେଛି ଯେ, ସୂରା ଫାତେହାୟ ଏତ ସତ୍ୟ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ ନିହିତ ରହିଯାଇଛେ ଯାହା ଲିଖିତେ ଗେଲେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଗ୍ରହେତ୍ର ତାହାର ସଂକୁଳାନ ହଇବେ ନା । ଏହି ପ୍ରଜା ଓ ହିକମତପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଯାଟିର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ ଯାହା ସୂରା ଫାତେହାୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଓୟା ହଇଯାଇଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ୩  
 إِهْدِنَا الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ୩ ଏହି ଦୋଯାଯ ଏମନ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ଵ ରହିଯାଇଛେ ଯାହା ଦୀନ ଓ ଦୁନିଆର ଯାବତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନେର ଏକମାତ୍ର ଚାବିସ୍ଵରୂପ । ଆମରା କୋନ ବିଷୟେର ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ଵ ଅବଗତ ହିତେ ପାରି ନା ଏବଂ ତଦାରା ଉପକୃତ ହିତେ ପାରି ନା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମରା ସେଇ ବିଷୟ ଲାଭେର ସଠିକ ପଥ ନା ପାଇ । ଦୁନିଆର କଠିନ ଓ ଜଟିଲ ବିଷୟ ଆହେ, ତାହା ରାଜତ୍ତ ବା ମନ୍ତ୍ରୀତ୍ତର ଦାଯିତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହଟୁକ, ବା ରଣକୌଶଳ ଓ ଯୁଦ୍ଧ-ବିଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କିତ ହଟୁକ, ବା ପ୍ରକୃତି ଓ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନେର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କିତ ହଟୁକ, ବା ଶିଳ୍ପ, ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି, ରୋଗ ନିର୍ଗୟ ଓ ତାର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧେଇ ହଟୁକ, କିଂବା ବ୍ୟାବସା ଓ କୃଷି ସଂକ୍ରାନ୍ତେଇ ହଟୁକ, ଏହି ସମୁଦୟ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭାବେ ଆରଣ୍ୟ କରିତେ ହଇବେ ସେଇ ସଠିକ ପଥେର ସନ୍ଧାନ ନା ପାଓୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉହାତେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଁଯା ସୁକଠିନ ଓ ଅସ୍ତର । ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାତ୍ରାଇ ବିପଦେର ସମୟ ବିପଦମୁକ୍ତ ହଇବାର ଉପାୟ ଉଡ଼ାବନେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସନ୍ତ ବିପଦ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରିଯା ଦିବା-ରାତ୍ରି ଚିନ୍ତା-ଭାବନା କରା ଆପନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଲିଯା ମନେ କରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳ୍ପ, ଆବିକ୍ଷାର ଏବଂ ସମୁଦୟ ଜଟିଲ ଓ ବିଶ୍ଵଜ୍ଞଲାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ପ୍ରଯୋଜନୀୟ ପଥା ଲାଭ ହେଁଯା ଆବଶ୍ୟକ । ସୁତରାଂ ପାର୍ଥିବ ଓ ଧର୍ମୀୟ ଯାବତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲାଭେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଦୋଯା ହଇଲେ- ଉପାୟ ଉଡ଼ାବନେର ଜନ୍ୟ ଦୋଯା । କୋନ ବିଷୟେ ସହଜ ଓ ସଠିକ ପଥା ଲାଭ ହଇଲେ ଖୋଦା ତା'ଲାର ଫୟଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିଯ ସାଧିତ ହୟ । ଖୋଦା ତା'ଲାର କୁଦରତ ଓ ହିକମତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲାଭେର ଜନ୍ୟ ଏକଟି ଉପାୟ ରାଖିଯାଛେ । ଯଥା, କୋନ ରୋଗେର ସଥ୍ୟଥି ଚିକିତ୍ସା ହିତେ ପାରେ ନା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ରୋଗେର ପ୍ରକୃତ ଅବଶ୍ଥା ଅବଗତ ହଇବାର ଜନ୍ୟ ଏବଂ ଓସଥରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିରୂପଣ କରିବାର ଜନ୍ୟ ଏରାପ ଏକ ଉପାୟ ଉଡ଼ାବିତ ନା ହୟ, ଯେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବିବେକ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଯେ, ଏହି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟତା ଲାଭ ହଇବେ । ବନ୍ଦତ ଦୁନିଆତେ କୋନ କାର୍ଯ୍ୟ-ପରିଚାଳନା ସଭାବ ହିତେଇ

পারে না, যে পর্যন্ত সেই কার্মের জন্য কোন উপায় সৃষ্টি না হয়। সুতরাং উপায় অনুসন্ধান করা প্রত্যেক অভিষ্ঠান্বেষীর অপরিহার্য কর্তব্য।

যেমন পার্থিব বিষয়ে সফলতা অর্জনের প্রকৃত ব্যবস্থা লাভ করিতে প্রথমে এক পছার আবশ্যক হয় এবং যাহা অবলম্বন করা যায়, তদৃপ খোদা তাঁলার প্রিয় এবং তাঁহার প্রেম ও অনুগ্রহের ভাগী হওয়ার জন্যও আদিকাল হইতে একটি পছার আবশ্যিকতা অনুভূত হইয়া আসিয়াছে। এইজন্য পরবর্তী দ্বিতীয় সূরায় অর্থাৎ সূরা বাকারার শুরুতেই বলা হইয়াছে **إِهْدِنَا الْقَرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ** অর্থাৎ পুরুষের লাভের পথ ইহাই, যাহা আমি (খোদা তাঁলা) বর্ণনা করিতেছি।\* (পারা-১, রুকু-১)

সুতরাং এই দোয়া **إِهْدِنَا الْقَرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ** একটি ব্যাপক দোয়া। ইহা বিষয়ের প্রতি মানবের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে যে, ধর্মীয় ও পার্থিব বিপদাবলীর সময় সর্বপ্রথম যে বিষয়ের অন্বেষণ করা মানবের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য তাহা এই যে, সে তার উদ্দেশ্য লাভের জন্য ‘সীরাতে মুস্তাকীম’ অর্থাৎ সরল-সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত পথ তালাশ করে। অর্থাৎ যে এইরূপ কোন প্রকৃষ্ট ও সরল-সুদৃঢ় পথ অন্বেষণ করে যদ্বারা সহজে তাহার অভিষ্ঠ সিদ্ধ হয়, হৃদয় দৃঢ়বিশ্বাসে পূর্ণ হয়, তাহার সকল সংশয় দূরীভূত হয়। কিন্তু ইঞ্জিলের শিক্ষানুসারে রূপটি অন্বেষণকারী খোদা অন্বেষণের পথ অবলম্বন করিবে না। রূপটিই তাহার একমাত্র কাম্য। সুতরাং রূপটি পাইয়া গেলে তাহার আর খোদার প্রয়োজন কি? এই কারণেই খ্রিষ্টানগণ সরল-সুদৃঢ় পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে এবং মানুষকে খোদা জ্ঞান করিবার মত লজ্জাজনক বিশ্বাস পোষণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আমরা বুঝিতে পারি না, অন্যদের তুলনায় মসীহ ইবনে মরিয়মের মধ্যে কি শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, যে কারণে তাঁহাকে খোদা বলিয়া বিশ্বাস করিবার ধারণা জন্মিল! মোজেয়ার দিক দিয়া পূর্ববর্তী অধিকাংশ নবীই তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, যথা- ‘মূসা, আলাইয়াস’ ও ইলইয়াস নবীগণ; এবং যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ, সেই অঙ্গিতের (খোদা তাঁলার) শপথ করিয়া বলিতেছি— যদি মসীহ ইবনে মরিয়ম আমার যুগে বর্তমান থাকিতেন তাহা হইলে আমি যাহা করিতে সক্ষম তাহা তিনি কখনও করিতে পারিতেন না,

\* সূরা ফাতেহার সরল-সুদৃঢ় পথ লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় সূরায় অর্থাৎ সূরা বাকারায় যেন প্রার্থনা গৃহীত হওয়ার ফলে সরল-সুদৃঢ় পথ বর্ণিত হইয়াছে।

এবং যে সকল নির্দশন আমার দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে তাহা কখনও প্রদর্শন করিতে পারিতেন না,\* এবং তিনি নিজ অপেক্ষা আমার মধ্যে খোদা তা'লার ‘ফ্যল’ অধিক দেখিতে পাইতেন। আমার অবস্থাই যখন এইরূপ। তখন একবার ভাবিয়া দেখ— সেই পবিত্র রসূল (সা.)-এর মর্যাদা কত মহান যাহার দাসত্ত্বের প্রতি আমি আরোপিত হইয়াছি।

ذالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

এস্থলে কোন হিংসা বা ঈর্ষা করা হইতেছে না। খোদা তা'লা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাকেন। যে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে, সে কেবল আপন অভিষ্টলভে বিফলই হয় না, বরং মৃত্যুর পর জাহানামের পথ ধারণ করে। ধৰ্স হইয়াছে তাহারা যাহার দুর্বল মানুষকে খোদা জ্ঞান করিয়াছে, ধৰ্স হইয়াছে তাহারা যাহারা খোদা তা'লার মনোনীত এক বিশিষ্ট রসূলকে (সা.) গ্রহণ করে নাই। মুবারক (আশিসপ্রাণ) তাহারা, যাহারা আমাকে চিনিতে পারিয়াছে। আমি খোদার সকল পথসমূহের মধ্যে সর্বশেষ পথ, এবং আমি তাহার যাবতীয় জ্যোতির মধ্যে সর্বশেষ জ্যোতি। হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে আমাকে পরিত্যাগ করে, কারণ আমি ব্যতীত সব অন্ধকার!

হেদায়াত লাভের দ্বিতীয় উপায় যাহা মুসলমানদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহা ‘সুন্নত’ অর্থাৎ আঁ হ্যরত (সা.)-এর ব্যবহারীক জীবন-পদ্ধতি, যাহা তিনি কুরআন শরীফের আদেশাবলীর ব্যাখ্যাস্বরূপ কার্যত প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা:

\* ইহার প্রমাণস্বরূপ ‘নুয়ুলুল মসীহ’ নামক গ্রন্থটি যাহা মুদ্রিত হইতেছে, শীঘ্ৰই দেখিতে পাইবে। ইহার দশ খণ্ড মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে এবং অতি সন্তুর প্রকাশিত হইবে। পীর মেহের আলী গোলড়বীর ‘তমুরে তিশতিয়ায়ী’ নামক পুস্তকের প্রতিবাদে ইহা লিখা হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, পীরসাহেবের নিধন প্রাণ মুহাম্মদ হাসানের প্রবন্ধ ঢুঁড়ি করিয়া একপ লজ্জাক্ষর অভিসমূহে লিঙ্গ হয়, উহা জানাজানি হইয়া গেলে তাহার নিকট জীবন দুর্বিসহ হইয়া পড়িবে। সেই হতভাগ্য (মুহাম্মদ হুসেন) আমার ‘এজায়ল মসীহ’ পুস্তকে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করিয়াছে এবং এই দ্বিতীয় হতভাগ্য অন্যায়ভাবে পুস্তক রচনা করিয়া (যাহারা তোমার অপমান করিতে চাহিবে, আমি তাহাদিগকে অপমানিত করিব)- এই ভবিষ্যদ্বাণীর লক্ষ্যস্থল হইয়াছে। ফা�عِسِرُوا يَا أُولَى الْأَنْصَارِ অর্থাৎ ‘শিক্ষা গ্রহণ কর, হে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ’। (উক্ত ‘নুয়ুলুল-মসীহ’ গ্রন্থটি ১৯০৭ইং সনের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হইয়াছে- অনুবাদক)

কুরআন শরীফ হইতে প্রকাশ্যভাবে দৈনিক পাঁচবার নামাযের রাকা'আত সম্বন্ধে জানা যায় না যে, প্রাতঃকালে এবং অন্যান্য সময়ের নামাযে ইহার সংখ্যা কত। কিন্তু 'সুন্নত' সকল বিষয় বিস্তারিত ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে যাহাতে 'সুন্নত' ও 'হাদীস' একই জিনিষ বলিয়া ভ্রম না হয়, কারণ হাদীস তো একশত বা দেড়শত বৎসর পর সংগৃহীত হইয়াছিল কিন্তু 'সুন্নত' কুরআন শরীফের পাশাপাশিই বিদ্যমান ছিল। কুরআন শরীফের পর সুন্নতই মুসলমানদের প্রতি প্রধান অনুগ্রহ। খোদা তাঁলা ও রসূল (সা.)-এর মাত্র দুইটি বিষয়ের দায়িত্ব ছিল এবং তাহা এই যে, খোদা তাঁলা কুরআন অবতীর্ণ করিয়া নিজ বাক্য দ্বারা স্ট্র জীবকে আপন ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন, ইহাতো ঐশ্বীবিধানের কর্তব্য ছিল। এবং রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কর্তব্য ছিল খোদা তাঁলার বাণী ব্যবহারিকভাবে লোকদিগকে উত্তমরূপে বুবাইয়া দেওয়া। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সা.) খোদার সেই কথিত বাণীকে কর্মের মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং আপন সুন্নত অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবন দ্বারা কঠিন ও দুর্বোধ্য সমস্যাদির সমাধান করিয়া দিয়াছেন। ইহা বলা অসঙ্গত যে, এই সব বিষয়ের মীমাংসার দায়িত্ব হাদীসের উপর ছিল কারণ হাদীসের অঙ্গিত্বের পূর্বেই জগতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল।\* হাদীস সংগৃহীত হওয়ার পূর্বে কি লোকে নামায পড়িত না, যাকাত প্রদান করিত না, হজ্জ পালন করিত না কিম্বা হালাল হারাম (বৈধ-অবৈধ) সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিল না?

অবশ্য হেদায়াত লাভের তৃতীয় উপায় হাদীস। কারণ হাদীস ইসলামের ঐতিহাসিক, নেতৃত্বিক এবং ফেকাহ (ব্যাবহারিক জীবনের বিধি-বিধান) সম্বন্ধীয় বহু বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। অধিকন্তু হাদীসের বড় উপকারিতা এই যে, উহা কুরআন ও সুন্নতের সেবক। যাহারা কুরআনের মর্যাদা বুঝে না, তাহারা এই বিষয়ে হাদীসকে কুরআন শরীফের কাষী (বিচারক) বলে, যেমন ইল্লিদিগণ তাহাদের হাদীস সম্বন্ধে বলিয়াছে। কিন্তু আমরা হাদীসকে কুরআন ও সুন্নতের সেবকরূপে জ্ঞান করি এবং ইহা কাহারও অজানা নহে যে, সেবক দ্বারাই প্রভুর

\* আহলে হাদীসপত্রিগণ রসূল (সা.)-এর কাজ ও কথা উভয়কে হাদীস বলে। তাহাদের এই পরিভাষার সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। বক্তৃত 'সুন্নত' পৃথক জিনিস যাহা আঁ-হ্যরত (সা.) স্বয়ং প্রচার করিয়াছেন এবং হাদীস ভিন্ন জিনিস যাহা পরবর্তীকালে সংগৃহীত হইয়াছিল।

ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଯ । କୁରାନ ଖୋଦା ତାଳାର ବାଣୀ ଏବଂ ସୁନ୍ନତ ରସ୍ତୁଲୁଲ୍ଲାହ (ସା.)-  
ଏର କାର୍ଯ୍ୟ-ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ହାଦୀସ ସୁନ୍ନତେର ଜନ୍ୟ ସମର୍ଥନକାରୀ ସାକ୍ଷୀସ୍ଵରୂପ । ﴿۱۱۲﴾  
(ଆଲ୍‌ଲୁଲ୍‌ଲୁହ ରକ୍ଷା କରଣ), ହାଦୀସକେ କୁରାନେର ଉପର ବିଚାରକ ମନେ କରା ଭୁଲ ।  
କୁରାନେର ଉପର ଯଦି କେହ ବିଚାରକ ହଇଯା ଥାକେ ତବେ ତାହା ସ୍ଵର୍ଗଂ କୁରାନ ।  
ହାଦୀସ ଯାହା ଏକଟି ଆନୁମାନିକ ପ୍ରମାଣ ହିସାବେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରାଖେ, ତାହା କଥନଓ  
କୁରାନେର ବିଚାରକ ହିଁତେ ପାରେ ନା, ଇହା କେବଳ ସମର୍ଥନକାରୀ ପ୍ରମାଣ-ସ୍ଵରୂପ ।  
କୁରାନ ଓ ସୁନ୍ନତ ଯାବତୀୟ ମୂଲ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସୁସମ୍ପନ୍ନ କରିଯାଛେ ଏବଂ ହାଦୀସ ଶୁଦ୍ଧ  
ସମର୍ଥନକାରୀ ସାକ୍ଷୀସ୍ଵରୂପ । କୁରାନେର ଉପର ହାଦୀସ କିଭାବେ ବିଚାରକ ହିଁତେ  
ପାରେ? କୁରାନ ଓ ସୁନ୍ନତ ସେଇ ଯୁଗେ ଲୋକଦିଗକେ ହେଦ୍ୟାତ (ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ)  
କରିତେଛିଲ ସଥନ ଏଇ କୃତିମ କାର୍ଯ୍ୟର କୋନ ଅନ୍ତିତ୍ତିଇ ଛିଲ ନା । ଏକଥା ବଲିଓ ନା  
ଯେ, ହାଦୀସ କୁରାନ ଓ ସୁନ୍ନତେର ସମର୍ଥନକାରୀ ସାକ୍ଷୀସ୍ଵରୂପ । ନିଃସନ୍ଦେହେ ସୁନ୍ନତ  
ଏଇରୂପ ଏକ ବିଷୟ ଯାହା କୁରାନେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକେ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ । ‘ସୁନ୍ନତ’ ଦ୍ୱାରା ସେଇ  
ପଥ ବୁଝାଯ, ଯେ ପଥେ ଆଁ ହୟରତ (ସା.) ସାହାବାଗଣକେ (ରା.) ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନ  
ଗଡ଼ିଆ ତୁଳିଯାଛିଲେନ । ସୁନ୍ନତ ଏଇ ସମକ୍ଷତ କଥା ନହେ ଯାହା ଏକଶତ ବା ଦେଖିଶତ  
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର ପୁଞ୍ଜକାକାରେ ଲିପିବନ୍ଦ କରା ହିଁଯାଛିଲ ବରଂ ଏଣ୍ଠିଲୋର ନାମ ହାଦୀସ ।  
ସୁନ୍ନତ ଏଇ ଆଦର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତିର ନାମ ଯାହା ପୁଣ୍ୟବାନ ମୁସଲମାନଦେର କର୍ମ-ଜୀବନେ  
ପ୍ରଥମ ହିଁତେଇ ଚଲିଆ ଆସିତେଛେ ଏବଂ ଯାହାର ଉପର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ମୁସଲମାନଙ୍କେ  
ଚାଲିତ କରା ହିଁଯାଛେ ।

ଯଦିଓ ହାଦୀସେର ଅଧିକାଂଶ ଆନୁମାନିକ ପ୍ରମାଣେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରାଖେ, ତଥାପି କୁରାନ  
ଓ ସୁନ୍ନତେର ବିରୋଧୀ ନା ହିଁଲେ ଉହା ଦଳୀଲରୂପେ ଗୃହୀତ ହିଁତେ ପାରେ । ଇହା  
କୁରାନ ଓ ସୁନ୍ନତେର ସମର୍ଥନକାରୀ ଏବଂ ଇସଲାମେର ଅନେକ ବିଧି-ବିଧାନେର ଭାଗୀର  
ଉହାତେ ନିହିତ ଆଛେ ।

ସୁତରାଂ ହାଦୀସକେ ସମ୍ମାନ ନା କରା ହିଁଲେ ଇସଲାମେର ଏକଟି ଅଙ୍ଗ ହାଲି କରା ହୟ ।  
ଅବଶ୍ୟ ଯଦି କୋନ ହାଦୀସ କୁରାନ ଓ ସୁନ୍ନତେର ବିପରୀତ ହୟ ଏବଂ କୁରାନ କର୍ତ୍ତକ  
ସମର୍ଥିତ ଅନ୍ୟ କୋନ ହାଦୀସେରେ ବିପରୀତ ହୟ । ଅଥବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ଵରୂପ- ଏଇରୂପ ଏକ  
ହାଦୀସ ଆଛେ ଯାହା ସହୀ ବୁଧାରୀର ବିରୋଧୀ ହୟ, ସେଇକ୍ଷେତ୍ରେ ଏଇରୂପ ହାଦୀସ  
ପ୍ରହଣ୍ୟୋଗ୍ୟ ହିଁବେ ନା । କାରଣ, ଏଇରୂପ ହାଦୀସ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ କୁରାନ ଏବଂ  
କୁରାନେର ଅନୁରୂପ ଯାବତୀୟ ହାଦୀସକେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିତେ ହୟ । ଆମାର ବିଶ୍ୱାସ,  
କୋନ ଧର୍ମପରାୟନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇରୂପ କୋନ ହାଦୀସେର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିତେ

ସାହସୀ ହିଁବେ ନା ଯାହା କୁରାନ ଓ ସୁନ୍ନତ ଏବଂ କୁରାନ ଶରୀଫେର ଅନୁକୂଳ ହାଦୀସେର ବିରୋଧୀ । ଯାହା ହଟୁକ, ହାଦୀସେର ସମାନ କର ଏବଂ ତଦାରା ଉପକୃତ ହେ, କେନନା ଉହା ଆଁ ହ୍ୟରତ (ସା.)-ଏର ପ୍ରତି ଆରୋପିତ ହୟ ଏବଂ ଯତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉହା କୁରାନ ଓ ସୁନ୍ନତ କର୍ତ୍ତକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିପନ୍ନ ନା ହୟ, ତତକ୍ଷଣ ତୋମରାଓ ଉହାକେ ମିଥ୍ୟା ସାବ୍ୟନ୍ତ କରିଓ ନା । ବରଂ ନବୀ କରୀମ (ସା.)-ଏର ହାଦୀସ ଏଇରୁପଭାବେ ପାଲନ କରିବେ ଯାହାତେ ତୋମାଦେର ଗତି ବା ସ୍ଥିତି ଏବଂ କର୍ମ-ଚାଞ୍ଚଳ୍ୟ ବା କର୍ମ-ବିରତି ହାଦୀସେର ସମର୍ଥନ ବ୍ୟତିରେକେ ନା ହୟ । କିନ୍ତୁ କୋନ ହାଦୀସ ଯଦି କୁରାନ ଶରୀଫେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟେର ସ୍ପଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ହୟ ତବେ ଉହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବିଧାନେର ଚିନ୍ତା କର । ହ୍ୟତ, ଏଇରୁପ ଅସଂଗତି ବୋଧ ତୋମାଦେରଇ ଭରମବଶ୍ଵତ ହିଁବାଛେ । ଯଦି କୋନରୁପେଇ ଏଇ ଅସଂଗତି ଦୂରୀଭୂତ ନା ହୟ ତାହା ହିଁଲେ ଏଇରୁପ ହାଦୀସ ବର୍ଜନ କର, କାରଣ ତାହା ରସ୍ତୁଲୁନ୍ନାହ୍ (ସା.)-ଏର ପକ୍ଷ ହିଁତେ ନହେ । ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଯଦି କୋନ ହାଦୀସ ‘ସୟାଫ’ (ଦୁର୍ବଳ) ହୟ ଅଥଚ କୁରାନାନେର ସହିତ ଉହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାକେ, ତାହା ହିଁଲେ ସେଇ ହାଦୀସକେ ଗ୍ରହଣ କର, କାରଣ କୁରାନ ଉହାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରେ ।

ଆବର ଯଦି କୋନ ହାଦୀସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀ ସମ୍ବଲିତ ହୟ ଏବଂ ହାଦୀସ ସଂକଳନକାରୀଗଦ ଉହାକେ ‘ସୟାଫ’ ମନେ କରେ, ଅଥଚ ତୋମାଦେର ଯୁଗେ ଅଥବା ଇହାର ପୂର୍ବେ ସେଇ ହାଦୀସେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁଯା ଥାକେ, ତାହା ହିଁଲେ ସେଇ ହାଦୀସ ସତ୍ୟ ବଲିଯା ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ଯେ ସକଳ ମୁହାଦେସ (ହାଦୀସ-ସଂକଳନକାରୀ) ଓ ରାବୀ (ବର୍ଣନାକାରୀ) ଏଇରୁପ ହାଦୀସକେ ଦୁର୍ବଳ ଓ କୃତ୍ରିମ ବଲିଯା ସାବ୍ୟନ୍ତ କରିଯାଛେ ତାହାଦିଗଙ୍କେ ଭାନ୍ତ ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜ୍ଞାନ କର । ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏଇରୁପ ଶତ ଶତ ହାଦୀସ ଆଛେ ଯାହାର ଅଧିକାଂଶ ମୁହାଦେସଗଣେର ନିକଟ ବିତରିତ, କୃତ୍ରିମ ଅଥବା ଦୁର୍ବଳ ବଲିଯା ବିବେଚିତ । ଅତଏବ ଯଦି ଏଇରୁପ କୋନ ହାଦୀସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୟ ଏବଂ ତୋମରା ଇହାକେ ଏଇ ବଲିଯା ବର୍ଜନ କର ଯେ, ଯେହେତୁ ଏଇ ହାଦୀସ ସୟାଫ ଅଥବା ଇହାର କୋନ ବର୍ଣନାକାରୀ ଧାର୍ମିକ ନହେ, ଏଇ ଜନ୍ୟ ଆମରା ଇହାକେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନା, ତବେ ଏଇରୁପ ଅବଶ୍ୟ ଇହା ତୋମାଦେର ପକ୍ଷେ ବେଙ୍ଗମାନୀ ହିଁବେ, କାରଣ ଖୋଦା ତାଁଲା ସ୍ଵୟଂ ଇହାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଯା ଦିଯାଛେ । ମନେ କର, ଯଦି ଏଇରୁପ ସହସ୍ର ହାଦୀସ ଆଛେ ଏବଂ ମୁହାଦେସଗଣ ଐଶ୍ଵରୀକେ ସୟାଫ ବଲିଯା ଜ୍ଞାନ କରେନ, ଅଥଚ ଉହାଦେର ସହସ୍ର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୟ, ତାହା ହିଁଲେ କି ତୋମରା ଏଇରୁପ ହାଦୀସକେ ସୟାଫ ମନେ କରିଯା ଇସଲାମେର ସହସ୍ର ପ୍ରମାଣ ବିନଷ୍ଟ କରିଯା ଦିବେ । ସୁତରାଂ ଏଇରୁପ ଅବଶ୍ୟ ତୋମରା ଇସଲାମେର ଶକ୍ତି ବଲିଯା ପ୍ରତିପନ୍ନ ହିଁବେ ।

ଆପ୍ନାହୁ ତାଲା ବଲେନ:

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبَةٍ أَحَدًا إِلَّا مِنْ رَّسُولٍ

(ଅର୍ଥାଏ- ତିନି ତାହାର ଅଦୃଶ୍ୟେର ଜ୍ଞାନ କାହାରଓ ନିକଟ ପ୍ରକାଶ କରେନ ନା, ତାହାର ମନୋନୀତ ରସ୍ମୀ ବ୍ୟତୀତ- ଅନୁବାଦକ) ।

ସୁତରାଏ ସତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀ ସତ୍ୟ ରସ୍ମୀ ଭିନ୍ନ ଆର କାହାର ପ୍ରତି ଆରୋପିତ ହିତେ ପାରେ? ଏହିରୂପ କ୍ଷେତ୍ରେ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରେକ୍ଷିତେ ଇହା ବଲା କି ଈମାନଦାରୀ ହିତେବେ ନା ଯେ, ‘ସହିତ’ ହାଦୀସକେ କୋନ କୋନ ମୁହାଦେସ ‘ସୟାଫ’ ବଲିଯା ଭୁଲ କରିଯାଛେ? ଯଦି କୋନ ହାଦୀସ ସୟାଫ ଶ୍ରେଣୀରେ ହୁଏ, ଅର୍ଥଚ କୁରାଅନ ଓ ସୁନ୍ନତେର ବିରୋଧୀ ନା ହୁଏ, କିମ୍ବା ଏହିରୂପେ ହାଦୀସେରେ ବିରୋଧୀ ନା ହୁଏ ଯାହା କୁରାଅନ କର୍ତ୍ତକ ସମର୍ଥିତ, ତାହା ହିଲେ ଏହିରୂପ ହାଦୀସେର ଉପର ତୋମରା ଆମଳ କର । କିନ୍ତୁ ଖୁବହି ସାବଧାନତାର ସହିତ ହାଦୀସେର ଉପର ଆମଳ କରା ଉଚିତ, କାରଣ ଅନେକ କ୍ରତ୍ରିମ (ମେଘୁ) ହାଦୀସ ଓ ଆଛେ ଯାହା ଇସଲାମେ ଫିତନାର ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଛେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିରକାଇ ନିଜ ନିଜ ଆକିଦା ଅନୁଯାୟୀ ହାଦୀସ ଆଛେ । ଏମନକି ହାଦୀସେର ଏରୂପ ବୈଷମ୍ୟ ନାମାୟେର ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଓ ଚିରାଚରିତ ଫରୟଗୁଲିକେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଦାନ କରିଯାଛେ । କେହ ‘ଆମୀନ’ ଉଚ୍ଚେଷ୍ଟରେ ବଲେ, କେହ ନିଃଶବ୍ଦେ; ଇମାମେର ପିଛନେ କେହ ସୂରା ‘ଫାତେହ’ ପାଠ କରେ, କେହ ଏହିରୂପ ପାଠ କରାକେ ନାମାୟେର ଆଚାର ବିରୋଧୀ ମନ କରେ । କେହ ବୁକେର ଉପର ହାତ ବାଁଧେ, କେହ ନାଭିର ଉପର ବାଁଧେ । ହାଦୀସଇ ଏହି ମତବୈଷମ୍ୟେର ମୂଳ କାରଣ ।

كُلُّ حُزْبٍ بِمَا لَدِيهِمْ فَرِحُونَ

ଅର୍ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଲଇ ତାହାଦେର ନିକଟ ଯେ ଅଂଶ ଆଛେ ତାହା ନିଯା ଗର୍ବ କରେ ।  
(ପାରା ୧୮, ରୂପ ୪- ଅନୁବାଦକ)

ନତୁବା, ସୁନ୍ନତ ଏକଇ ପଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଯାଛି । ଅତଃପର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣନାର ସଂମିଶ୍ରଣେ ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହାରାଇୟା ଫେଲିଯାଛେ ।

ଏହିଭାବେ ହାଦୀସେର ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି ଅନେକକେ ଧ୍ୱନି କରିଯାଛେ । ଶିଯାଗଣଙ୍କ ଏହିଭାବେଇ ଧ୍ୱନି ହିଁଯାଛେ । ଯଦି କୁରାଅନକେ ବିଚାରକ ମନେ କରିତ ତାହା ହିଲେ ସୂରା ନୂରଇ ତାହାଦିଗକେ ନୂର ପ୍ରଦାନ କରିତେ ପାରିତ, କିନ୍ତୁ ହାଦୀସ ତାହାଦିଗକେ ଧ୍ୱନି କରିଯାଛେ । ତନ୍ଦ୍ରପ ହ୍ୟରତ ମସୀହ (ଆ.)-ଏର ଯୁଗେ ଏଇ ସକଳ ଇହନ୍ଦି ଧ୍ୱନି

হইয়াছিল যাহারা আহলে-হাদীস<sup>\*</sup> নামে অভিহিত ছিল। কিছুকাল হইতে তাহারা তওরাতকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। আজও তাহাদের আকীদা এই যে, হাদীস তওরাতের উপর বিচারক এবং ইহাই তাহাদের ধর্ম-বিশ্বাস ছিল। ফলত তাহাদের নিকট এইরূপ অসংখ্য হাদীস মণ্ডজন ছিল যে, ইলিয়াস তাঁহার জড়দেহ নিয়া অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের প্রতিশ্রূত মসীহ আগমন করিবেন না। এই সকল হাদীসে তাহাদিগকে এক মহা ভ্রান্তিতে ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহারা এই সকল হাদীসের উপর নির্ভর করিয়া হ্যরত মসীহের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারে নাই যে, ইলিয়াসের অর্থ-ইউহান্না, অর্থাৎ ইয়াহ-ইয়া নবী, যিনি ইলিয়াসের চরিত্র ও প্রকৃতিতে আগমন করিয়াছেন এবং বুরুষী বা প্রতিচ্ছায়ারূপে তাঁহার রূপ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের সকল ভ্রান্তি হাদীসের কারণেই ঘটিয়াছিল যাহা অবশেষে তাহাদের বেঙ্গমানীর কারণ হইয়াছিল। হইতে পারে যে, হাদীসের অর্থ করিতেও তাহারা ভুল করিয়াছিল বা হাদীসের মধ্যে মানুষের কথা মিশ্রিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, সম্ভবত মুসলমানগণ এই বিষয়ে অবগত নহে যে, ইহুদিদের মধ্যে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ই হ্যরত মসীহের অস্থীকারকারী ছিল। তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিল, কাফেরের ফতওয়া দেখিয়াছিল এবং হ্যরত মসীহকে কাফের সাব্যস্ত করিয়া প্রচার করিয়াছিল যে, ‘এই ব্যক্তি খোদা তাঁ’লার কিতাব মানে না। খোদা তাঁ’লা ইল-ইয়াসের দ্বিতীয়বার আগমনের সংবাদ দিয়াছেন কিন্তু এই ব্যক্তি এই ভবিষ্যদ্বাণীর নানা জটিল ব্যাখ্যা করে এবং কোন যুক্তিযুক্ত সামঞ্জস্য ছাড়াই এই ভবিষ্যদ্বাণীকে নিজের দিকে টানিয়া নিয়া যায়।’\*\* তাহারা হ্যরত মসীহের নাম শুধু কাফেরই নহে বরং মুলহেদও

\* তালমুদের হাদীসে ও বর্ণনায় যে সকল মতামত ব্যক্ত করা হইয়াছে, ইঞ্জিলে তাহা কঠোর বিরোধিতা করা হইয়াছে। এই সকল হাদীস সিনা-ব-সিনা অর্থাৎ লোক পরম্পরায় হ্যরত মূসা পর্যন্ত পৌছানো হইত এবং এইগুলিকে হ্যরত মূসার ইলহাম বলা হইত। অবশেষে অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, তওরাতকে ছাঢ়িয়া হাদীস পাঠেই তাহাদের সম্পূর্ণ সময় নিয়োজিত থাকিত। কোন কোন বিষয়ে তালমুদ তওরাতের বিরোধী হইলেও ইহুদিগণ তালমুদের কথাই পালন করিত। (ইউসুফ বারকী-র প্রণীত ও লঙ্ঘন হইতে ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত তালমুদ)

\*\* হ্যরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে কুফরীর ফতওয়া লিখা হইয়াছিল, তখন সাধু পৌলও (St. Paul) সেই কুফরীর ফতওয়াদাতাগণের দলভুক্ত ছিল। পরে সে নিজেকে

(নাস্তিক) রাখিয়াছিল এবং প্রচার করিয়াছিল যে, যদি এই ব্যক্তি সত্যবাদী হয় তাহা হইলে মূসারী ধর্ম মিথ্যা। উহা তাহাদের জন্য বক্র যুগ ছিল। মিথ্যা হাদীস তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল।

মোট কথা, হাদীস পাঠ করিবার সময় ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইতঃপূর্বে একটি জাতি হাদীসকে তওরাতের উপর বিচারক জ্ঞান করিয়া এইরূপ অবস্থায় পেঁচিয়াছে যে, এক সত্য নবীকে তাহারা কাফের ও দাজ্জাল বলিয়াছে এবং তাহাকে অস্বীকার করিয়াছে। যাহা হউক, মুসলমানদের জন্য বুখারী (হাদীস) অতি মুতাবার্রাক (আশিসপূর্ণ) ও উপকার গুরু। ইহা সেই গুরু যাহাতে স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে যে, হযরত ঝোসা (আ.) মৃত্যু বরণ করিয়াছেন; তদ্রুপ ‘মুসলিম’ এবং হাদীসের অন্যান্য কিতাবেও বহু আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও ধর্ম-নীতির ভাগুর নিহিত আছে। অতএব, এই বিষয় সতর্ক থাকিয়া হাদীসের উপর আমল করা উচিত, যেন কোন বিষয় কুরআন ও সুন্নত এবং ঐ সকল হাদীসের বিরোধী না হয় যেইগুলি কুরআনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

হে খোদাম্বেষ্মী বান্দাগণ! কান খুলিয়া শোন, একীনের (দৃঢ়-বিশ্বাস) ন্যায় কোন বস্তু নাই। একমাত্র একীনই মানুষকে পাপ হইতে মুক্ত করে। একীনই মানুষকে পুণ্য কর্ম সাধনের শক্তি প্রদান করে। একমাত্র একীনই মানুষকে খোদা তাঁলার খাঁটি প্রেমিক করিয়া তুলে। তোমরা কি একীন ব্যতিরেকে পাপ বর্জন করিতে পার? একীনের জ্যোতি ছাড়া কি তোমরা প্রবৃত্তির উভেজনাকে

---

\*\* চলমান: মসীহৰ রসূল বলিয়া প্রচার করে। এই ব্যক্তি হযরত মসীহৰ জীবদ্ধশায় তাহার ভীষণ শক্তি ছিল। হযরত মসীহৰ যতি ইঞ্জিল রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটিতেও এই ভবিষ্যদ্বাণী নাই যে, তাহার পর সাধু পৌল তওবা করিয়া রসূল হইবে। এই ব্যক্তির অতীত জীবন সম্বন্ধে কিছু লিখা আমার আদৌ প্রয়োজন নাই, কেননা খ্রিস্টানগণ তাহা সবিশেষে অবগত আছেন। আফসোস, এই সেই ব্যক্তি, যে হযরত মসীহ যতদিন এদেশে ছিলেন, ততদিন তাহাকে অনেক কষ্ট দিয়াছিল, এবং তিনি দ্রুশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কাশীরের দিকে চলিয়া আসেন, তখন সে এক মিথ্যা স্বপ্নের সাহায্যে হাওয়ারীগণের মধ্যে নিজেকে প্রবিষ্ট করিয়া ত্রিত্বাদের মত অবলম্বন করে এবং শুকর ভক্ষণ, যাহা তওরাতের শিক্ষানুযায়ী চিরকালের জন্য হারাম ছিল, খ্রিস্টানদের জন্য তাহা হালাল করিয়া দেয়, সুরাপান ব্যাপকভাবে প্রচলন করে এবং বাইবেলের শিক্ষার মধ্যে ত্রিত্বাদ প্রবিষ্ট করিয়া দেয় যাহাতে এই সকল বেদাত অনুষ্ঠানের প্রবর্তনে গ্রীক দেশীয় পৌত্রিকগণ খুশী হয়।

ଦମନ କରିତେ ପାର? ଏକୀନେର ଅନୁପସ୍ଥିତିତେ କି ତୋମରା କୋନ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିତେ ପାର? ଏକୀନ ବ୍ୟତୀତ କି ତୋମରା କୋନ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧନ କରିତେ ପାର? ଏକୀନ ବ୍ୟତିରେକେ କି ତୋମରା ସତ୍ୟକାରେର ସୁଖ ଲାଭ କରିତେ ପାର? ଆକାଶେର ନିଚେ ଏମନ କୋନ ‘କାଫ୍ଫାରା’ (Atonement ବା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିନ୍ତା) ଏବଂ ଏମନ କୋନ ‘ଫିଦିଯା’ (ବିନିମୟ) ଆଛେ କି, ଯାହା ତୋମାଦିଗକେ ପାପ ବର୍ଜନ କରାଇତେ ପାରେ? ମରିଯମପୁତ୍ର ଈସା କି ଏମନଇ ଏକ ସନ୍ତା ଯେ, ତାହାର କଳ୍ପିତ ରଙ୍ଗ ପାପ ହିତେ ମୁକ୍ତି ଦିବେ?

ହେ ଖିଣ୍ଡାନଗଣ! ଏଇରୂପ ମିଥ୍ୟା ବଲିଓ ନା ଯାହାତେ ପୃଥିବୀ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହଇଯା ଯାଯା । ସ୍ୱର୍ଗ ଯିଶୁ ନିଜେର ମୁକ୍ତିର ଜନ୍ୟ ‘ଏକୀନେର’ ମୁଖାପେକ୍ଷୀ ଛିଲେନ । ତିନି ‘ଏକୀନ କରିଯାଛିଲେନ, ତାଇ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଯାଛିଲେନ । ଆଫସୋସ ସକଳ ଖିଣ୍ଡାନଦେର ଜନ୍ୟ, ଯାହାରା ଏହି ବଲିଆ ଜଗତକେ ପ୍ରତାରିତ କରେ ଯେ, ‘ଆମରା ମୁସିହର ରଙ୍ଗେର ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଯାଛି’ । ବସ୍ତୁ ତାହାରା ଆପାଦମନ୍ତକ ପାପେ ମଞ୍ଚ । ତାହାରା ଜାନେ ନା, ତାହାଦେର ଖୋଦା କେ? ବରଂ ତାହାଦେର ଜୀବନ ଅବହେଲାମୟ, ମଦେର ନେଶାଯ ତାହାରା ବିଭୋର; କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ ନେଶା ଯାହା ଆକାଶ ହିତେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୟ, ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧେ ତାହାରା ବେଖବର । ସେଇ ଜୀବନ ଖୋଦା ତା’ଲାର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କ୍ୟୁକ୍ତ ଏବଂ ଯାହା ପରିତ୍ରାଣ ଜୀବନେର ସୁଫଳ, ତାହା ହିତେ ତାହାରା ବସିଥିଲା । ଅତଏବ ମୂରଣ ରାଥିଓ ଯେ, ‘‘ଏକୀନ’ ବ୍ୟତିରେକେ ତୋମରା ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ହିତେ ନିଷ୍ଠିତ ଲାଭ କରିତେ ପାରିବେ ନା ଏବଂ ରହୁଳ କୁଦୁସ ତୋମରା ଲାଭ କରିତେ ପାରିବେ ନା । ମୁବାରକ (ଭାଗ୍ୟବାନ) ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ ‘‘ଏକୀନ’ ଲାଭ କରିଯାଛେ, କାରଣ ସେ-ଇ ଖୋଦା ତା’ଲାର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବେ । ମୁବାରକ ସେ-ଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ ସକଳ ସଶ୍ୟ ଓ ସନ୍ଦେହ ହିତେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଯାଛେ, କାରଣ ସେ-ଇ ପାପ ହିତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ । ମୁବାରକ ତୋମରା, ସଖନ ତୋମାଦିଗକେ ‘‘ଏକୀନେର’ ସମ୍ପଦ ଦେଉୟା ହୟ ଯାହାର ଫଳେ ତୋମାଦେର ଗୁନାହର ଅବସାନ ହିବେ । ‘‘ଗୁନାହ’ ଏବଂ ‘‘ଏକୀନ’ ଏକତ୍ରିତ ହିତେ ପାରେ ନା । ତୋମରା କି ସେଇ ଗର୍ତ୍ତେର ଭିତରେ ହାତ ଦିତେ ପାର ଯାହାର ମଧ୍ୟେ ତୋମରା ଭୟାନକ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଦେଖିତେଛ? ତୋମରା କି ଏଇରୂପ ହାନେ ଦାଁଡ଼ାଇୟା ଥାକିତେ ପାର ଯେଥାନେ କୋନ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ହିତେ ପ୍ରତିର ନିକଷିଷ୍ଟ ହୟ, କିନ୍ତୁ ବଜ୍ରପାତ ହୟ, କିନ୍ତୁ ଯେଥାନେ ଏକ ରଙ୍ଗପିପାସୁ ବାଘେର ଆକ୍ରମଣେର ଆଶକ୍ତା ଆଛେ, ଅଥବା ଯେଥାନେ ଏକ ଧର୍ବଂସକାରୀ ପ୍ଲେଗ ମାନୁଷେର ବଂଶ ନିପାତ କରିତେଛେ? ସୁତରାଂ ଖୋଦା ତା’ଲାର ପ୍ରତି ଯଦି ତୋମାଦେର ଠିକ ସେଇରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଥାକେ, ଯେଇରୂପ ବିଶ୍ୱାସ- ସାପ, ବଜ୍ର, ବାଘ ବା ପ୍ଲେଗେର ପ୍ରତି ଆଛେ, ତାହା ହିଲେ ଉହା

সম্ভবপর নহে যে, তোমরা খোদা তাঁলার বিরঞ্ছাচারণ করিয়া শাস্তির পথ অবলম্বন করিতে পার, কিম্বা তাঁহার সহিত তোমার সরলতা ও বিশ্বস্ততার সমন্বয় ছিল করিতে পার।

হে পুণ্যকর্ম ও সাধুতার প্রতি আভৃত জনমণ্ডলী! নিশ্চয় জানিও খোদা তাঁলার প্রতি আকর্ষণ তোমাদের মধ্যে তখনই জন্মিবে এবং তখনই তোমাদিগকে পাপের ঘৃণিত কলঙ্ক হইতে পবিত্র করা হইবে, যখন তোমাদের হৃদয় একীন-পূর্ণ হইবে। সম্ভবত তোমরা বলিবে যে, তোমাদের একীন লাভ হইয়াছে, কিন্তু স্মরণ রাখিও, ইহা তোমাদের আত্ম-প্রতারণা মাত্র। নিশ্চয় তোমরা একীন লাভ কর নাই, কেননা উহার উপাদান অর্জিত হয় নাই। কারণ, তোমরা পাপ হইতে বিরত থাকিতেছ না। সৎকর্মে যেই রূপ অগ্রসর হওয়া উচিত, তোমরা সেইরূপ অগ্রসর হইতেছ না এবং যেইরূপ ভয় করা উচিত, সেইরূপ ভয় তোমরা করিতেছ না। নিজেই চিন্তা করিয়া দেখ যাহার এই ‘একীন’ আছে যে, অমুক গর্তে সাপ আছে— সে কি সেই গর্তে হাত দিবে? যাহার ‘একীন’ আছে যে, তাহার খাদ্যে বিষ মিশ্রিত আছে— সে কি সেই খাদ্য খাইতে পারে? যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় যে, অমুক জঙ্গলে এক হাজার রঞ্জপিপাসু বাঘ আছে, তখন কেমন করিয়া তাহার পা অসাধারণতা ও উদাসীনতাবশত সেই জঙ্গলের দিকে আগাইবে?

তোমাদের হাত, পা, কান ও চোখ কিভাবে পাপকর্ম করিতে সাহসী হইবে, যদি খোদা তাঁলা ও তাঁহার পুরক্ষার ও শাস্তির প্রতি তোমাদের ‘একীন’ থাকে? পাপ ‘একীন’-এর উপর জয়ী হইতে পারে না। যখন তোমরা এক ভস্মকারী ও গ্রাসকারী অগ্নি দেখিতে পাও, তখন কেমন করিয়া সেই অগ্নিতে নিজ দেহ নিষ্কেপ করিতে পার? ‘একীনের’ প্রাচীর আকাশ পর্যন্ত প্রসারিত। শয়তান উহাতে আরোহণ করিতে পারে না। যিনি পবিত্র হইয়াছেন, ‘একীনের’ সাহায্যেই হইয়াছেন। ‘একীন’ দুঃখ বরণ করিবার শক্তি দান করে। এমনকি এক বাদশাহকে সিংহাসন ত্যাগ করাইয়া ভিক্ষুকের বেশ পরিধান করায়। ‘একীন’ সর্ব প্রকার দুঃখ সহজ করিয়া দেয়। ‘একীন’ খোদা তাঁলার দর্শন লাভ করায়। প্রত্যেক কাফ্কারা (প্রায়শিক্ত) মিথ্যা এবং প্রত্যেক ফিদিয়া (বিনিময়) নিষ্পত্তি। প্রত্যেক প্রকারের পবিত্রতা ‘একীনের’ পথ ধরিয়া আসে। সেই জিনিস— যাহা পাপ হইতে মুক্ত করিয়া খোদা পর্যন্ত পৌছাইয়া দেয় এবং সততা ও দৃঢ়তায় ফেরেশতা হইতেও অধিক অগ্রগামী করিয়া দেয়— উহা ‘একীন’।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ, ଯାହା ‘ଏକୀନ’ ଲାଭେର ଉପକରଣ ସରବାରାହ କରିତେ ପାରେ ନା, ତାହା ମିଥ୍ୟା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ, ଯାହା ଏକୀନେର ସାହାଯ୍ୟେ ଖୋଦାକେ ଦେଖାଇତେ ପାରେ ନା, ତାହା ମିଥ୍ୟା । କିସ୍ମା କାହିନୀ ଛାଡ଼ା ଯେ ଧର୍ମେ ଅନ୍ୟ କିଛୁ ନାଇ, ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟିଇ ମିଥ୍ୟା ।

ଖୋଦା ତାଳା ପୂର୍ବେ ଯେଇନ୍କପ ଛିଲେନ ଏଖନେ ସେଇନ୍କପଟି ଆଛେନ; ତାହାର ‘କୁଦରତ’ (ସର୍ବଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ର) ପୂର୍ବେ ଯେମନ ଛିଲ ଏଖନେ ତେମନଇ ଆଛେ; ତାହାର ନିର୍ଦଶନ ଦେଖାଇବାର କ୍ଷମତା ଯେମନ ପୂର୍ବେ ଛିଲ, ତାହା ଏଖନେ ଆଛେ । ସୁତରାଂ ତୋମରା ଶୁଦ୍ଧ କିସ୍ମା-କାହିନୀତେଇ କେନ ସମ୍ପ୍ରଦୟ ଥାକ? ଧ୍ୱଂସପ୍ରାଣ ସେଇ ଜାମା’ତ ଯାହାର ଅଲୋକିକ ବିଷୟାବଳୀ କେବଳ କିସ୍ମା, ଯାହାର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀସମୂହ କେବଳ କିସ୍ମା, ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରାଣ ସେଇ ଜାମାତ ଯାହାର ଉପର ଖୋଦା ତାଳାର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହନ ନାଇ ଏବଂ ଯାହା ‘ଏକୀନେର’ ସାହାଯ୍ୟେ ଖୋଦା ତାଳାର ହଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୟ ନାହିଁ ।

ମାନୁଷ ଯେମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗେର ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିଯା ସେଇଦିକେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୟ, ତନ୍ଦ୍ରପ ଯଥନ ସେ ଏକୀନେର ସାହାଯ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶ୍ଵାଦ ଲାଭ କରେ, ତଥନ ସେ ଖୋଦା ତାଳାର ଦିକେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୟ ଏବଂ ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ୟ ତାହାକେ ଏଇନ୍କପ ମୁଞ୍ଚ କରିଯା ଦେଇ ଯେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାବତୀୟ ବନ୍ଧୁ ତାହାର ନିକଟ ଏକେବାରେ ବାତିଲ ଓ ତୁଚ୍ଛ ବଲିଯା ବୋଧ ହୟ । ମାନୁଷ ତଥନଇ ପାପ ହିତେ ମୁକ୍ତି ପାଇ, ଯଥନ ସେ ଖୋଦା ତାଳା ଏବଂ ତାହାର ଜରଙ୍ଗତ (ମହାଶକ୍ତି), ପୁରକ୍ଷାର ଓ ଶାନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ । ଅଜ୍ଞତାଇ ସର୍ବପ୍ରକାର ଉଚ୍ଛ୍ଵାସିତାର ମୂଳ । ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକୀନ ଯା’ରେଫାତ (ନିଶ୍ଚିତ-ଜ୍ଞାନ) ହିତେ କିଛୁମାତ୍ର ଅଂଶ ଲାଭ କରେ, ସେ କଥନେ ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ ହିତେ ପାରେ ନା ।

ଯଦି କୋନ ଗୃହେର ମାଲିକ ଜାନିତେ ପାରେ ଯେ, ଏକ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ତାହାର ଗୃହେର ଦିକେ ଅଗସର ହିତେଛେ, କିମ୍ବା ତାହାର ଗୃହେର ଆଶେପାଶେ ଆଗ୍ନ ଲାଗିଯାଛେ ଏବଂ ମାତ୍ର ଅଗ୍ନ ଜାଯଗା ବାକୀ ଆଛେ, ତଥନ ସେ ସେଇ ଗୃହେ ଥାକିତେ ପାରେ ନା । ତାହା ହିଲେ କେମନ କରିଯା ତୋମରା ଖୋଦା ତାଳାର ପୁରକ୍ଷାର ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତି ଏକୀନ ରାଖାର ଦାବୀ କରାର ପର ନିଜେଦେର ଭୟକ୍ଷର ଅବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟେ ରହିଯାଛେ? ସୁତରାଂ ତୋମରା ଚକ୍ର ଉନ୍ନତ କରିଯା ଖୋଦା ତାଳାର ସେଇ ନିଯମକେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ଯାହା ସାରା ଦୁନିଆତେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୟ । ଅଧୋଗାମୀ ମୁଖିକ ସାଜିଓ ନା, ବରଂ ଉତ୍ସର୍ଗାମୀ କବୁତର ହିତେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯାହା ଆକାଶେର ବିଶାଲତାକେ ନିଜେର ଜନ୍ୟ ପଢନ୍ତି କରେ । ତୋମରା ‘ତୁମାର’ ବୟାପାର ଗ୍ରହଣ କରିଯା ପୁନରାୟ ପାପେ ଲିଙ୍ଗ ଥାକିଓ ନା ଏବଂ ସାପେର ନ୍ୟାୟ ହିତେ ନା ଯାହା ଖୋଲ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାର ପରା ପୁନରାୟ ସାପ

থাকিয়া যায়। মৃত্যুকে স্মরণ কর, যাহা ক্রমশ তোমাদের নিকটে আসিতেছে, কিন্তু তোমরা এই সম্বন্ধে সচেতন নও। পবিত্র হইতে চেষ্টা কর, কেননা মানুষ পবিত্র সত্তাকে তখনই লাভ করিতে পারে যখন সে নিজে পবিত্র হয়, কিন্তু তোমরা কিরাপে এই নেয়ামত লাভ করিতে পার— স্বয়ং খোদা তাঁলাই ইহার উভর দিয়াছেন। তিনি কুরআন শরীফে বলিয়াছেন:

وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوةِ

অর্থাৎ “নামায ও অধ্যাবসায় সহকারে খোদা তাঁলার সাহায্য প্রার্থনা কর”।

নামায কি? ইহা হইল দোয়া, যাহা তসবীহ (মহিমা কীর্তন) ‘তাহমীদ’ (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন), তকদীস’ (পবিত্রতা ঘোষণা) এবং ‘ইস্তেগফার’ (নিজের দুর্বলতা স্বীকার করিয়া শক্তি প্রার্থনা) ও ‘দরুদ’ সহ (অর্থাৎ হ্যরত রসূল করীম (সা.)-এর প্রতি আশিস কামনা করতঃ— অনুবাদক) সবিনয়ে প্রার্থনা করা হয়। সুতরাং যখন তোমরা নামায পড় তখন দোয়ার মধ্যে অজ্ঞ লোকদের ন্যায় শুধু আরবী শব্দ ব্যবহারকেই সীমাবদ্ধ থাকিও না। কারণ তাহাদের নামায এবং ইস্তেগফার সবই বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপমাত্র যাহাতে কোন সারবস্তু নাই। কিন্তু তোমরা যখন নামায পড় তখন খোদা তাঁলার কালাম কুরআন এবং রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কালামে বর্ণিত অন্যান্য কতিপয় প্রচলিত দোয়া ছাড়াও নিজেদের যাবতীয় সাধারণ দোয়া নিজেদের ভাষাতেই কর। নিবেদন জানাও যেন সেই সকাতর নিবেদনের সুপ্রভাব তোমাদের হৃদয়ে পতিত হয়।

বিপদকালে তোমাদের জীবনের স্বাভাবিক গতিতে পাঁচটি পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে যাহা সংঘটিত হওয়া তোমাদের প্রকৃতির জন্য আবশ্যিকীয়।

১। প্রথমে যখন তোমাদিগকে কোন আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে অবগত করা হয়, দৃষ্টান্ত স্বরূপ— তোমাদের নামে যেন আদালত হইতে এক ওয়ারেন্ট (গ্রেফতারী পরওয়ানা) জারী করা হইল; তোমাদের শাস্তি ও সুখে ব্যাঘাত ঘটাইবার ইহা প্রথম অবস্থা। বস্তুত এই অবস্থা অবনতির অবস্থার সহিত তুলনীয়; কেননা ইহাতে তোমাদের সুখের অবস্থার পতন আরম্ভ হইয়াছে। এই অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যোহরের নামায নির্ধারিত করা হইয়াছে, যাহার ওয়াক্ত সুর্মের নিম্নগতি হইতে আরম্ভ হয়।

୨ । ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୋମାଦେର ଉପର ତଥନ ଆସେ, ସଖନ ତୋମରା ବିପଦେର ଅତି ସନ୍ଧିକଟ ହୁଏ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ଵରୂପ— ସଖନ ତୋମାଦେର ଓୟାରେନ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରେଫତାର ହଇଯା ହାକୀମେର ସମୀକ୍ଷାପେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥା ଭୟେ ତୋମାଦେର ରଙ୍ଗ ଶୁଦ୍ଧ ହଇତେ ଥାକେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଆଲୋ ତୋମାଦେର ନିକଟ ହଇତେ ବିଦ୍ୟାଯ ହେଉଯାଇ ଉପକ୍ରମ ହୁଏ । ସୁତରାଂ ଆମାଦେର ଏହି ଅବସ୍ଥା ସେହି ସମୟେର ସଦୃଶ । ସଖନ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଆଲୋ କ୍ଷୀଣ ହଇଯା ଆସେ ଓ ସେହି ଦିକେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରା ଯାଏ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଯେ, ଏଥନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତମିତ ହଇବାର ସମୟ ସନ୍ଧିକଟ । ଏଇରୂପ ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖିଯା ଆସରେର ନାମାୟେର ସମୟ ନିର୍ଧାରିତ କରା ହଇଯାଛେ ।

୩ । ତୃତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୋମାଦେର ଉପର ତଥନ ଆସେ, ସଖନ ଏହି ବିପଦ ହଇତେ ମୁକ୍ତିଲାଭେର ଆଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତଥନ ଯେନ ତୋମାଦେର ନାମେ ଚାର୍ଜଶିଟ (ଦେସୀ ସାବନ୍ତ କରେ ଲିଖିତ ପତ୍ର) ଲିଖିତ ହୁଏ ଏବଂ ତୋମାଦେର ବିନାଶେର ଜନ୍ୟ ବିରଳବାଦୀଗଣେର ସାକ୍ଷ୍ୟ-ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥିତ କରା ହୁଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥା ତୋମାଦେର ଜ୍ଞାନ ଲୋପ ପାଇ ଏବଂ ତୋମରା ନିଜଦିଗକେ କରେନ୍ଦ୍ରି ଜ୍ଞାନ କରିତେ ଥାକ । ସୁତରାଂ ଏହି ଅବସ୍ଥା ସେହି ସମୟେର ସଦୃଶ ସଖନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତମିତ ହୁଏ ଏବଂ ଦିବାଲୋକେର ସକଳ ଆଶାର ଅବସାନ ହୁଏ । ଏଇରୂପ ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥାର ସହିତ ତୁଳନା କରିଯା ମାଗରିବେର ନାମାୟ ନିର୍ଧାରିତ କରା ହଇଯାଛେ ।

୪ । ଚତୁର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୋମାଦେର ଉପର ତଥନ ଆସେ ସଖନ ବିପଦ ବସ୍ତ୍ରତହି ତୋମାଦେର ଉପର ପତିତ ହୁଏ ଏବଂ ଇହାର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ତୋମାଦିଗକେ ଆଚାଦିତ କରିଯା ଫେଲେ; ସଥା ଚାର୍ଜ ଶିଟ ଅନୁୟାୟୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣେର ପର ଶାନ୍ତିର ଆଦେଶ ତୋମାଦିଗକେ ଶୁନାନୋ ହୁଏ ଏବଂ କାରାଦିଗେର ଜନ୍ୟ କୋନ ପୁଲିଶେର ନିକଟ ସୋପର୍ଡ କରା ହୁଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥା ସେହି ସମୟରେ ସହିତ ସାମଙ୍ଗ୍ସ୍ୟ ରାଖେ ସଖନ ରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ଛାଇଯା ଯାଏ । ଏଇରୂପ ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥାର ସହିତ ସାଦୃଶ୍ୟ ରାଖିଯା ଏଶାର ନାମାୟ ନିର୍ଧାରିତ କରା ହଇଯାଛେ ।

୫ । ଅତଃପର ସଖନ ତୋମରା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳ ଏହି ବିପଦେର ଅନ୍ଧକାରେ ଅତିବାହିତ କର, ତଥନ ପୁନରାୟ ତୋମାଦେର ପ୍ରତି ଖୋଦା ତାଙ୍କାର କରୁଣା ଉଦ୍ଦେଲିତ ହୁଏ ଏବଂ ତୋମାଦିଗକେ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ହଇତେ ମୁକ୍ତି ଦାନ କରେ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ଵରୂପ— ଯେମନ ଅନ୍ଧକାରେର ପର ପ୍ରାତଃକାଳ ଦେଖା ଦେଇ ଏବଂ ଦିନେର ସେହି ଆଲୋ ଆବାର ଆପନ ଉଜ୍ଜଳତାର ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ । ଅତଏବ ଏଇରୂପ ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥାର ସହିତ ସାମଙ୍ଗ୍ସ୍ୟ ରାଖିଯା ଫଜରେର ନାମାୟ ନିର୍ଧାରିତ କରା ହଇଯାଛେ ।

ଖୋଦା ତା'ଲା ତୋମାଦେର ପ୍ରକୃତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନେର ପାଂଚଟି ଅବସ୍ଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯାଇ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ପାଂଚ ଓୟାଙ୍କେର ନାମାୟ ନିର୍ଧାରିତ କରିଯାଛେ । ଇହା ହିତେଇ ତୋମରା ଉପଲବ୍ଧି କରିତେ ପାର ଯେ, ଏହି ସକଳ ନାମାୟ କେବଳ ତୋମାଦେର ଆତ୍ମିକ ମଙ୍ଗଲେର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଧାରିତ କରା ହିଁଯାଛେ । ସୁତରାଂ ସାଦି ତୋମରା ଏହିସକଳ ବିପଦ ହିତେ ବାଁଚିତେ ଚାଓ ତାହା ହିଲେ ଏହି ପାଂଚବାରେର ନାମାୟ ପରିଭ୍ୟାଗ କରିବା ନା କରଣ ଏହିଗୁଣି ତୋମାଦେର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଆତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନେର ପ୍ରତିଚ୍ଛାୟା ସ୍ଵରୂପ । ନାମାୟ ଭାରୀ ବିପଦେର ପ୍ରତିକାର ରହିଯାଛେ । ତୋମରା ଅବଗତ ନହ ଯେ, ଉଦୀଯମାନ ନବ ଦିବସ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ କି (ନିୟାତି) ଆନନ୍ଦ କରିବେ । ସୁତରାଂ ଦିବସେର ଉଦୟନେର ପୂର୍ବେଇ ତୋମରା ତୋମାଦେର ମଞ୍ଚାଲାର ସମୀପେ ସବିନ୍ୟା ନିବେଦନ କର ଯେଣ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ମଞ୍ଚଳ ଓ ଆଶିସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ଆଗମନ କରେ ।

ହେ ଆମୀର-ବାଦଶାହ ଏବଂ ଐଶ୍ୱରଶାଲୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ! ଆପନାଦେର ମଧ୍ୟେ ଏହିରୂପ ଲୋକ ଅଲ୍ଲାଇ ଯାହାରା ଖୋଦା ତା'ଲାକେ ଭୟ କରେନ ଏବଂ ତାହାର ପଥେ ସତତ ଓ ସାଧୁତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଯା ଚଲେନ । ଅଧିକାଂଶଇ ଦୁନିଆର ସମ୍ପଦ ଓ ଦୁନିଆର ଐଶ୍ୱର୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ହିଁଯା ଆଛେ; ତାହାତେଇ ଜୀବନ ନିଃଶେଷ କରିତେଛେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକେ ମୂରଣ କରିତେଛେ ନା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମୀର ବା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ ନାମାୟ ପଡ଼େ ନା ଏବଂ ଖୋଦା ତା'ଲାର ପରଓୟା କରେ ନା, ତାହାର ସମନ୍ତ (ବେନାମୟୀ) ଭୃତ୍ୟ ଓ କର୍ମଚାରୀର ପାପ ତାହାର କ୍ଷକ୍ଷେ ନୟନ୍ତ ହିଁବେ । ଯେ ଆମୀର ସୁରା ପାନ କରେ ତାହାର କ୍ଷକ୍ଷେ ଏହି ସକଳ ଲୋକେର ପାପଓ ନୟନ୍ତ ହିଁବେ, ଯାହାରା ତାହାର ଅଧୀନେ ଥାକିଯା ସୁରା ପାନ କରିଯା ଥାକେ । ହେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ! ଏହି ଦୁନିଆ ଚିରକାଳ ଥାକିବାର ଜାଯଗା ନହେ । ତୋମରା ସାବଧାନ ହୁଓ, ସକଳ ଅନାଚାର ପରିହାର କର ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରକାର ମାଦକଦ୍ରୁଦ୍ୟ ବର୍ଜନ କର । ମାନୁଷକେ ଧ୍ୱନି କରିବାର ଜନ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ସୁରା ପାନଇ ନହେ, ବରଂ ଆଫିମ, ଗୁର୍ଜା, ଚରସ, ଭାଙ୍ଗ, ତାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରେର ମାଦକ ଦ୍ରୁଦ୍ୟ, ଯାହା ସଦା ବ୍ୟବହାରେର ଅଭ୍ୟାସ କରିଯା ଲାଗ୍ଯା ହୁଏ, ମନ୍ତ୍ରିକ୍ଷେର କ୍ଷତି କରେ ଏବଂ ପରିଲାମେ ଧ୍ୱନି କରେ । ଅତଏବ, ତୋମରା ଏହିସବ ହିତେ ଦୂରେ ଥାକ । ଆମି ବୁଝିତେ ପାରି ନା, ତୋମରା କେନ ଏହି ସକଳ ଜିନିସ ବ୍ୟବହାର କର ଯାହାର କୁଫଲେ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତନ ତୋମାଦେର ନ୍ୟାୟ ସହନ୍ୟ ସହନ୍ୟ ନେଶାୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଏହି ଦୁନିଆ ହିତେ ଅହରହ ଚିରବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିତେଛେ ।\* ପରକାଳେର ଆୟାବ ତୋ ପୃଥକ ରହିଯାଛେ । ସଂୟମୀ

\* ଇଉରୋପେର ଲୋକେଦେର ମଦ ଯତ ଅନିଷ୍ଟ କରିଯାଛେ, ତାହାର କାରଣ ଏହି ଯେ, ଈସା (ଆ.) ମଦ୍ୟପାନ କରିଯାଛେ, ହୟତ କୋନ ରୋଗବଶତ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ତିନି ଏରାପ

হও, যেন তোমাদের আয় বৃদ্ধি হয় এবং তোমরা খোদা তা'লার আশিস প্রাপ্ত হও। অতিরিক্ত ভোগ-বিলাসে জীবন-যাপন অভিশপ্ত জীবন। অতিরিক্ত রূচি স্বভাবপরায়ণ ও রুক্ষ জীবনযাপন অভিশপ্ত জীবন। খোদা তা'লার প্রতি কর্তব্য পালন বা তাঁহার বান্দাগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন হইতে অতিরিক্ত উদাসীন হওয়া অভিশপ্ত জীবন। খোদা তা'লার হক এবং তাঁহার বান্দার হক সম্বন্ধে প্রত্যেক ধনাচ্য ব্যক্তিকে ঠিক সেইরূপ প্রশ্ন করা হইবে যেইরূপ একজন ফকিরকে করা হইবে বরং তদপেক্ষাও অধিক। অতএব, সেই ব্যক্তি কত হতভাগ্য, যে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি ভরসা করিয়া খোদা তা'লা হইতে বিমুখ হয় এবং খোদা তা'লার অবৈধ বস্ত এইরূপ নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করে, যেন সেই অবৈধ বস্ত তাহার পক্ষে বৈধ হইয়া গিয়াছে, ক্রোধের বশবর্তী হইয়া পাগলের মত কাহাকেও গালি দিতে, কাহাকেও আহত করিতে ও কাহাকেও হত্যা করিতে সে উদ্যত হয় এবং কাম-প্রবৃত্তির উভেজনায় নির্লজ্জ ব্যবহারের একশেষ করে। সুতরাং মৃত্যুকাল পর্যন্ত কখনও সে প্রকৃত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিবে না। হে প্রিয় বন্ধুগণ! তোমরা অল্পদিনের জন্য এই দুনিয়াতে আসিয়াছ এবং তাহারও অনেকখানি অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রভুকে অসম্প্রত্য করিও না, যদি তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালি কোন মাননীয় গভর্নমেন্ট তোমাদের প্রতি অসম্প্রত্য হয় তাহা হইলে উহা তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। অতএব ভাবিয়া দেখ, খোদা তা'লার অসম্প্রত্য হইতে তোমরা কেমন করিয়া বাঁচিতে পার? যদি তোমরা খোদা তা'লার দৃষ্টিতে মুভাকী (খোদা-ভীরু) বলিয়া সাব্যস্ত হও, তাহা হইলে কেহই তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিবে না, খোদা তা'লা স্বয়ং তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন এবং যে শক্র তোমাদের প্রাণনাশের চেষ্টায় আছে, সে তোমাদিগকে কাবু করিতে পারিবে না। নচেৎ তোমাদের প্রাণের হেফায়তকারী কেহই নাই; তোমরা শক্রের ভয়ে বা অন্যান্য বিপদাপদে পতিত হইয়া অশান্তির জীবন যাপন করিবে এবং তোমাদের জীবনের শেষাংশ অত্যন্ত

\* চলমান: করিয়াছেন। হে মুসলমানগণ! তোমাদের নবী আলায়হেস সালাম তো প্রত্যেক প্রকারের মাদকদ্রব্য হইতে পবিত্র ও নিষ্পাপ ছিলেন, যেমন তিনি ছিলেন বস্ততই নিষ্পাপ। অতএব তোমরা মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া কাহার অনুসরণ করিতেছ? কুরআন ইঞ্জিলের মত মদকে বৈধ সাব্যস্ত করে না। সুতরাং তোমরা কোন দণ্ডীলের সাহায্যে মদকে বৈধ সাব্যস্ত কর? তোমাদের কি মরিতে হইবে না?

দুঃখে ও ক্ষোভে অতিবাহিত হইবে। খোদা তাঁলা তাহাদের আশ্রয়দাতা হইয়া যান যাহারা তাঁহার হইয়া যায়। অতএব খোদা তাঁলার দিকে আস এবং তাঁহার প্রতি প্রত্যেক বিরোধ ভাব পরিহার কর। তাঁহার প্রতি কর্তব্য সম্পদানন্দে শৈথিল্য করিও না, তাঁহার বান্দগণের প্রতি মুখ বা হস্ত দ্বারা যুলুমঃ\* করিও না, এবং আসমানী কহুর ও গয়বকে ভয় করিতে থাক; ইহাই হইল মুক্তির পথ।

হে মুসলিম আলেমগণ! আমাকে মিথ্যক সাব্যস্ত করিতে ব্যস্ত হইও না, কারণ ঐরূপ অনেক গৃঢ় রহস্য আছে যাহা মানুষ শৈষ্য উপলব্ধি করিতে পারে না। কথা শুনিবা যাইছে তাহা রদ করিতে উদ্যত হইও না, কারণ ইহা তাকওয়া বা ধর্ম-নিষ্ঠার পদ্ধতি নহে। তোমাদের মধ্যে যদি আস্তি না ঘটিত এবং তোমরা যদি হাদীসের বিকৃত অর্থ না করিতে, তাহা হইলে ন্যায়-বিচারকরূপে যে মসীহ মাওউদের আগমনের কথা আছে, তাঁহার আগমনই বৃথা হইত।

তোমাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য তোমাদের পূর্বেকার এক ঘটনা রহিয়াছে। যে বিষয়ে তোমরা জোর দিছ এবং যে পথ তোমরা ধরিয়াছ, ইহুদিরাও সেই পথই ধরিয়াছিল অর্থাৎ তোমরা যেমন হ্যরত ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমনের অপেক্ষায় আছ; অদ্রূপ তাহারাও হ্যরত ইলিয়াস (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমনের অপেক্ষায় ছিল। তাহারা বলিত, মসীহ তখনই আসিবেন যখন

\* যে ব্যক্তি মানব জাতির প্রতি ক্রোধ-বৃত্তি বৃদ্ধি করে সে ক্রোধ দ্বারাই ধ্বংস হয়। এই কারণেই খোদা তাঁলা সুরা ফাতেহায় ইহুদিদের নাম (কোপগত) রাখিয়াছেন। ইহাতে এই কথার প্রতিই ইর্ণিত ছিল যে, কিয়ামত দিবসে তো প্রত্যেক পাপীই খোদা তাঁলার কোপের স্বাদ গ্রহণ করিবে, কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে দুনিয়াতে ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া থাকে, সে দুনিয়াতেই ঐশ্বী কোপের স্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহুদিদের তুলনায় খ্রিস্টানদের দ্বারা দুনিয়াতে ক্রোধ প্রকাশ পায় নাই, এই জন্যই সুরা ফাতেহাতে তাহাদের নাম لِيَل (পথভূষ্ট) রাখা হইয়াছে। لِيَل শব্দের দুইটি অর্থ। এক অর্থ হইল— তাহারা পথভূষ্ট; দ্বিতীয় অর্থ এই যে, তাহারা বিলীন হইয়া যাইবে। আমার মতে ইহা তাহাদের জন্য একরূপ সুসংবাদ যে, কোন সময় তাহারা যিথ্যাং ধর্ম হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ইসলাম ধর্মে বিলীন হইয়া যাইবে এবং ক্রমান্বয়ে অংশীবাদমূলক ধর্মমত এবং অনিষ্টকর বা লজ্জাজনক রীতি-নীতি পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানদের মত مسلمين (একেশ্বরবাদী) হইয়া যাইবে। মোটকথা الصالحين। শব্দে যাহা সুরা ফাতেহার শেষ ভাগে صلات করে (বিপথগামিতা)-এর দ্বিতীয় অর্থে এক জিনিস অন্য জিনিস নিঃশেষ ও বিলীন হওয়ায়, তাহাতে খ্রিস্টানগণের ভবিষ্যৎ ধর্ম জীবন সম্বন্ধে এক ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে।

ইহার পূর্বে ইলিয়াস নবী, যিনি আকাশে উত্তোলিত হইয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আবির্ভূত হইবেন এবং যে ব্যক্তি ইলিয়াসের দ্বিতীয়বার আগমনের পূর্বেই মসীহ হওয়ার দাবী করিবে, সে মিথ্যাবাদী হইবে। তাহারা যে কেবল হাদীসমূহের ভিত্তিতেই এরূপ ধারণা পোষণ করিত তাহা নহে, বরং ইহার সমর্থনে ঐশ্বীগ্রাহ্য মালাকী নবীর কেতাব পেশ করিত। কিন্তু হ্যরত ঈসা (আ.) যখন নিজের সম্বন্ধে ইহুদিদের মসীহ হইবার দাবী করিলেন এবং এই দাবীর শর্ত স্বরূপ হ্যরত ইলিয়াস আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন না, তখন ইহুদিদের এই ধর্ম-বিশ্বাস অমূলক প্রতিপন্ন হইল এবং ইলিয়াস নবী সশরীরে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া ইহুদিদের যে ধারণা ছিল, অবশ্যে ইহার এই অর্থ প্রকাশিত হইল যে, ইলিয়াসের চরিত্র ও গুণ-বিশিষ্ট অপর কোন ব্যক্তি আবির্ভূত হইবেন। যে ঈসা (আ.)-কে দ্বিতীয়বার আকাশ হইতে নামাইতেছ, সেই ঈসা (আ.) স্বয়ং এই অর্থ করিয়াছেন। অতএব তোমাদের পূর্বে ইহুদিগণ যে জায়গায় হোঁচ্ট খাইয়াছিল, তোমরাও কেন সেই একই জায়গায় হোঁচ্ট খাইতেছ? তোমাদের দেশে সহস্র সহস্র ইহুদি বর্তমান রহিয়াছে। তোমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, তোমরা যে আকীদা প্রকাশ করিতেছ ইহুদিগণও ঠিক একইরূপ আকীদা পোষণ করে কি না?

সুতরাং যে খোদা ঈসা (আ.)-এর খাতিরে ইলিয়াস নবীকে (আ.) আকাশ হইতে দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ করেন নাই এবং তজ্জন্য ইহুদিদের সম্মুখে তাঁহাকে ব্যাখ্যার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, সেই খোদা তোমাদের খাতিরে কিরূপে ঈসা (আ.)-কে অবতীর্ণ করিবেন? যাঁহাকে তোমরা দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ করিতেছ তাঁহারই সিদ্ধান্ত তোমরা অগ্রহ্য করিতেছ। যদি সন্দেহ হয়, তাহা হইলে এদেশে লক্ষ লক্ষ খ্রিস্টান বর্তমান আছে এবং তাহাদের ইঞ্জিলও বর্তমান আছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া লও যে, হ্যরত ঈসা (আ.) সত্যই ইহা বলিয়াছিল কি না যে, ইয়ুহুন্না অর্থাৎ ইয়াহুইয়া-ই (আ.) সেই ইলিয়াস (আ.) যাঁহার দ্বিতীয়বার আবির্ভাবের কথা ছিল, এবং এই কথা বলিয়া তিনি ইহুদিদের পুরাতন আশা ধূলিসাং করিয়া দিয়াছিলেন। এখন যদি ইহা জর়ুরি হয় যে, ঈসা নবীই (আ.) সত্য নবী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। কেননা, আকাশ হইতে প্রত্যাবর্তন করা যদি আল্লাহর সুন্নতের অন্তর্গত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইলিয়াস নবী কেন প্রত্যাবর্তন করিলেন না, এবং কেনই বা এস্তে ইয়াহুইয়া (আ.)-কে ইলিয়াস (আ.) সাব্যস্ত করিয়া ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হইল? জ্ঞানীজনের জন্য ইহা চিন্তা করিবার বিষয়।

অধিকন্ত আপনাদের আকীদা অনুযায়ী যে কার্যের উদ্দেশ্যে মসীহ ইবনে মরিয়ম আকাশ হইতে আগমন করিবেন, অর্থাৎ মাহদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া মানুষকে বলপূর্বক মুসলমান করিবার জন্য যুদ্ধ করিবেন, ইহা এরূপ এক ‘আকীদা’ যাহা ইসলামের দুর্নামের কারণ। কুরআন শরীফে কোথায় উল্লেখ আছে যে, ধর্মের জন্য বল-প্রয়োগ সঙ্গত আছে? বরং আল্লাহ তা'লা তো কুরআন শরীফে ফরমাইয়াছেন: ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ لِمَنْ يَرِيدُ مِنْ أَنْ يَعْلَمُونَ﴾ অর্থাৎ, ‘ধর্মে বল প্রয়োগ নাই’। (সূরা বাকারা: ২৫৭ আয়াত) তাহা হইলে মসীহ ইবনে মরিয়মকে (আ.) বল প্রয়োগের অধিকার কেমন করিয়া দেওয়া হইবে? এমনকি ইসলাম গ্রহণ অথবা কতল করা ব্যতীত ‘জিয়িয়া’ (কর) ও তিনি গ্রহণ করিবেন না? কুরআন শরীফের কোন জায়গায়, কোন ‘পারায়’ এবং কোন ‘সূরায়’ এই শিক্ষা আছে?\*

সমগ্র কুরআন বারবার বলিতেছে যে, ধর্মে বল প্রয়োগ নাই এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতেছে যে, আঁ হ্যরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সময়ে যে সকল লোকদের সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বল প্রয়োগে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে করা হয় নাই, বরং তাহা ছিল:

১. **শাস্তি স্বরূপ:** অর্থাৎ সেই সকল লোককে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, যাহারা এক বৃহৎ সংখ্যক মুসলমানকে কতল করিয়াছিল এবং অনেককে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল এবং তাহাদের উপর কঠোর উৎপীড়ন করিয়াছিল। যেমন আল্লাহ তা'লা বলিতেছেন:

أَذْنَ اللَّٰهِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلْمُوْا وَإِنَّ اللَّٰهَ عَلٰى نَصْرٍ هُمْ لَقَدِيرُوْا

\* যদি বল যে, আরবদের জন্য বল প্রয়োগ মুসলমান করিবার আদেশ ছিল, তাহা হইলে এই ধারণা কুরআন শরীফ হইতে কখনও প্রমাণিত হয় না, বরং ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যেহেতু সমস্ত আরবজাতি আঁ-হ্যরত (সা.)-কে ভীষণ কষ্ট দিয়াছিল এবং অনেক পুরুষ ও স্ত্রী সাহাবীগণকে কতল করিয়াছিল এবং যাহারা তরবারির আঘাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিল, সেইজন্য এ সমস্ত লোক যাহারা কতল বা ঐরূপ অপরাধে অপরাধী ছিল, তাহারা সকলেই খোদা তা'লার দৃষ্টিতে হত্যার শাস্তি-স্বরূপ নিহত হওয়ার যোগ্য ছিল। কিন্তু পরম করুণাময় খোদা তা'লার পক্ষ হইতে এই অবকাশ দেওয়া হইয়াছিল যে, যদি তাহাদের মধ্যে হইতে কহে মুসলমান হইয়া যায়, তাহা হইলে অতীতের যে অপরাধের ফলে সে মৃত্যুদণ্ড লাভের উপযোগী ছিল, তাহা ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। অতএব কোথায় এই দয়ার মহিমা আর কোথায় বল প্রয়োগ?

অর্থাৎ ‘যে সকল মুসলমানের সহিত কাফেরগণ যুদ্ধ করিতেছে, তাহারা অত্যাচারিত হইবার দরং তাহাদিগকে (কাফেরদের সহিত) মোকাবেলা করিবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং খোদা তাঁলা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে ক্ষমতাবান’। (২২:৪০)

২. অথবা সেই সকল যুদ্ধ ছিল আত্মরক্ষামূলক: অর্থাৎ যে সকল লোক ইসলামের অস্তিত্ব লোপ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল, অথবা স্বদেশে ইসলাম প্রচারে বল প্রয়োগে বাধা দিতেছিল, তাহাদের সঙ্গে স্বত্ত্বাধিকার সংরক্ষণের জন্য।

৩. অথবা দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার্থে: যুদ্ধ করা হইয়াছিল, এই তিনটি কারণ ব্যতীত আঁ হ্যরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার পবিত্র খলীফাগণ (রা.) কোন যুদ্ধ করেন নাই। বরং ইসলাম অন্যান্য জাতির এত অত্যাচার সহ্য করিয়াছে যে, অন্য কোন জাতির ইতিহাসে উহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় সেই ঈসা-মসীহ মাহনী সাহবে কিরণ ব্যক্তি হইবেন যিনি আসিয়াই লোকদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিবেন, এমনকি কোন আহলে কিতাব (ঐশ্বী গ্রন্থ-প্রাপ্ত জাতি) হইতে জিয়িয়াও গ্রহণ করিবেন না এবং কুরআনের এই আয়াত-

حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزِيَّةَ عَنْ يَدِهِمْ صِغْرُوْنَ

[অর্থাৎ (তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর) “যে পর্যন্ত না তাহারা অধীনস্থ হইয়া স্বেচ্ছায় জিয়িয়া দেয়”। ৯:২৯ -অনুবাদক]

রাহিত করিয়া দিবেন? তিনি ইসলাম ধর্মের কিরণ পৃষ্ঠপোষক হইবেন যে, আসিয়াই তিনি কুরআনের ঐ সকল আয়াতও রাহিত করিয়া দিবেন যেইগুলি আঁ হ্যরত (সা.)-এর সময়েও রাহিত হয় নাই এবং এতসব ওলট-পালট সত্ত্বেও তুম্হে এর (খতমে নবুওয়াতের) কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না?

এ পর্যন্ত নবুওয়াতের যুগের তেরশত বৎসর (বর্তমানে চৌদশশত বৎসর-প্রকাশক) অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং অভ্যন্তরীণভাবে ইসলাম তিয়ান্তর ফেরকায় বিভক্ত হইয়াছে। প্রকৃত মসীহুর ইহাই কাজ হওয়া উচিত যে, তরবারির পরিবর্তে তিনি যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা হৃদয়কে জয় করিবেন এবং রোপ্য, স্বর্ণ, পিতল বা কাষ্ঠ-নির্মিত ক্রশণগুলিকে ভাঙ্গিয়া বেড়াইবার পরিবর্তে

ଘଟନାମୂଳକ ଓ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଦାରା ଖ୍ରିଷ୍ଟ-ଧର୍ମତକେ ଧ୍ୱନି କରିଯା ଦିବେନ । ଯଦି ତୋମରା ବଲ ପ୍ରଯୋଗ କର ତାହା ହିଁଲେ ତୋମାଦେର ବଲ ପ୍ରଯୋଗ ଏ କଥାର ସଫେଟ୍ ପ୍ରମାଣ ହିଁବେ ଯେ, ତୋମାଦେର ନିକଟ ନିଜେଦେର ସତ୍ୟତାର କୋନ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ।\* ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଜ୍ଞ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସଥିନ ଦଲିଲ ଦାରା ପରାଜିତ ହୁଏ, ତଥିନ ତରବାରି ବା ବନ୍ଦୁକେର ପ୍ରତି ହଞ୍ଚ ପ୍ରସାରିତ କରେ; କିନ୍ତୁ ଏକଥିରୁ ଧର୍ମ କିଛୁତେଇ ଖୋଦା ତା'ଲାର ପ୍ରେରିତ ଧର୍ମ ହିଁତେ ପାରେ ନା ଯାହା କେବଳ ତରବାରିର ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟତିରେକେ ଅନ୍ୟ କୋନ ଉପାୟେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିତେ ପାରେ ନା ।

\* ଆଲ ମିନାରେର ସମ୍ପାଦକେର ନ୍ୟାୟ କୋନ କୋନ ଅଜ୍ଞ ଲୋକ ଆମାର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆପଣି କରିଯା ଥାକେ ଯେ, ‘ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଇଂରେଜ ରାଜ୍ୟ ବାସ କରେ ବଲିଯା ଜେହାଦ (ଧର୍ମ-ଯୁଦ୍ଧ) ନିଷେଧ କରେ ।’ ଏହି ମୁର୍ଖେରା କି ଏ କଥା ବୁଝେ ନା ଯେ, ଆମି ଯଦି ମିଥ୍ୟା କଥା ଦାରା ଏହି ଗର୍ଭନମେନ୍ଟକେ ଖୁଶି କରିତେ ଚାହିତାମ, ତାହା ହିଁଲେ କେବଳ ବାରବାର ଆମି ଏହିକଥା ବଲିତାମ ଯେ, ଈସା ଇବେନ ମରିଯମ (ଆ.) କୁଶ ହିଁତେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇଯା ସ୍ଵାଭାବିକଭାବେ (କାଶ୍ମୀରେର ଅନ୍ତର୍ଗତ) ଶ୍ରୀ ନଗରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଯାଇଛେ? ତିନି ଖୋଦାଓ ଛିଲେନ ନା ଏବଂ ଖୋଦାର ପୁତ୍ରଓ ଛିଲେନ ନା । ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଇଂରେଜଗଣ କି ଆମାର ଏହି ଉକ୍ତିତେ ଅସ୍ଵତ୍ତ ହିଁବେନ ନା? ଅତଏବ ହେ ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ! ଶୁନିଆ ରାଖ, ଆମି ଏହି ଗର୍ଭନମେନ୍ଟର କୋନ ତୋଷାମୋଦ କରି ନା; ବରଂ ପ୍ରକୃତ କଥା ଏହି ଯେ, ଯେ ଗର୍ଭନମେନ୍ଟ ଇସଲାମ ଧର୍ମେ ଏବଂ ଧର୍ମୀୟ ରୀତିନୀତିତେ କୋନରଙ୍ଗ ହଞ୍ଚିପେକ୍ଷ କରେ ନା ଏବଂ ସ୍ଵଧର୍ମେ ଉତ୍ସତିକଙ୍ଗେ ଆମାଦେର ପ୍ରତି ତରବାରି ଚାଲାଯ ନା, ଏକଥିରୁ ଗର୍ଭନମେନ୍ଟର ସଙ୍ଗେ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ କରା କୁରାଆନ ଶରୀଫେର ଶିକ୍ଷାନୁସାରେ ନିଷିଦ୍ଧ; କେନଳା ତାହାରାଓ କୋନ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ କରେ ନା । ତାହାଦେର ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରା ଆମାଦେର ଏହି ଜନ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ, ଆମରା ଆମାଦେର କର୍ମ ମକ୍କା ଏବଂ ମଦୀନାଯାଓ କରିତେ ପାରିତାମ ନା । କିନ୍ତୁ ତାହାଦେର ରାଜ୍ୟ ତାହା କରିତେ ପାରିତେଛି । ଖୋଦା ତା'ଲାର ପକ୍ଷ ହିଁତେ ଇହା ଏକ ହିକମତ (ଗଭୀର ପ୍ରଜ୍ଞା) ଛିଲ ଯେ, ଆମାକେ ତିନି ଏହି ଦେଶେ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛେ । ଅତଏବ ଆମି କି ଖୋଦାର ହିକମତର ଅର୍ଥାଦା କରିବି? ଯେମନ କୁରାଆନ ଶରୀଫେର ବୁଝାଇତେଛେ ଯେ, ‘ତୁଶେର ଘଟନାର ପର ଆମି ଈସା ମସିହକେ କୁଶେର ବିପଦ ହିଁତେ ଉନ୍ଦାର କରିଯା ତାହାର ମାତାକେ ଏହିରପ ଏକ ମାଲଭୂମିର ଉପର ସ୍ଥାନ ଦିଯାଛିଲାମ ଯାହା ଆରାମଦାୟକ ଛିଲ ଏବଂ ଯାହାତେ ଝାରଣା ପ୍ରବାହିତ ହିଁତେଛିଲ’- ଅର୍ଥାତ୍ କାଶ୍ମୀରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀନଗରେ । ଅନ୍ତର୍ପଦ୍ମ ଖୋଦା ତା'ଲା ଆମାକେ ଏହି ଗର୍ଭନମେନ୍ଟର ଉପକାରେ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ଵିକାର କରା କି ଆମାଦେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଛିଲ ନା?

ଏହିଦେଶେ ପ୍ରକୃତ ଜାନେର ଉତ୍ସ ପ୍ରବାହିତ ହିଁତେଛେ ଏବଂ ଉପଦ୍ରବକାରୀଦେର ଆକ୍ରମଣ ହିଁତେ ନିରାପଦ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅତଏବ ଏକଥିରୁ ଗର୍ଭନମେନ୍ଟର ଉପକାରେ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ଵିକାର କରା କି ଆମାଦେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଛିଲ ନା?

যদি তোমরা এরূপ জেহাদ হইতে বিরত হইতে না পার এবং ইহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া সাধু ব্যক্তিগণের নামও দাঙ্গাল (ধর্মের শক্র) এবং মুলহেদ (নাস্তিক) রাখ, তাহা হইলে আমি এই দুইটি বাক্য দ্বারা এই বক্তব্য শেষ করিতেছি।

فَلْ يَأْتِهَا الْكُفَّارُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

অর্থাৎ ‘তুমি বল, হে কাফেরগণ! আমি সেইরূপ ইবাদত করি না যেইরূপে তোমরা ইবাদত কর’। (১০৯:২-৩)

অভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসম্বাদ ও দলাদলির যুগে তোমাদের তথাকথিত মসীহ এবং মাহদী কোন্ ব্যক্তির উপর তরবারি প্রয়োগ করিবেন? সুন্নাগণের মতে শিয়াগণ কি ইহার যোগ্য নহে যে, তাহাদের প্রতি তরবারি চালানো যায় এবং শিয়াগণের বিবেচনায় সুন্নাগণ কি এইরূপ নহে যে, তাহাদিগকে তরবারি দ্বারা নিষিদ্ধ করা যায়? অতএব যেহেতু তোমাদের অভ্যন্তরীণ ফেরকাণ্ডিই তোমাদের আকিদা (ধর্মীয়-বিশ্বাস) অনুসারে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, এমতাবস্থায় তোমরা কার কার সঙ্গে জেহাদ করিবে? কিন্তু স্মরণ রাখিও, খোদা তরিবারির মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি তাঁহার ধর্মকে ঐশী নির্দর্শন দ্বারা জগতে বিস্তার করিবেন এবং কেহাঁ তাহা রোধ করিতে পারিবে না এবং স্মরণ রাখিও ঈসা আর কখনও অবতীর্ণ হইবেন না। কেননা, তিনি فَلَمَّا تَوَقَّيْتُنَّ (অর্থাৎ যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে, ৫:১১৮ -অনুবাদক)

আয়াতের মর্ম অনুযায়ী কিয়ামতের দিন যে অস্তীকার করিবেন, তাহাতে পরিষ্কার এ কথার স্বীকৃতি পাওয়া যায় যে, তিনি দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আগমন করিবেন না এবং কিয়ামতের দিন তাঁহার অজুহাত ইহাই হইবে যে, খ্রিস্টানগণের পথভ্রষ্ট হওয়ার বিষয় তিনি অবগত নহেন। কিয়ামতের পূর্বে যদি তিনি দুনিয়াতে আসিতেন, তাহা হইলে তিনি কি এই উত্তর দিতে পারেন যে, খ্রিস্টানদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কথা কিছুই তিনি জানিতেন না? অতএব এই আয়াতে তিনি স্পষ্টত স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে যান নাই। আর যদি কিয়ামতের পূর্বে তাঁহাকে দুনিয়াতে আসিতে হইত এবং ক্রমাগত চল্লিশ বৎসর বাস করিতে হইত, তাহা হইলে খোদা তাঁলার সম্মুখে তিনি একথা মিথ্যা বলিয়াছেন যে, খ্রিস্টানদের অবস্থা তিনি কিছুই জানেন না। তাঁহার তো বলা উচিত ছিল যে, দ্বিতীয় আবির্ভাবের সময় আমি দুনিয়াতে প্রায় চল্লিশ কোটি খ্রিস্টান পাইয়াছি, তাহাদের সকলকেই দেখিয়াছি এবং তাহাদের বিপর্যামিতার বিষয় আমি বিশেষভাবে জ্ঞাত আছি, আমি তো পুরকার পাইবার যোগ্য, কারণ খ্রিস্টানদের সকলকে আমি মুসলমান করিয়াছি এবং

କ୍ରୁଷ୍ଣଗୁଲି ଭାଙ୍ଗିଯା ଫେଲିଯାଛି । ‘ଆମି ଜ୍ଞାତ ନହିଁ’-ଏ କଥା ବଲା ଈସା (ଆ.)-ଏର ପକ୍ଷେ କତ ବଡ଼ ମିଥ୍ୟା ହିଁବେ ।

ମୋଟକଥା, କୁରାନ ଶରୀଫେର ଏହି ଆଯାତେ ଅତି ପରିକ୍ଷାରଭାବେ ଈସା (ଆ.)-ଏର ଏହି ସ୍ଵୀକୃତ ରହିଯାଛେ ଯେ, ତିନି ଦ୍ଵିତୀୟବାର ଦୁନିଯାତେ ଆଗମନ କରିବେନ ନା ଏବଂ ଇହାଇ ସତ୍ୟ କଥା ଯେ, ମସୀହ ମୃତ୍ୟୁଭାବ କରିଯାଚେନ; ଶ୍ରୀନଗରେ ଖାନଇୟାର ମହଲ୍ୟା ତାହାର ସମାଧି ବିଦ୍ୟମାନ । \*

ଏଥନ ଖୋଦା ତା'ଳା ସ୍ଵର୍ଗ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହିଁବେନ ଏବଂ ଯାହାରା ସତ୍ୟେର ବିରଳକ୍ଷେତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ କରେ ତାହାଦେର ବିରଳକ୍ଷେତ୍ର ତିନି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନ । ଖୋଦା ତା'ଳାର ପକ୍ଷ ଥିକେ ଯୁଦ୍ଧ କରା ଆପନ୍ତିକର ନହେ, କେନନା ତାହା ନିର୍ଦଶନକ୍ରମରେ ହେଁ, କିନ୍ତୁ ମାନୁଷେର ପକ୍ଷେ ଯୁଦ୍ଧ କରା ଆପନ୍ତିକର, କାରଣ ତାହା ବଲ ପ୍ରୟୋଗେ ହେଁ ।

ଆଫସୋସ, ଏଇ ମୌଲବୀଦେର ପ୍ରତି! ଯଦି ତାହାଦେର ମଧ୍ୟେ ଦିଯାନତ ବା ସାଧୁତା ଥାକିତ, ତାହା ହିଁଲେ ଧର୍ମ-ଭୀରୁତାର ପଥେ ସବ ଦିକ ଦିଯା ନିଜେଦେର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରାଇୟା ଲାଇତ । ଖୋଦା ତା'ଳା ତୋ ପୁଣ୍ୟଆଗଗେର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିଯା ଦିଯାଚେନ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସକଳ ଲୋକ ଯାହାରା ଆବୁ ଜାହେଲେର ମୃତ୍ୟିକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହିଁଯାଛେ, ତାହାରା ସେହି ପଥଟି ଅବଲମ୍ବନ କରିତେହେ ଯାହା ଆବୁ ଜାହଲ ଅବଲମ୍ବନ କରିଯାଇଛି । ମୀରାଟ ହିଁତେ ଏକଜନ ମୌଲବୀ ସାହେବ ରେଜିସ୍ଟାରୀ ପତ୍ର ଦାରା ଜାନାଇୟାଚେନ ଯେ, “ଅମୃତସରେ ନଦ୍ୟାତ୍ମଳ ଉଲାମା ସମ୍ମେଲନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହିଁବେ, ଏଥାନେ ଆସିଯା ବହସ କରା ଉଚିତ” । କିନ୍ତୁ ଇହା ପ୍ରକାଶ ଥାକେ ଯେ, ଯଦି ଏହି ବିରଳବାଦୀଗଗେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାଲ ହାଇତ ଏବଂ ଜ୍ୟ ପରାଜୟେର କୋନ ଭାବନା ନା ଥାକିତ ତାହା ହିଁଲେ ସେଇକ୍ଷେତ୍ରେ ତାହାଦେର ନିଜେଦେର ସାନ୍ତ୍ଵନାର ଜନ୍ୟ ‘ନଦ୍ୟା’ ଇତ୍ୟାଦିର କି ପ୍ରୟୋଜନ ଛିଲ?

ଆମରା ନଦ୍ୟାର ଆଲେମଗଣକେ ଅମୃତସରେର ଆଲେମଗଣ ହିଁତେ ପୃଥକ ମନେ କରି ନା । ତାହାଦେର ଏକଇ ଧର୍ମୀୟ ଧ୍ୟାନ-ଧାରଣା, ତାହାରା ଏକଇ ଶ୍ରେଣୀର ଏବଂ ଏକଇ ପ୍ରକୃତିର । ପ୍ରତ୍ୟେକେହି ଇଚ୍ଛା କରିଲେ କାଦିଯାନ ଆସିତେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ବହସେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ନହେ ବରଂ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନେର ଜନ୍ୟ ଆମାର ବଞ୍ଚିବ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିତେ ପାରେ । ଯଦି କୋନ ସନ୍ଦେହ ଥାକେ, ତାହା ହିଁଲେ ବିନୟ ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାର ସହକାରେ ନିଜେଦେର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରାଇୟା ନିତେ ପାରେ; ଏବଂ ଯତଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାରା କାଦିଯାନେ ଅବଶ୍ଵନ କରିବେ ମେହମାନ ହିସାବେ ବିବେଚିତ ହିଁବେ ।

\* ଜନେକ ଇହଦିଓ ଇହାର ସ୍ଵୀକୃତି ଦିଯାଚେନ ଯେ, ଶ୍ରୀନଗରେ ଉତ୍ୱାଖିତ ସମାଧି ଇହଦି ନବୀଗଗେର ସମାଧିର ପ୍ରଣାଳୀତେ ନିର୍ମିତ ହିଁଯାଛେ । (ତାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ୯୬ ପୃଷ୍ଠାୟା)

ଆମାଦେର ନଦୀଯା ଇତ୍ୟାଦିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାଦେର ନିକଟ ଯାଓଯାର କୋଣ ପ୍ରୋଜନ୍ ନାହିଁ । ଇହାରା ସକଳେଇ ସତ୍ୟର ଦୁଶ୍ମନ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଦୁନିଆତେ ବିଭାଗ ଲାଭ କରିଯା ଚଲିଯାଛେ ।

ଇହା କି ଖୋଦା ତା'ଲାର ମହାନ ମୋଜେଯା (ଅଲୋକିକ କ୍ରିୟା) ନହେ ଯେ, ତିନି ଆଜ ହିତେ ବିଶ ବଂସର ପୂର୍ବେ ବାରାହୀନେ ଆହମଦୀଯା ଥିଲେ ନିଜ ଇଲହାମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିଯା ଦିଯାଛିଲେଣ ଯେ, ଲୋକେ ତୋମାର ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟତାର ଜଳ୍ୟ ଅତିଶ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମେ ଆମି ତୋମାକେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଜାମାତେ ପରିଣତ କରିବ? ଇହା ଐ ସମୟକାର ଐଶ୍ଵରୀବାଣୀ ଯଥନ ଏକଟି ଲୋକଙ୍କ ଆମାର ସଙ୍ଗେ ଛିଲ ନା । ଅତଃପର ଆମାର ଦାବୀ ପ୍ରକାଶିତ ହିବାର ପର ବିରଞ୍ଜବାଦୀଗଣ (ଆମାର ବିରଞ୍ଜନେ) ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ କରିଯାଛେ । ପରିଣାମେ ଉପରୋକ୍ତ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ୱାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସିଲସିଲା ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଯାଛେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ \* ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତେ ଏହି ଜାମାତେର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଲକ୍ଷେରଓ କିଛୁ ଅଧିକ । ନଦୀଯାତୁଳ ଓଲାମାର ଯଦି ମରଣେର ଭୟ ଥାକେ ତାହା ହିଲେ ବାରାହୀନେ ଆହମଦୀଯା ଏବଂ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିଯା ବଲୁକ ଯେ, ଇହା ମୋଜେଯା କିନା! ଅତଏବ ଯଥନ କୁରାଅନ ଏବଂ ମୋଜେଯା ଉଭୟଇ ପେଶ କରା ହିଁଯାଛେ, ତଥନ ବହସେର ଆବଶ୍ୟକତା କି?

ଏଇରୂପେ ଏଦେଶେର ଗଦୀ-ନଶୀନ (ପୀରେର ଗଦୀତେ ଉପବିଷ୍ଟ) ଓ ପୀର-ୟାଦାଗଣ ଧର୍ମର ସହିତ ଏମନ ସମ୍ପର୍କହିନ ଏବଂ ଦିବାରାତ୍ର 'ବେଦାତେ' (ନବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନେ) ଏମନଭାବେ ଲିଷ୍ଟ ଯେ, ତାହାରା ଇସଲାମେର ଆପଦ-ବିପଦେର କୋଣ ଖବରଇ ରାଖେ ନା । ତାହାଦେର ମଜଲିସେ ଗେଲେ କୁରାଅନ ଓ ହାଦୀସ ଥିଲେର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଖାନେ ବିଭିନ୍ନ ରକମେର ତ୍ୱର, ସାରଙ୍ଗ, ଢୋଲ ଓ ଗାୟକ ଇତ୍ୟାଦି ଅବୈଧତାର ସରଞ୍ଜାମ ଦେଖିତେ ପାଇବେ । ଏତଦସତ୍ରେ ତାହାଦେର ମୁସଲମାନଦେର ନେତା ହିବାର ଦାବୀ ଏବଂ ନବୀ କରୀମ (ସା.)-ଏର ଅନୁସରଣେ ଗର୍ବ! ତାହାଦେର ମଧ୍ୟେ କେହ କେହ ମେଯେଦେର ପୋସାକ ପରେ, ହାତେ ମେହନ୍ତି ଲାଗାଯ ଏବଂ ଚୁଡ଼ି ପରେ ଏବଂ ନିଜଦେର ମଜଲିସେ କୁରାଅନ ଶରୀଫେର ପରିବର୍ତ୍ତେ କବିତା ପାଠ କରା ପସନ୍ଦ କରିଯା ଥାକେ । ଏହିଗୁଲି ଏଇରୂପ ପୁରାତନ ମରୀଚା ଯେ, ଉହା କିଭାବେ ଦୂର କରା ଯାଇତେ ପାରେ ତାହା ଧାରଣାଇ କରା ଯାଇ ନା ।

ଯାହା ହଟୁକ, ଖୋଦା ତା'ଲା ଆପନ କୁଦରତ (ମହାଶକ୍ତି) ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେନ ଏବଂ ଇସଲାମେର ସହାୟ ହିବେନ ।

\* (ଅର୍ଥାତ୍ ୨୫ଶେ ଅଞ୍ଚୋବର, ୧୯୦୨୨- ଅନୁବାଦକ)

شہد شاہد من بنی اسرائیل  
(ایک اسرائیلی عالم توریت کی شہادت دربارہ قبرمتع) (۱)

میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے دیکھا ایک نقشہ پاس مرزا غلام احمد  
صاحب قادیانی اور تحقیق وہ صحیح ہے قبر نبی اسرائیل کی قبروں میں سے  
لارم جزوں علی مرتضیٰ علی مرتضیٰ علی مرتضیٰ علی مرتضیٰ علی مرتضیٰ علی مرتضیٰ  
اور وہ ہے نبی اسرائیل کے اکابر کی قبروں میں سے  
تاریخ دد صرداً اولادم دهور حلاً دم موضع فی  
میں نے دیکھا یہ نقشہ آج کے دن جب لکھی  
۱۵ صدر دروازہ نو ڈنر خیروں درفلہ ۷۲۰ ذوال  
میں نے یہ شہادت بہا انگریزی جون ۱۸۹۹ء  
۲۳۔ ۶۔ ۱۸۹۹ صریح اعلام ناصر محمد دعا  
سلمان یوسف سعاق تاجر  
فرند صدر وکیل برادر : شفیق نامہ چھوڑ دی میں  
سلمان یہودی نے میرے رو برو  
یوبیلو یہ نہ رہتا گھری مفتی فہیض ڈیک  
یہ شہادت لکھی - مفتی محمد صادق بھیروی  
بڑوی سلیمان دمتر اکیتخت نہر گھر  
کلکر وفتر اکونٹ جزل لاہور  
نهد باللہ ان هذا الكتاب كتبه سلمان ابن یوسف وانه رجل من اکابر  
دستخط : سید عبد اللہ بغدادی  
ی اسرائیل.

হয়রত ঈসা (আ.)-এর সমাধি সম্বন্ধে ইসরাইল বংশীয় একজন তওরাতবিদ আলেমের সাক্ষ্য। (মূল হিন্দু সাক্ষ্য পূর্ববর্তী পঠায় দ্রষ্টব্য)

আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানীর নিকট একটি (সমাধির) চিত্র দেখিয়াছি এবং প্রকৃতপক্ষে তাহা সঠিক। উহা বনী ইসরাইল জাতির কবর এবং বনী ইসরাইল জাতির নেতৃস্থানীয় কোন লোকের কবর, এবং আমি অদ্য এই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার সময় ১২ই জুন, ১৮৯৯  
ইং তারিখে এই চিত্রটি দেখিয়াছি।

সোলেমান ইউসুফ ইসহাক, তাজের।

সোলেমান ইহুদি আমার সম্মুখে এই সাক্ষ্য লিখিয়াছেন।

মুফতী মুহাম্মদ সাদেক ভেরবী, ক্লার্ক,  
একাউন্টেন্ট জেনারেল অফিস, লাহোর।

আমি আল্লাহর নাম লইয়া সাক্ষ্য দিতেছি যে, সোলেমান ইবনে ইউসুফ এই লিপি লিখিয়াছেন এবং তিনি বনী ইসরাইল জাতির একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

দন্তখত- সৈয়দ আব্দুল্লাহ বাগদাদী\*

দক্ষিণ ইটালীর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত পত্রিকা  
'কেরিয়ার-ডেলাসেরা' নিম্নলিখিত বিশ্বয়কর  
সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছে:

“১২ই জুলাই ১৮৭৯ তারিখ জেরুলেমে কোর নামীয় এক বৃন্দ সন্ন্যাসী পরলোক গমন করেন। তিনি তাঁহার জীবদ্দশার একজন বিখ্যাত সাধু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি কিছু সম্পত্তি রাখিয়া যান। গভর্নর তাঁহার আত্মীয়স্বজনকে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের নিকট দুই লক্ষ্য ‘ফ্রাঙ্ক’ (এক লক্ষ পৌনে ডিনিশ হাজার টাকা) সোপন্দ করেন। এই অর্থ বিভিন্ন দেশের মুদ্রায় ছিল, এবং ইহা সেই গুহায় পাওয়া গিয়াছিল, যাহাতে উক্ত সন্ন্যাসী বহুকাল যাবৎ বাস করিতেন। তাঁহার আত্মীয়গণ অর্থের সহিত কতিপয় কাগজপত্রও

\* (হিন্দু ভাষার উর্দু অনুবাদের বঙ্গান্বাদ)

ପାଇୟାଛେ । ତାହାରା ତାହା ପାଠ କରିତେ ନା ପାରାଯ, କତିପର ହିନ୍ଦୁଭାଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ତାହା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରେନ । ପଣ୍ଡିତଗଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵିତ ହଇଲେନ ଯେ, ଏହି କାଗଜପତ୍ର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ଭାଷାଯ ଲିଖିତ ଛିଲ । ପାଠ କରିଲେ ପର ତାହାତେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟବସ୍ତ୍ର ପାଓଯା ଗେଲ:

“ମରିଯ଼ମ ପୁତ୍ର ସୀଶୁର ସେବକ ଧୀବର ପିଟାର ଏହି ପ୍ରନାଳୀତେ ଲୋକଦିଗକେ ଖୋଦାତାଆଲାର ନାମେ ଏବଂ ତାହାର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ସମୋଧନ କରିତେଛେ ।”

ଉଚ୍ଚ ପତ୍ର ଏହିଭାବେ ଶେଷ ହଇତେଛେ:

“ଆମି ଧୀବର ପିଟାର ସୀଶୁର ନାମେ ଏବଂ ଆମାର ଜୀବନେର ନରବିନ୍ଦୁ ବନ୍ଦର ବସିଲେ ଏହି ଭାଲାବାସାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଗୁଲି ଆମାର ନେତା ଓ ଗୁରୁ ମରିଯ଼ମପୁତ୍ର ସୀଶୁର ମୃତ୍ୟୁର ତିନ ଈଦେ ଫାସାତ୍ (ଅର୍ଥାତ୍ ତିନ ବନ୍ଦର ପର) ପ୍ରଭୁର ପବିତ୍ର ଗୃହେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲିଯାରେ ଗୃହେ ଲିଖିତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଯାଛି ।”

ଉଚ୍ଚ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତେ ଉପନୀତ ହଇୟାଛେ ଯେ, “ଏହି ପତ୍ରାଦି ପିଟାରେର ସମୟ ହିତେ ଚଲିଯା ଆସିଯାଛେ । ଲଙ୍ଘନ ବାଇବେଳ ସୋସାଇଟିରେ ଏହି ଅଭିମତ । ବାଇବେଳ ସୋସାଇଟିର ଏହି କାଗଜପତ୍ରଗୁଲି ଉତ୍ତମରମ୍ଭେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଯା ଏଥିନ ମାଲିକକେ ଚାର ଲକ୍ଷ ‘ଲିରା’ (ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ସାଡ଼େ ସାଇତ୍ରିଶ ହାଜାର ଟାକା) ଦିଯା ଏଗୁଲି ଖରିଦ କରିତେ ଚାଯ ।”

## ସୀଶୁ-ଇବନେ-ମରିଯ଼ମେର ପ୍ରାର୍ଥନା

[ଉତ୍ତର୍ୟେର ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ବର୍ଷିତ ହଉକ]

ତିନି ବଲିଯାଛେ:

“ହେ ପ୍ରଭୁ! ଯେ ବିଷୟ ଆମି ମନ୍ଦ ମନେ କରି; ତାହାର ଉପର ଜୟୀ ହିବାର କ୍ଷମତା ଆମାର ନାଇ । ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଆମି ଅର୍ଜନ କରିତେ ପାରି ନାଇ, ଯାହା ଅର୍ଜନ କରାର ଆମାର ଆକାଞ୍ଚ୍ଛା ଛିଲ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ତାହାଦେର ପୁରସ୍କାର ତାହାଦେର ହାତେ ପାଇୟାଛେ, ଆମି ପାଇ ନାଇ, କିନ୍ତୁ ଆମାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵ ଆମାର କାର୍ଯ୍ୟ । ଆମାର ଚେଯେ ଅଧିକତର ନିକୃଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାଯ ଆର କେହିଁ ନାଇ । ହେ ପ୍ରଭୁ! ତୁମି ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ । ତୁମି ଆମାର ପାପ କ୍ଷମା କର । ହେ ପ୍ରଭୁ ! ଆମି ଯେଣ ଆମାର ଶତ୍ରୁଗଣେର ଜନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗେର କାରଣ ନା ହେଇ, ଏବଂ ଆମାର ବନ୍ଧୁଗଣେର ଦୃଷ୍ଟିତେ ଆମାକେ ହେଯ କରିଓ ନା । ଏରାପ ଯେଣ ନା ହୟ ଯେ, ଆମାର ତାକ୍ତ୍ୱୟା (ଧର୍ମପରାଯଣତା) ଆମାକେ ବିପଦେ ପତିତ କରେ; ଏରାପ ଯେଣ ନା ହୟ ଯେ, ଏହି ଦୁନିଆଇ ଆମାର ସର୍ବାପେକ୍ଷା

অধিক আনন্দের স্থান হয়, কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় মকসুদ (উদ্দেশ্যের বস্তু) হয়। এরূপ ব্যক্তি যেন আমার উপর কর্তৃত্ব লাভ না করে, যে আমার প্রতি রহম করিবে না। হে খোদা! তুমি বড় দয়ালু, নিজ দয়াগুণে তুমি এরূপ কর। তুমি এরূপ সকল লোকের প্রতিই দয়া করিয়া থাক, যাহারা তোমার দয়ার ভিখারী।”

## স্ত্রীলোকের প্রতি কতিপয় উপদেশ

আমাদের এই যুগে স্ত্রীলোকগণ কতিপয় বিশেষ বেদাতে জড়িত। তাহারা (পুরুষের) একাধিক বিবাহের বিধানকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে, যেন ইহার প্রতি তাহারা ঈমান রাখে না। তাহারা জানে না যে, খোদা তাঁলার বিধানে প্রত্যেক প্রকারের প্রতিকার বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং যদি ইসলাম ধর্মে বহু বিবাহের বিধান না থাকিত, তাহা হইলে যে যে অবস্থায় পুরুষের পক্ষে দ্বিতীয় বিবাহের আবশ্যক হয়, এই শরীয়তে ইহার কোন প্রতিকার থাকিত না। যথা— স্ত্রী যদি উন্নাদিনী হইয়া যায়, কিংবা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয় অথবা চিরতরে এরূপ কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে যাহা তাহাকে অকর্মণ্য করিয়া দেয়, বা এরূপ কোন অবস্থা উপস্থিত হয় যে, স্ত্রী দয়ার পাত্রীতে পরিণত হয়; কিন্তু অকর্মণ্য হইয়া যায় এবং পুরুষও দয়ার পাত্র হয়, কারণ সে একাকী থাকা সহ্য করিতে পারে না, তাহা হইলে এইরূপ অবস্থায় পুরুষের শক্তিসমূহের উপর যন্ত্রণ করা হইবে যদি তাহাকে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দেওয়া না হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া খোদা তাঁলার শরীয়ত পুরুষের জন্য এই পথ খোলা রাখিয়াছে এবং অপারগতার ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের জন্যও পথ খোলা রাখিয়াছে যে, পুরুষ অকর্মণ্য হইয়া গেলে বিচারকের সাহায্যে ‘খোলা’ (বিবাহবন্ধন ছিল) করিয়া লইতে পারে— যাহা তালাকের স্থলবর্তী। খোদার শরীয়ত ঔষধ বিক্রেতার দোকানস্বরূপ। সুতরাং দোকান যদি এইরূপ না হয় যেখানে প্রত্যেক রোগের ঔষধ পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই দোকান চলিতে পারে না।

অতএব ভাবিয়া দেখ, ইহা কি সত্য নহে যে, পুরুষের জন্য এরূপ কোন কোন অসুবিধা উপস্থিত হয়, যখন সে দ্বিতীয় বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। সেই শরীয়ত কোন কাজের, যাহাতে সকল প্রকার অসুবিধার প্রতিকার নাই? দেখ ‘ইঞ্জিলে’ তালাকের বিধানে কেবল ব্যভিচারের শর্ত ছিল এবং অন্যান্য শত শত প্রকার

কারণ, যাহা স্বামী-স্ত্রীর মেধ্য ঘোরতর শক্রতা সৃষ্টি করিয়া দেয়, তাহার কোন উল্লেখ ছিল না। এই কারণে প্রিষ্ঠান জাতি এই অভাব সহ্য করিতে পারে নাই এবং অবশেষে আমেরিকাতে তালাকের আইন পাশ করিতে হইয়াছে। সুতরাং ভাবিয়া দেখ। এই আইনের ফলে ইঞ্জিলের শিক্ষা কোথায় গেল?

হে মহিলাগণ! চিন্তিত হইও না। যে কিতাব তোমরা লাভ করিয়াছ, উহা ইঞ্জিলের ন্যায় মানুষের হস্তক্ষেপে মুখাপেক্ষী নহে এবং এই কিতাবে যেমন পুরুষের অধিকার রক্ষিত আছে নারীর অধিকারও রক্ষিত আছে। যদি স্ত্রী স্বামীর একাধিক বিবাহে অসুস্থ হয়, তাহা হইলে বিচারকের সাহায্যে খোলা' (বিবহ-বিচেছন) করিয়া লইতে পারে। মুসলমানগণের মধ্যে যে নানা প্রকারের অবস্থার উত্তর হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা নিজ শরীয়তে উল্লেখ করিয়া দেওয়া খোদা তা'লার ফরয (অবশ্য কর্তব্য) ছিল যেন শরীয়ত অপূর্ণ না থাকে।

অতএব তোমরা হে নারীগণ! নিজেদের স্বামীগণ দ্বিতীয় বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তোমরা খোদা তা'লাকে দোষারোপ করিও না, বরং তোমরা দোয়া করিও যেন খোদা তোমাদিগকে বিপদ ও পরীক্ষা হইতে নিরাপদ রাখেন। অবশ্য যে ব্যক্তি দুই স্ত্রী গ্রহণ করিয়া ন্যায়-বিচার করে না, সে কঠোর যালেম এবং শাস্তি পাইবার যোগ্য; কিন্তু তোমরা স্বয়ং খোদার অবাধ্যতাচরণ করিয়া ঐশ্বী কোপে পতিত হইও না। প্রত্যেকে নিজের কর্মের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে। যদি তুমি খোদা তা'লার দৃষ্টিতে পুণ্যবতী হও তাহা হইলে তোমার স্বামীকে পুণ্যবান করা হইবে। শরীয়ত যদিও নানা কারণে একাধিক বিবাহ সঙ্গত বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছে- তথাপি নিয়তির বিধান তোমাদের জন্য উন্নুক্ত রহিয়াছে। শরীয়তের বিধান যদি তোমাদের জন্য অসহনীয় হয়, তাহা হইলে দোয়ার সাহায্য নিয়তির বিধান হইতে উপকর গ্রহণ কর। কারণ নিয়তির বিধান শরীয়তের বিধানের উপরও প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। তাক্তওয়া (ধর্ম-ভীরুত্বা) অবলম্বন কর, দুনিয়া ও উহার সৌন্দর্যের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইও না। জাতীয় গৌরব করিও না। কোন স্ত্রীলোকের প্রতি হাসি-বিদ্রূপ করিও না। স্বামীর নিকট এইরূপ কিছু চাহিবে না যাহা তাহার ক্ষমতার বাহিরে। চেষ্টা কর, যেন নিষ্পাপ ও পবিত্র অবস্থায় কবরে প্রবেশ করিতে পার। খোদা তা'লার প্রতি কর্তব্য-নামায, রোয়া ইত্যাদিতে শিথিল হইও না।

মন-প্রাণ দিয়া নিজের স্বামীর অনুগতা হও। তাহার সম্মানের অনেকাংশ তোমার হস্তে রহিয়াছে।

সুতরাং তোমরা নিজেদের এই দায়িত্ব এরূপ উত্তমরূপে পালন কর যেন খোদা তা'লার সমীপে সালেহ ও কানেতা (পুণ্যবতী ও অল্লে-সন্তষ্ট) বলিয়া পরিগণিত হও। অপব্যয় করিও না এবং স্বামীর ধন অন্যায়ভাবে খরচ করিও না। বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, ছুরি করিও না, পরানিন্দা করিও না; এক নারী, অপর নারী বা পুরুষের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরেপ করিবে না।

## উপসংহার

এই সমুদয় উপদেশ আমি এই উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছি যেন আমাদের জামাত তাকওয়ার (খোদা-ভীতিতে) উন্নতি লাভ করে এবং যাহাতে তাহারা এই যোগ্যতা অর্জন করে যে, খোদা তা'লার গবেষ যাহা দুনিয়াতে প্রজ্ঞালিত হইতেছে, উহা তাহাদের নিকটে না পৌছে এবং বর্তমানে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের সময়ে বিশেষভাবে তাহাদিগকে রক্ষা করা হয়। প্রকৃত তাকওয়া (হায়! প্রকৃত তাকওয়ার বড়ই অভাব!) খোদাকে সন্তুষ্ট করিয়া দেয় এবং খোদা তা'লা সাধারণতাবে নহে বরং নির্দর্শন স্বরূপ প্রকৃত মুত্তাকী (খোদা-ভীরু) ব্যক্তিকে বিপদাপদ হইতে রক্ষা করেন। প্রত্যেক প্রবৰ্ধককে বা অঙ্গ ব্যক্তি মুত্তাকী হইবার দাবী করে, কিন্তু সেই ব্যক্তিই মুত্তাকী যিনি খোদা তা'লার নির্দর্শন দ্বারা মুত্তাকী বলিয়া সাব্যস্ত হন। প্রত্যেকে বলিতে পারে, আমি খোদা তা'লাকে ভালবাসি, কিন্তু সেই ব্যক্তিই খোদা তা'লাকে ভালবাসে যাহার ভালবাসা ঐশী সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। প্রত্যেকেই বলে, আমার ধর্ম সত্য, কিন্তু সত্যধর্ম সেই ব্যক্তিরই, যিনি এই দুনিয়াতেই নূর (ঐশী জ্যোতি;) প্রাপ্ত হন। প্রত্যেকেই বলে যে, আমি নাজাত (মুক্তি) লাভ করিব, কিন্তু এই উক্তিতে সেই ব্যক্তিই সত্যবাদী, যে এই দুনিয়াতেই নাজাতের জ্যোতিসমূহ দর্শন করিয়া থাকেন।

অতএব, তোমরা চেষ্টা করি যেন খোদা তা'লার প্রিয় হইয়া যাও, যাহাতে তোমাদিগকে প্রত্যেক বিপদ হইতে রক্ষা করা হয়। পূর্ণ মুত্তাকীকে প্লেগ হইতে রক্ষা করা হইবে। কারণ যে খোদা তা'লার আশ্রয়ে আছে। অতএব তোমরা পূর্ণ মুত্তাকী হও। খোদা তা'লা প্লেগ সংস্কে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তোমরা শুনিয়াছ। উহা এক গবেষের (অভিশাপের) আঙ্গন। সুতরাং তোমরা নিজদিগকে এই আঙ্গন হইতে বাঁচাও।

যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে আমার অনুসরণ করে এবং অস্তরে কোনপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা পোষণ করে না, আলস্য ও শৈথিল্য করে না এবং পুণ্যের

সহিত পাপ মিশ্রিত রাখে না, তাহাকে রক্ষা করা হইবে; কিন্তু যে এই পথে শিথিল পদ বিক্ষেপে চলে এবং তাকওয়ার পথে সম্পূর্ণরূপে চলে না, কিংবা সংসারে নিমজ্জিত, সে নিজেকে পরীক্ষায় নিপত্তি করে। প্রত্যেক দিক দিয়া তোমরা খোদা তা'লার এতায়াত (আনুগত্য) কর। প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজেকে বয়আত (দীক্ষা) গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করে, তাহার জন্য এখন সময় যে, সে নিজের অর্থ দ্বারাও এই সিলসিলার খেদমত করে। যে ব্যক্তি এক পয়সা দিবার যোগ্যতা রাখে, সে এই সিলসিলার ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসে মাসে এক পয়সা করিয়া দিবে এবং যে মাসিক এক টাকা দিতে পারে সে প্রতিমাসে এক টাকাই আদায় করুক; কারণ লংগরখানার খরচ ব্যতীত ধর্মীয় কাজকর্মের জন্যও অনেক খরচের প্রয়োজন। শত শত মেহমান আসেন, কিন্তু টাকা পয়সার অভাবে আজ পর্যন্ত মেহমানদের জন্য যথোচিত আরামদায়ক ঘরের ব্যবস্থা হয় নাই। চারপাই (খাট)-এর ব্যবস্থা নাই। মসজিদ প্রসারণেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। বিরঞ্জবাদীগণের তুলনায় পুষ্টকাদির প্রগরাম ও প্রচারের ধারা অত্যন্ত ক্ষীণ। খ্রিস্টানদের পক্ষ হইতে যেখানে পঞ্চাশ হাজার পুষ্টক-পুস্তিকা এবং ধর্ম বিষয়ক পত্রিকা ও বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশিত হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ হইতে মাসিক এক হাজারও যথারীতি প্রকাশ কর যায় না। এই সমুদয় কাজের জন্য প্রত্যেক বয়আত গ্রহণকারীর নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য প্রদান করা আবশ্যিক, যেন খোদা তা'লাও তাহাদিগকে সাহায্য করেন। যদি বিনাব্যতিক্রমে প্রতিমাসে তাহাদের সাহায্য পৌঁছিতে থাকে— তাহা অল্প সাহায্যই হউক তাহা হইলে উহা ঐরূপ সাহায্য হইতে উত্তম, যাহা কিছুকাল ভুলিয়া থাকিয়া আবার নিজেরই খেয়ালখুশী অনুযায়ী করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির আন্তরিকতার পরিচয় তাহার খেদমত দ্বারা পাওয়া যায়।

হে প্রিয় বন্ধুগণ! এখন ধর্মের জন্য এবং ধর্মের উদ্দেশ্যে খেদমতের সময়। এই সময়কে সৌভাগ্য মনে কর, কারণ পুনরায় কখনও ইহা হাতে আসিবে না। যাকাত প্রদানকারীগণের এখানেই নিজেদের যাকাত প্রেরণ করা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তি বৃথা ব্যয় হইতে নিজেকে রক্ষা করিবে এবং সেই টাকা এই পথে কাজে লাগাইবে। সর্বাবস্থায় আন্তরিকতা প্রদর্শন করিবে, যেন অনুগ্রহ ও রহস্য কুন্দস (পবিত্র আত্মা)-এর পুরুষার লাভ করিতে পারে। কারণ এই পুরুষার ঐ সকল লোকের জন্য নির্ধারিত, যাহারা এই সেলসেলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। আমাদের নবী (সা.)-এর প্রতি রহস্য কুন্দসের যে তাজাগ্লীর

(জ্যোতির) বিকাশ ঘটিয়াছিল উহা প্রত্যেক প্রকারের তাজাহ্নী হইতে উত্তম। রহস্য কুদুস কখনও কোন নবীর প্রতি কবুতরের আকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছেন, কখনও কোন নবী বা অবতারের প্রতি গাভীর আকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছেন এবং কাহারও প্রতি কচ্ছপ বা মাছের আকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছেন এবং (তখনও তাঁহার) মানব আকৃতিতে প্রকাশিত হইবার সময় আসে নাই, যে পর্যন্ত না পূর্ণ মানব অর্থাৎ আমাদের নবী (সা.) আবির্ভূত না হইয়াছেন। যখন আঁ-হযরত (সা.) আবির্ভূত হইয়া গেলেন, তখন তিনি পূর্ণ মানব হওয়ার কারণে রহস্য কুদুস ও তাঁহার প্রতি মানবের আকৃতিতেই প্রকাশিত হইয়াছেন, এবং যেহেতু রহস্য কুদুসের বিকাশ প্রবল ছিল, উহা ভূপৃষ্ঠ হইতে আকাশের দিকচক্রবাল পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল; এই জন্যই কুরআন শরীফের শিক্ষা শিরুক (অংশীবাদ) হইতে রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু যেহেতু খ্রিস্টধর্মের নেতার প্রতি রহস্য কুদুস অতি দুর্বল আকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, অর্থাৎ কবুতরের আকৃতিতে; এই জন্য অপবিত্র রহস্য অর্থাৎ শয়তান ঐ ধর্মের উপর জয়যুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং এই পরিমাণ নিজের পরাক্রম শক্তি প্রদর্শন করিয়াছে যে, এক বিরাট অজগরের ন্যায় আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই কারণেই কুরআন শরীফ সৃষ্টি-ধর্মের বিপথগামিতাকে দুনিয়ার সকল বিপথগামিতা হইতে প্রথম শ্রেণীর বলিয়া গণ্য করিয়াছে এবং বলিয়াছে, আকাশ ও ভূমঙ্গল বিদীর্ণ হইয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইতে চায়, কারণ পৃথিবীতে এক মহাপাপ করা হইয়াছে যে, মানুষকে খোদা ও খোদার পুত্র বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। কুরআন শরীফের প্রথম ভাগে খ্রিস্টধর্মের খণ্ডন ও উহার উল্লেখ রহিয়াছে, যেমন- আয়াত **إِنَّمَا يَعْبُدُونَ وَلَا الصَّالِحُونَ** দ্বারা বুঝা যায়। কুরআনের শেষ ভাগেও খ্রিস্টানদের প্রতিবাদ করা হইয়াছে, যেমন-

**قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِلَهٌ مُّنَزَّلٌ لَمْ يَكُنْ لَّهُ إِلَيْهِ شَرِيكٌ وَلَمْ يُوَلِّ** সুরা দ্বারা বুঝা যায়, এবং কুরআনের মধ্যভাগে ও খ্রিস্টধর্মের ফেনানার (বিপদ) কথা উল্লেখ আছে, যেমন **كَذَّابُ السَّمَوَاتِ يَقْتَرَنُ مِنْهُ** আয়াত দ্বারা বুঝা যায়। কুরআন শরীফ হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, দুনিয়ার সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত সৃষ্টির পূজা এবং ‘দজল’ (প্রতারণা)-এর আচরণ বিধির উপর এত জোর কখনও দেওয়া হয় নাই। এই কারণে মোবাহেলার জন্যও খ্রিস্টানগণকেই আহ্বান করা হইয়াছিল, অন্য কোন মুশরেক বা অংশীবাদী সম্প্রদায়কে নয়।

আর এই যে, রহস্য কুদুস ইতঃপূর্বে পাখি ও পশুর আকারে প্রকাশিত হইতে

ছিল, ইহাতে কি রহস্য নিহিত আছে- যাহাদের বুঝিবার ক্ষমতা আছে, বুঝিয়া লওক। আমি এই পর্যন্ত বলিয়া দিতেছি, ইহা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, আমাদের নবী (সা.)-এর মানবতা এরূপ পরাক্রমশালী যাহা রঙ্গল কুনুসকেও মানবতার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া আনিয়াছে। সুতরাং তোমরা ঐরূপ মনোনীত নবীর অনুসারী হইয়া কেন সাহস হারাইতেছ? তোমরা ঐরূপ আদর্শ প্রদর্শন কর যাহাতে আকাশের ফেরেশতাগণও তোমাদের সততা ও পবিত্রতা দেখিয়া বিস্ময়ভিত্তি হইয়া তোমাদের প্রতি দরজন (আশীর্বাদ) প্রেরণ করেন। তোমরা এক মৃত্যু বরণ কর যেন তোমরা জীবন লাভ কর এবং প্রবৃত্তির উভেজনা হইতে তোমরা নিজেদের অন্তর বিমুক্ত কর যেন খোদা তাঁলার তথায় অবতীর্ণ হন। একদিকে পূর্ণ বিচ্ছেদ সাধন কর এবং অপরদিকে পূর্ণ সমন্বয় স্থাপন কর। খোদা তোমাদের সহায় হউন।

এখন আমি সমাপ্ত করিতেছি এবং দোয়া করিতেছি যেন আমার এই শিক্ষা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হয় এবং তোমাদের মধ্যে ঐরূপ পরিবর্তন সৃষ্টি হয় যে, তোমরা পৃথিবীর তারকা স্বরূপ হও এবং তোমরা তোমাদের প্রভু হইতে যে জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছ তদ্বারা জগৎ জ্যোতির্ময় হয়। আমীন, সুম্মা আমীন।

يَا عِبَادَ اللَّهِ أَذْكُرُكُمْ أَيَّامَ اللَّهِ وَأَذْكُرُكُمْ تَفْوِي القُلُوبِ - إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ  
رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيِي - فَلَا تُخْلِدُوا إِلَى زِينَةِ الدُّنْيَا  
وَرُؤُرَهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلُوةِ - إِنَّ اللَّهَ وَمَلِئَكَتَهُ  
يُصَلُّونَ عَلَى الرَّبِّيِّ يَأْيَهَا الَّذِينَ أَمْتَوْا صَلَوةً عَلَيْهِ وَسَلَمُوا أَسْلِيمَمَا - اللَّهُمَّ  
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اِلٍ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ -

(অর্থাৎ হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমি তোমাদিগকে আল্লাহর এই দিনগুলি স্মরণ করাইয়া দিতেছি এবং সর্বান্তঃকরণে তাকওয়া অবলম্বন করার উপদেশ দিতেছি। স্মরণ রাখিও, যে ব্যক্তি তাহার প্রভুর নিকট অপরাধী অবস্থায় উপস্থিত হইবে তাহার ঠিকানা জাহাঙ্গাম হইবে; যাহাতে সে না মরিবে, না বাঁচিবে। অতএব তোমরা পার্থিব সৌন্দর্যের প্রতি চিরকাল ঝুঁকিয়া থাকিও না এবং উহার অমূলক বস্ত্র সংকল্প করিয়া বেড়াইও না। তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে তাঁহার নিকট সাহায্য

প্রার্থনা কর। নিশ্চয় এই রসূলের প্রতি আল্লাহ্ রহমত নাযিল করেন এবং তাঁহার ফিরিশতাগণও রহমত কামনা করেন!

অতএব হে মোমেনগণ! তোমরাও তাহার জন্য রহমত কামনা কর। হে আল্লাহ্! তুমি অফুরন্ত রহমত নাযেল কর মুহাম্মদের উপর এবং মুহাম্মদের উম্মতের উপর, আর নাযেল কর অশেষ বরকত ও শান্তি)।

## প্লেগ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

ফারসি কবিতা-

নশان اگرچه نہ در اختیار کس بودست  
مگر نشان بدھم از نشان ز دارم  
که جست و جست پناہی بچار دیوارم  
کہ آن سعید ز طاغون نجات خواهد یافت  
مرا قسم بخداوند خویش و عظمت او  
کہ هست این ہمه ازوی پاک گفتارم  
چه حاجت است به بحث و گرہمیں کافیست  
برائے آنکہ سیہ شد دش ز انکارم  
رواست گر ہمه خیزند بہر پکارم  
اگر دروغ براید ہر آنچہ وعدہ من

বঙ্গানুবাদ- যদিও নিদর্শন দেখানো কোন মানবের অধিকারে নহে তবুও আমি আমার আল্লাহর নিকট হইতে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ হইতে এক নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছি।

সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিই প্লেগের কবল হইতে রক্ষা পাইবে, যে আমার ঘরের চারি পাটীরের মধ্যে আশ্রয় নিতে ধাবমান হয় এবং অনুসন্ধান করে। আমি আমার আল্লাহর মহত্ত্বের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার এই সকল কথা খোদা তাঁলার ওহীপ্রসূত।

অন্য বিতর্কের কি প্রয়োজন, ইহাই যথেষ্ট সেই ব্যক্তির জন্য, যে আমাকে অস্বীকার করিয়া নিজ হৃদয় কল্যাণিত করিয়াছে।

আমি যে প্রতিশ্রূতি দিতেছি তাহা যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে সকলের পক্ষে আমার শক্রতা করা ন্যায়সঙ্গত হইবে।

## গৃহ প্রসারের জন্য চাঁদার আবেদন

ভবিষ্যতে দেশে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের খুব আশঙ্কা, এবং আমার গৃহে যাহার কতকাংশে পুরুষ কতকাংশে মহিলা মেহমান বাস করেন, সেখানে অত্যন্ত স্থানাভাব হইয়াছে। আপনারা শুনিয়াছেন যে, আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু এই গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থানকারীগণের জন্য বিশেষ হেফায়তের ওয়াদা করিয়াছেন। যে বাড়িটি মরহুম গোলাম হায়দারের ছিল, যাহাতে আমাদের অংশ আছে, এখন আমাদের অংশীদার সেই বাড়ি হইতে আমাদের অংশ এবং মূল্য গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট অংশও আমাদিগকে দিতে রাজি হইয়াছে। এই বাড়ি আমাদের বাড়ির এক সন্নিহিত অংশ হইতে পারে। আমার ধারণামতে দুই হাজার টাকার মধ্যে ইহা নির্মাণ করা যাইতে পারে। প্লেগের প্রাদুর্ভাব সন্নিকট বলিয়া আশঙ্কা হয়, এবং এই গৃহ ঐশীবাণীর সুসংবাদ অনুযায়ী এই প্লেগরূপী তুফানের তরীক্ষণপ হইবে। জানিনা, কে কে এই সুসংবাদমূলক প্রতিশ্রুতি হইতে অংশ লাভ করিবে। অতএব এই কাজ অতি শীঘ্র সম্পন্ন করা আবশ্যক। সৃষ্টিকর্তা, রিয়িকদাতা ও পুণ্যকর্ম দ্রষ্টা খোদা তাঁলার উপর ভরসা করিয়া চেষ্টা করা উচিত। আমিও দেখিয়াছি যে, আমাদের এই গৃহ তরীক্ষণপ তো বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে এই তরীতে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্যই স্থান সংকুলানের অভাব রহিয়াছে। এই জন্য ইহার প্রসারণের প্রয়োজন হইয়াছে।

ইশ্তেহার দাতা  
মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী





# Noah's Ark

## (Kishti-e-Nuh)

by **Hazrat Mirza Ghulam Ahmad,**  
The Promised Messiah and Mahdi (as)

### An Invitation to Faith

From 1896 to 1914 the plague ravaged British India, and more particularly, the province of Punjab. During these perilous times, as towns and cities were devoured, the British government undertook efforts to save the people from this pandemic through inoculation. It was in this backdrop that Mirza Ghulam Ahmad of Qadian penned Noah's Ark in 1902. In it the author elaborates the essence of his teachings and states that those who sincerely follow its tenets would be saved miraculously from the onslaughts of this epidemic, even without inoculation. This was a prophecy vouchsafed to him by God. History testifies to the magnificent fulfilment of this prophecy.

The book Noah's Ark shines as a beacon of hope not only for the people of the past, but also now and shall continue to grant salvation to the world in all ages. It is a book that stands as one of the most influential works of the Promised Messiah and Mahdi, and continues to transform lives even today.

ISBN 978-984-991-044-2



978 984 991 044 2